বিদায়-আরতি



কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বিরচিত
কবি-পরিচয় সম্বলিত



আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স
২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চতুর্থ সংস্করণ
পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত
দাম : তিন টাকা

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
শ্রীইন্দু রক্ষিত

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক ২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশি
এবং নিউ মদন প্রেস ৯৫নং বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সূচী



LIBRARY.
Agartala

কবি-পরিচয়

[চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বিরচিত]

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ১২৮৮ সালের ৩০শে মাঘ, শনিবার কলিকাতার সন্নিহিত নিমৃতা গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রজনীনাথ, মাতা মহামায়া দেবী। কবির পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও জ্ঞান-তপস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়। কবি তাঁহার পিতামহের নিকট হইতে অসাধারণ জ্ঞান-পিপাসা এবং সাহিত্যের রসজ্ঞতা ও সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়া অল্প বয়সেই প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবধি বিদ্যানুরাগী ও কবিতা-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'হিতৈষী' নামক পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা প্রথম ছাপা হয়। 'সবিতা' তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক। ইংরেজী ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে 'সন্ধিক্ষণ' নামে তিনি একটি স্বদেশ-প্রেম-মূলক কবিতা-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থ-সলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'জন্মদুঃখী', 'কুহু ও কেকা', 'চীনের ধূপ', 'রঙ্গমল্লী', 'তুলির লিখন', 'মনিমঞ্জুষা', 'অভ্র-আবীর', 'হসন্তিকা', পর্য্যায়ক্রমে প্রায় প্রতি বৎসরে একখানি করিয়া গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা সংগ্রহ করিয়া 'বেলাশেষের-গান', 'বিদায়-আরিতি', 'ধূপের ধোঁয়ায়' প্রকাশিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতি মধুর ও নীরব ছিল। তিনি অল্পভাষী জিতেন্দ্রিয়, সত্যসন্ধ, স্বদেশপ্রেমী ও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহার দানশীলতা ও মাতৃভক্তি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং বন্ধুবৎসলতা অসাধারণ ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ নানা ভাষায় অভিজ্ঞ এবং নানা বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে ভাষার কারচুপি ও নানা বিদ্যার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইতিহাসের ও পুরাণের খুঁটিনাটি তথ্য তাঁহার এত জানা ছিল যে তিনি অবলীলাক্রমে তাঁহার রচনার মধ্যে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ ও আভাস গ্রথিত করিয়া দিতে পারিতেন।

আর সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দ-সরস্বতী, নানাবিধ ছন্দরচনায় ও উদ্‌ভাবনে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সেবা একটী নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ছিল। সেই সত্যের অনুরোধে তিনি স্পষ্টবাদী বীর ছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল বাস্তব ও বিজ্ঞান-সম্মত—সেই আদর্শকে তিনি তাঁহার কবি-হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা ভাষায় ও ছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। অতি উচ্চ সূক্ষ্ম কল্পনা অথবা অবাস্তব সৌন্দর্য্যের মোহে তিনি এই বাস্তব হইতে কখনো দূরে সরিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার ছন্দ-সরস্বতীকে মানবের বাস্তব ইতিহাসের সর্ব্বাঙ্গীন প্রগতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বন্দনা করিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রেরণার আর-একটি দৃঢ় সম্বল ছিল—মাতৃ-ভাষার প্রতি অসীম প্রগাঢ় অনুরাগ। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য ও প্রচলিত ভাষা হইতে আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ের সহিত তিনি খাঁটি বাংলা বুলিকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাঁহার রচনার মধ্যে দিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়া-ছিলেন। তিনি সেই বাংলাদেশের নিজস্ব বাগ্‌ধারাকে ও সেই ভাষার ধ্বনিকে অফুরন্ত ছন্দ-ঝঙ্কারে বাজাইয়া তুলিয়া নূতন ছন্দ-বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই ভাষা ও ছন্দের সৃষ্টিই তাঁহার কবি-প্রতিভার সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক কীর্ত্তি। খাঁটি বাংলা ভাষা ও সেই ভাষার ছন্দকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের সমৃদ্ধ করিয়া তোলাই যেন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

স্বদেশের প্রতি তাঁহার অসীম মমতা ছিল। বর্ত্তমানের যাহা কিছু অধর্ম্ম ও অসত্য, যাহা কিছু ভীরুতা ও জড়তা, যাহা কিছু ক্ষুদ্রতা ও মূঢ়তা ছিল তাহাকেই কঠিন ধিক্কার দিতে ও বিদ্রূপ করিতে গিয়া তাঁহার বাণী বেদনার জ্বালায় বিষাক্ত হইয়া উঠিত আবার অতীত ও বর্ত্তমানে যাহা কিছু মহান ও সুন্দর, ভবিষ্যতে যাহা কিছু মহান্ ও সুন্দর হইবার সম্ভাবনা দেখিতেন, তাহাই তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিত, এবং তাঁহার বন্দনা-গানে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশের প্রতি দরদ এত প্রবল ও তীক্ষ্ণ ছিল যে তিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর অন্তরালে এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা উপলক্ষ্য করিয়াও দেশের অবস্থা দুঃখ দুর্দ্দশা এবং আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না এবং এই প্রকার রচনায় তাঁহার একটি বিশেষ অনন্য-সাধারণ নিপুনতা ছিল। এইরূপে তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহাদের অন্তরালে কবির হৃদয়-বেদনা অথবা আনন্দ ও আশা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। দরদী সন্ধানী পাঠক-পাঠিকা একটু অনুধাবন করিলে ইহার পরিচয় পাইবেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ১৩২৯ সালের ১০ই আষাঢ় শনিবার কলিকাতায় রাত্রি দু'টায়, চল্লিশ বৎসর পাঁচ মাসের সময় পরলোক গমন করেন।

এমন কবির অকাল তিরোধানে বঙ্গসাহিত্যের যে অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা কবি কীট্‌সের অকাল বিয়োগের ন্যায় চিরকাল কাব্য-রসিকদের দীর্ঘনিশ্বাস আকর্ষণ করিবে।

————

বিদায়-আরতি

হিন্দোল-বিলাস

প্রাণে মনে হিল্লোল
বনে বনে হিন্দোল
মেঘে মৃদঙ্গের বোল্ মন্থ্-মন্থর :

শ্রাবণেরি ছন্দে
কদমেরি গন্ধে
আয় তুই চঞ্চল ! চির-সুন্দর !

নিশ্বাসে কি সৌরভ !
কালো চুলে মেঘ সব !
পশ্‌লায় পশ্‌লায় রূপ ধর্ গো :

কালো চোখে বিদ্যুৎ,
কোনোখানে নেই খুঁৎ,
অদ্ভুত ! অদ্ভুত ! তুই স্বর্গ !

আরো কাছে আয় তুই
কালো চোখে চোখ থুই,
ভুলে থাকি দিন-দুই দুনিয়ার সব,

বিদায়-আরতি

শুধু হাসি আর গান
শুধু সারঙের তান
ভালোবাসাময় প্রাণ—শুধু উৎসব ।

কে গেছে কে যায় আর
অতশত ভাব্‌নার
ফুর্‌সুৎ নেই আজ নেই, বন্ধু !

তুমি আছ এই খুব,
ধ্যানে ধ'রে ওই রূপ
ভর্‌পূর্‌ চিত্তের সব তন্ত্র ।

এ মিলনে, অশ্রুর
মেশে যদি খাদ্‌ সুর
কি হবে তা' ? হয় বা কি ভেবে বিস্তর ?

কেয়া-গুঁড়ি তবে মাখ ,
তুলে নে রে লাখে লাখ্‌
জুঁইফুল,—বিল্‌কুল চুলে তুই পর ।

আমি দেখি তন্ময়
চেয়ে চেয়ে মন্‌ময়
শত তারা যাক্‌ হেসে লাখ ইন্দু ;—

যদিও এ বাদ্‌লায়
ঝিঁঝিঁ-ডাকা কাজলায়
নেই চাঁদ,—জ্যোৎস্নার নেই বিন্দু ।

———

ঘুম্‌তী নদী

ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলে, ঠুম্‌রী তালে ঢেউ তোলে !
বেল্‌-চামেলির চুম্‌কি চুলে, ফুলেল হাওয়ায় চোখ্‌ ঢোলে !
কুড়ূক্‌ পাখীর উলুর রবে ঘুম ভাঙে তার, দিন কাটে,
ক্ষারি-দোয়েল্‌-শালিক-শামা-বুল্‌বুলিদের কন্‌সার্টে !
শণের ফুলে ছিটিয়ে সোনা শরৎ তারে সাজিয়ে যায়,
ভিণ্ডি-ফুলের কনক জবা তার নিকষে যাচিয়ে যায়।
হেমন্ত ভেট ছায় তাহারে আনন্দে তুই হাত ভরি'
মুক্তো-ফাটা গাজর-ফুলের চিকণ চারু ফুলকরী !
শিশির আসে নীল আকাশে বকাগ্র্‌ ফুলের বক-ধ্বজা,—
উড়িয়ে ঘোষে ফুল্‌ মুলুকের নিত্যদিনের নওরোজা !
সমারোহ সর্ষে-ক্ষেতে জর্দ্দা-ফুলের একজাইএ—
খেলাঘরের খাস্‌ গেলাসের জলুস্‌ বাঁধা-রোশনাই এ !
ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলে রিম্‌ঝিমিয়ে মন্থরে,
দিনের আলোর ফুল্‌কিগুলি বুক জুড়ে তার সন্তরে !

*　　　*　　　*

ঘুম্‌পাড়ানি ঘুম্‌তী নদী ঘুমিয়ে কি তুই পথ চলিস্‌,
ঘুমের ঘোরে ঘুরিস্‌ শুধুই স্বপন-পুরীর বোল্‌ বলিস্‌ !
তুই কিনারায় ফুলের ফসল, পরণে শাড়ী ফুল-পেড়ে,
আমের ছায়া নিমের ছায়া এড়িয়ে আগে যাস্‌ বেড়ে ;
বসন্তে তোর ডাইনে বাঁয়ে ফুলের ধুলোট, ফুলের বান,
মগজ ভরে মন হরে তোর সাত-আতরের ঐকতান !
জুলুম সুরু করলে নিদাঘ আঙ্‌রা-ঝুরো ছুটিয়ে লু,
শিরীষ-চাঁপার অঞ্জলিতে দিস ঢেকে তুই তার চিলু।

কাজরী যখন গায় মেয়েরা, বাদল-মেঘে থির কাজল,
অঢেল্ কেয়ার পরাগ মেখে তুই হ'য়ে যাস্ কেওড়া-জল।
খোস্বায়ে তোর খুসীর হাওয়া সোঁতের পিছন সঞ্চরে,
ফুলগুলো ধায় ফড়িং হ'য়ে উড়ন-ফুলের রূপ ধ'রে!
ঘুরে ঘুরে ঘুম্তী চলিস্ ঝুম্কো-ফুলের বন দিয়ে,
ঢেউ-ঝিলিকে মাণিক জ্বেলে চাঁদের নয়ন নন্দিয়ে।

*　　　*　　　*

সঙ্গীতে তোর তৈরী শরীর রঙ্গ-বীণার রঙ্গিণী!
অল্-গজলির গজল-গানের তুই যে চির সঙ্গিনী!
কৃষাণকে তুই করিস্ কবি, কর্ তবে মন চমৎকার,
নূপুর পায়ে চলিস্ মৃদু দুলিয়ে কনক-চন্দ্রহার!
সুল্তানেদের সুল্তানা তুই, নবাব-বেগম রাজ-রাণী—
অপ্সরা তুই, উর্ব্বশী তুই, চাব যুগই তোর প্রেমবাণী!
দুই হাতে তোর ডালিম-আনার, ভুট্টা-জনার ছড়িয়ে যাস্,
অড়র-চানার মাঝখানে তোর যোজন-জোড়া ফুলের চাষ।
মস্জিদে তোর টিয়ের মেলা, মন্দিরে তোর চন্দনা,
পিক আহেরী-ময়না মিলে গায় তোমারি বন্দনা।
আনন্দে নীলকণ্ঠ-পাখী বেড়ায় উড়ে তোর তীরে,
মাছরাঙাকে চম্কে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠে তিত্তিরে!
ফুল-ক্ষেতে আর ফুল-খামারে শঙ্খচিলের আস্তানা—
মুখ-চোখে ঠিক ফুল-বিলাসী সুলতানেরি ভাবখানা।
ঘুরে ঘুরে আস্ছে তারা, ভাস্ছে ফুলের মুখ চেয়ে,
ঘুরে ঘুরে ঘুম্তী চলে ঘুম-নিঝুমের গান গেয়ে॥

———

জাফ্‌রানিস্থান

যে দেশেতে চড়ুই-পাখীর চাইতে প্রচুর বুল্‌বুলি,
যেথায় করে কাকলি কাক নীরস নিজের বোল্‌ ভুলি',
বারোমাসেই সরল ঘাসে সবুজ যেথা ঘরের চাল,
চালে চালে ফুলের ফসল চুম্‌কী-চমক নিত্যকাল,
ভূর্জ্জপাতার ঠোঙায় যেথা আঙুর বেচে সুন্দরী,
হাজার হাজার হৈমবতী বেড়ায় যেথা রূপ ধরি',
পথে ঘাটে রূপ-শতদল পাপ্‌ড়ি যেথা ছড়িয়েছে,
গিরিরাজের বুকের পাঁজর আলোক-লতায় জড়িয়েছে,
কোমল-কঠিন মিল্‌ছে যেথায় আঙুরে আর আখ্‌রোটে,
ভুঁই-চাঁপারি সই-স্যাঙাতি জাফ্‌রানে নীল ফুল ফোটে,
শৈল-শ্লেটে অলখ্‌ আঙুল যেথায় দাগা বুলিয়ে যায়,
বলাকা-বকফুলের মালা বিনি-সূতায় দুলিয়ে যায়,
পাহাড়-কোলের ফাঁকগুলি সব যেথায় তরল-সুর ভরা—
দিকে দিকে নূপুর-পায়ে নামছে ঝোরা স্রগ্ধরা,
হাওয়া যেথা মেওয়ার সামিল, মেওয়া সে অফুরন্ত,
একলা ঝিলম্‌ একশো যেথা, শান্ত এবং দুরন্ত!
যেথায় লুকায়—মন্ত্রে যেন—ক্লান্তি যত কায়-মনের,
চিড়্‌-খাওয়া হাড় হয় সে তাজা বাতাস লেগে চীড়-বনের,
বনে ফোটে বনপদ্ম ফুল, পদ্ম ফোটে পল্বলে,
ধূপের গন্ধে আমোদ করে ধূপী-বনের জঙ্গলে,
ফল্‌সা চেয়ে আঙুর সুলভ, ফুলের জল্‌সা রোজ দিনই,
ঝাঁকে ঝাঁকে গুলাব ফোটে, ফোটে গুলেল্‌ য়োস্‌মিনী,

বিদায়-আরতি

লাখে লাখে ম্যজারমণ্ডি গিলাস্-ফুলের খাস্-গেলাস্,
শোষম্-ফুলের নীল সুষমায় আকুল যেথা হয় আকাশ,
মর্ত্ত্যে যাহার নাই তুলনা, তাই যারে কয় ভূস্বর্গ,
মুগ্ধ ওরে ! দু-হাত ভ'রে দে তুই তারে দে অর্ঘ্য ।

* * *

গোগর-ঝাউয়ের গোকর্ণ-ছাঁদ শাখার তুষার সর্ তেছে,
শালের পশম ঝল্ মলিয়ে ছাগলগুলি চর্ তেছে,
শিস্ দিয়ে যায় রাখাল-ছেলে গুজর এবং গক্করে,
লাফিয়ে হঠাৎ হাস্ তে থাকে উছট্ খেয়ে টক্করে,
ধান চলেছে চাল চলেছে পশমী মোটা বস্তাতে,
মোদো হ'য়ে উঠ্ ছে মেতে আপেল-পেয়ার বাস্তাতে,
কল্কা-ছাদে নক্সা এঁকে চল্ ছে বেঁকে ঝিলম্ গো,
ফুস্ ছে ফেনায় সাপবাজী তার দিন-দেওয়ালির কি রঙ্গ !
ঘূর্ণি ঘুরে চর্কী কেটে চল্ ছে কোথাও ঝড়-গতি,
ঝঙ্কারে তার ঝঞ্ঝা বধির মঞ্জীরে ছড়ায় মোতি,
ঝম্ ঝমিয়ে যায় রূপসী চাঁদি-রূপার পায় তোড়া,
ফুলিয়ে হোথা দুলিয়ে কেশর বার হ'ল ওর সাতঘোড়া,
চল্ ছে নেচে কাঁচিয়ে কেঁচে পাহাড়গুলোর অচল ঠাট,
ওঠা-নামার নাগর-দোলায় দুলিয়ে আঁচল পাগল নাট,
তুঁত-পাহাড় আর খয়ের-পাহাড় পাহাড় সাদা ফট্ কিরি,
নস্যি রঙের পাহাড়গুলো ভস্ম হেন যায় চিরি',
গৈরিকে সে সাজ্ ছে কোথাও, মাজ্ ছে কোথাও নীল পাথর,
জম্ কে এসে থম্ কে হঠাৎ ঘোম্ টা টেনে হয় নিথর ।

* * *

কঠোর ধূসর নয়কো উষর পাথর হেথা উর্ব্বরা,
এই পাথরের স্তরে স্তরে ফসল ফলে বুক-ভরা,

জাফ্রানি স্থান

এই পাথরের পাটায় পাটায় স্বর্গ হ'তে বারম্বার
লক্ষ্মী নামেন, ঐ দেখ গো পৈঁঠা-পীঁড়ি আসন তাঁর !
উথলে দিতে সোনার সরিৎ হরিৎ-বেশে উদয় হন
এই কঠোরের ঘাটে ঘাটে রানায় রানায় তাঁর চরণ !
এই কঠোরে কোমল ক'রে ফসল ফলায় কাশ্মীরী,
অন্ন আয়ু আদায় করে এই পাথরের বুক চিরি' !

*　　*　　*

পৌঁছেছি গো পৌঁছেছি আজ গিরিরাজের অন্দরে,
শিবের বিয়ের ওই যে টোপর ওই যে গো বিরাজ করে,
ঐ যে 'হরমুকুট' উজল ঐ যে চির-চমৎকার,
বেড় দিয়ে ভুজঙ্গ-সাথে গঙ্গা আছেন অঙ্গে যার,
ঐ যে 'নাঙ্গা' ঐ যে ধিঙ্গি ঐ যে নন্দী ভৃঙ্গী সব,
নিচ্চে মনে আজ বা মোরা শুনব শিবের শিঙার রব,
মূর্ত্তিমতী হৈমবতী কবিরা কন কাশ্মীরে,
ফুটেছে এই সোনার কমল গিরিরাজের বুক চিরে,
তপের তাপের শেষ নাহি এর, শিবের আশা-পথ চেয়ে,
দুঃসহ ক্লেশ সইল কত উষা-প্রভা এই মেয়ে।

*　　*　　*

সার দিয়েছে সফেদ্ তরু দীর্ঘ পথের দুই ধারে,
লক্ষ ময়ূরপুচ্ছ-চামর হেল্‌ছে হাওয়ার সঞ্চারে,
সবুজ ঘাসের গাল্‌চে, 'পরে গাব্বা পাতে সুন্দরী,
গাছের ছায়ায় গাব্বা—তাতে টুক্‌রো রোদের ফুলকরী,
চীনার গাছের ধবল বাহু মেল্‌ছে পাতার পাঁচ আঙুল,
দেবের ভোগ্য ফল্‌ছে গো সেব, ফুট্‌ছে হোথা আনার-ফুল,

বিদায়-আরতি

বাদাম-গাছের পাৎলা পাতায় লাগ্‌ছে হাওয়া দিক্‌-ভোলা,
হাস্‌ছে আলো আকাশভরা, হাস্‌ছে হাসি দিল্‌-খোলা।

*　　　*　　　*

সপ্তসেতুর শহরে আজ নূতন হিমের পড়্‌ছে ঘের,
শৈল-পটে বরফ-হরফ নূতন কে গো লিখ্‌ছে ফের,
হ্রদের জলে কমল লুকায়—মন্ত্রে যেন যায় উড়ে,
পদ্মফুলের পাপ্‌ড়ি শুকায় পদ্মপাতার কোল জুড়ে',
শিঠিয়ে ওঠে কাঁটার মালা বেগ্‌নি পাতায় পানফলের,
ট্যাপের ট্যাপা ফলগুলো সব শীতের শাসন পাচ্ছে টের,
সর্ষেফুলের ঝাঁঝালো মউ, পদ্মফুলের মউ মিঠে,—
মৌমাছিরা ভিয়েন্‌ করে, নেই অপচয় এক-ছিটে,
ভাসা ক্ষেতে খাট্‌ছে চাষা শেষ-ফসলের তদ্বিরে,
কাংড়িতে ফের ভরছে আগুন বুড়োবুড়ী গম্ভীরে,
হাঁজীর মেয়ে আজকে সাঁঝে প্রাচীন কাঁথা জড়িয়েছে,
শীতের বাতাস প্রাচীন গাথা পাণ্ডু পাতা ছড়িয়েছে,
বরফি-কাটা ক্ষেতের পরে জাফরানে ফুল ফুট্‌ল রে,
শিশির-জলে ঘুম-জড়ানো চোখের ঘুম কি টুটল রে!
নীল-লোহিতের বিভূতি ওই লেগেছে আজ আস্‌মানে,
লেগেছে য়োস্‌মিনীর ফুলে, আর লেগেছে মোর প্রাণে,
নীলের কোলে সোনার কেশর, নীলসুখেতে' স্পন্দমান,
নীলপাহাড়ের ফুলদানীতে প্রফুল্ল জাফ্‌রানিস্থান।

আলোর পাথার

কে বাজালে মাঝ্-দিনে আজ প্রহর-রাতের সুর সাহানা !
শঙ্খ-গৌর মেঘের মেলায় শঙ্খ-চিলের মিলায় ডানা ;
জর্দ্দা-কাঠির গম্বুজেতে ময়না জেগে স্বপ্ন দেখে,
শিউলি-ফুলি হাওয়ায় ভেসে ঘাসের ফুলে ফড়িং ঠেকে !

গাছের গোড়া গোল্‌টি ক'রে নিকিয়ে ছায়া ছ্যায় নিভৃতে,
সেই চাতালে রাখাল আসে একটুকু গা গড়িয়ে নিতে।
জলের তালে ঢুল্‌ছে মাঝি বাঁধা নায়ের ছই-তলাতে,
টুনটুনি ধায় এক্‌লা কেবল করম্‌চা-ডাল টল্‌মলাতে।

পালান্-ছোঁয়া শাঁওলা ঘাসে বাছুর গরু চরছে পালে,
নাড়িয়ে ছ'কান তাড়িয়ে মাছি লোটন্-ল্যাজের ছেপ্‌কা-তালে,
দীঘির জলে রূপোর ঝিলিক দেখ্‌ছে ব'সে মাছরাঙা সে,
ঢল্-নামা জল থিতায় গাঙের,—যায় ছ্যাখা তার পাড় ভাঙা যে

পতর-আঁটা গতর নিয়ে চলছে গেতো বোঝাই-ভরা,—
মাঝাই বেলার গোড়েন্ সুরে গোড় দিয়েছে নেইক ত্বরা।
দূর কিনারায় পাঁজর-খোলা মেরামতের নৌকাখানা
প'ড়ে প'ড়ে খেয়াল ছ্যাখে বন্যাদিনের প্রলয় হানা !

চরের পরে ঝিমায় কাছিম. চোখের পাতে মোতির দানা,
পিঠেতে তার ঝিমায় ব'সে শামুক-খুলি পাখীর ছানা।
মরালী ধায় লহর তুলে মরাল তাহার ফেরে পাছে,
দোলন-চাঁপার নিথর মোহে মগজটা তার ভ'রে আছে।

মাজা আলোয় সাজন সাজে, বিজন গেহে মুগ্ধ চোখে,—
বাজন বাজে বুকের তালে, আয়নাতে মুখ দেখ্‌ছে ও কে!
আতর-ভরা চাওনি দিয়ে আপনাকে ও বরণ করে,
চাঁপাই আলো সাত ঝরোকায় ঝাঁপায় রে ওর চরণ পরে।

আলোর আতর থিতিয়ে বুঝি এই অপরূপ রূপ পেয়েছে,
রূপের ধূপের সৌরভে আস্‌মান ছেয়েছে—প্রাণ ছেয়েছে,
আস্‌মানে আর পরাণে আজ সোনার পোড়েন্‌ সোনার টানা,
শুক্তি-ধবল মেঘের মেলায় হংস-মিথুন মিলায় ডানা।

কয়াধু

[দিতি ও কশ্যপের পুত্র অসুর-সম্রাট্‌ হিরণ্য-কশিপুর পত্নী কয়াধু। ইনি জম্ভাসুরের কন্যা ও মহিষাসুরের ভগিনী। ইহার চারি পুত্র—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদ ও অনুহ্লাদ।]

কার তরে এই শয্যা দাসী, রচিস্‌ আনন্দে?
হাতীর দাঁতের পালঙ্কে মোর দে রে আগুন দে।
পুত্র যাহার বন্দীশালায় শিলায় শুয়ে, হায়,
ঘুম যাবে সে দুধের-ফেনা ফুলের-বিছানায়?
কুমার যাহার উচিত ক'য়ে সয় অকথ্য ক্লেশ,
সে কি রাজার মন ভোলাতে পর্‌বে ফুলের বেশ?
দুলাল যাহার শিকল-বেড়ীর নিগ্রহে জর্জ্জর,
জম্ভলিকা! রত্ন-মুকুট তার শিরে দুর্ভর!
পার্‌ব না আর কর্‌তে শিঙার রাখতে রাজার মন,
জঞ্জালে ডাল্‌ জঞ্জাল-জাল রাণীর আভরণ।

ফণীর মতন রাজার দেওয়া দংশে মণিহার,
যম-যাতনা এখন এ মোর রম্য অলঙ্কার !
কেয়ূর-কাঁকণ শিথ্‌লে দে রে, খুলে দে কুণ্ডল,
শিথ্‌লে দে এই মোতির সীঁথি শচীর আঁখিজল !
রাণীত্বে আর নাই রে রুচি—নাই কিছুরই সাধ,
যে দিকে চাই কেবল দেখি লাঞ্ছিত প্রহ্লাদ !
যে দিকে চাই মলিন অধর, উপবাসীর চোখ,
যে দিকে চাই গগন-ছোঁয়া নীরব অভিযোগ,
যে দিকে চাই ব্রতীর মূর্ত্তি নিগ্রহে অটল,
সাপের সাথে শিশুর খেলা,—মন করে বিহ্বল।
মারণ-পটু মার্‌ছে বটু—মার্‌ছে বাছারে,
শস্ত্রপাণি দিচ্ছে হানা বালক নাচারে,
কাঁটায় গড়া মার্‌ছে কোড়া দুধের ছেলের গায়,
ছাখ্‌ রে রাঙা দাগ্‌ড়াতে ছাখ্‌ আমার দেহ ছায় !
প্রাণের ক্ষতে লোহুর ধারা ঝরছে লক্ষ ধার,
আর চোখে নিদ্‌ আস্‌বে ভাবিস্‌ পালঙ্কে রাজার ?
গুমে গুমে পুড়ে যেন যাচ্ছে শরীর মন,
ক্লান্ত আঁখি মুদ্‌লে দেখি কেবল কুস্বপন,
পাহাড় থেকে আছ্‌ড়ে ফেলে দিচ্ছে পাথরে—
প্রহ্লাদে মোর ; দিচ্ছে ঠেলে সাপের চাতরে।
জগদ্দলন পাষাণ বুকে ফেল্‌ছে তরঙ্গে,
চোরের সাজে সাজিয়ে সাজা চোরেরি সঙ্গে !
নির্দ্দোষেরে খুনীর বাড়া দিচ্ছে রে দণ্ড।
কালনেমি, কবন্ধ, রাহু দৈত্য পাষণ্ড।
কভু দেখি ফেল্‌ছে বাছায় পাগ্‌লা হাতীর পায়—
বিদ্রোহীদের প্রাপ্য সে আজ নিরীহ জন পায় !

চর্ম্মচোখে রক্ত ঝরে দারুণ সে দৃশ্যে,
মর্ম্মচোখে কেবল দেখি······নৃসিংহ বিশ্বে !

*　　　　*　　　　*

হায় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ !···হাহা রে আফ্‌শোষ,
অপ্রযুক্ত দণ্ড এ যে,···জাগায় বিধির রোষ !
কি দোষ বাছার বুঝ্‌তে নারি, অবাক্ চোখে চাই,
ইচ্ছা করে এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাই—
অন্য কোথাও—অন্য কোথাও—এ রাজ্যে আর নয়,
ভাগ্যে আমার স্বর্গপুরী হ'ল ভীষণ-ভয়,
চোখের আগে কেবল জাগে ছেলের মলিন মুখ,
খড়্গো জেতা স্বর্গপুরে নাই রে স্বর্গ-সুখ।
বুঝ্‌তে নারি কী দোষ বাছার,···ভাবি অহর্নিশ,
যণ্ড গুরুর শিক্ষা পেয়েও যণ্ডামি তার বিষ,···
এই কি কসুর অপাপ শিশুর ?　হায় রে কে জানে,
বিহ্বলতায় বিকল করে এ মোর পরাণে।··
ফিরে এল শিক্ষা-শেষে শিশু পুলক-মন,
ভীষণ সাপের আবর্ত্তে হায় এই সমাবর্ত্তন !
প্রশ্ন হ'ল—"কি শিখেছ ?"　রাজার সভা-মাঝে
কয় শিশু—"তাঁর নাম শিখেছি রাজার রাজা যে ;
যাঁর আদি নাই, অন্তও নাই, যে-জন চিরন্তন,
সত্য-মূর্ত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তি অরূপ নিরঞ্জন,
তিন ভুবনের প্রভু যিনি, প্রভু যে চার যুগে,
শিখেছি নাম জপ্‌তে তাঁহার, গাইতে সে নাম মুখে।"
ছেলের বোলে রুষ্ট রাজা দেবত্ব-লোভী,
ছেলের দেব-প্রেমে ছাখেন বিদ্রোহ-ছবি।

বিধির বরে দেব্‌তা-মানুষ-পশুর অবধ্য
মাতেন পিয়ে অহঙ্কারের অপাচ্য মদ্য।
ভাবেন মনে "হইছি অমর" অবধ্য বলেই !
পরের বধ্য নয় ব'লে, হায়, মৃত্যু যেন নেই !
দেবতা-মানুষ-পশুর বাইরে কেউ যেন নেই আর
বলের দর্পে দণ্ড দিতে ; এম্‌নি ব্যবহার !
দাবী করেন দেবের প্রাপ্য যজ্ঞ-হবির ভাগ,
ভগবানের জয়-গানে হায় বাড়ে উঁহার রাগ !
উনিই যেন রুদ্র, মরুৎ, উনিই সূর্য্য, সোম,
ক্ষণস্থায়ী রাজ্যমদে দণ্ডধারী যম।
ইন্দ্র উনি ইন্দ্রজয়ী, জয়ন্ত, জিষ্ণু,
এক্‌লা উনি সব দেবতা, নাসত্য, বিষ্ণু।
ছেলের বোলে ক্রোধোন্মত্ত দৈত্য ধুরন্ধর,
"আমার আগে অন্যে বলে ত্রিভুবনেশ্বর !
রাজদ্বেষী অমন ছেলে, ফল বা কি জীয়ে ?
ডুবিয়ে দেব নির্য্যাতনের নরক সৃজিয়ে।
খর্ব্ব করে রাজায় যে তার রাখ্‌ব না মাথা,
দণ্ডবিধান কর্‌ব, স্বয়ং আমিই বিধাতা !"
বাক্য শুনে বালক বলে বিনয় বচনে—
"হৃদয় আমার নিরত যাঁর অর্ঘ্য-রচনে,
পিতার পিতা মাতার মাতা রাজার রাজা সেই,
সত্য তিনি নিত্য তিনি তাঁর তুলনা নেই ;
পিতা গুরু,...মান্য করি,...শ্রদ্ধা দিই ভূপে,...
তাই ব'লে হায় ভুল্‌তে নারি সত্য-স্বরূপে।
আত্মা...আপন বিশিষ্টতা...কর্‌ব না ক্ষুণ্ণ,...
স্মরণে যাঁর মরণ মরে,...কীর্ত্তনে পুণ্য,...

সে নাম আমি ছাড়্‌ব নাকো, ছাড়্‌ব না নিশ্চয় ;
অঙ্গে যিনি, অস্ত্রে তিনি,—শাস্তিতে কি ভয় ?”
কথার শেষে কোটাল এসে বাঁধ্‌লে ক'সে তায়,
শান্ত শিশু হাস্‌ল শুধু শিষ্ট উপেক্ষায় ।
চ'লে গেল শাস্তি নিতে নিরীহ প্রহ্লাদ—
আত্মলাভের মূল্য দিতে প্রহারে সাহ্লাদ !
মিনতি-বোল্ বল্‌তে গেলাম দৈত্যপতিরে
বিমুখ হ'য়ে, আঁক্‌ড়ে বুকে নিলাম ক্ষতিরে,
ছেড়ে এলাম সভাগৃহ বাক্য-যন্ত্রণায়
সিংহাসনের আসনে ভাগ ঠেলে এলাম পায়,
ভাব-দেহে যাই লাগল আঘাত, হায় রে কয়াধু,
স্থূল-শরীরও মরিয়া হ'ল, টিক্‌ল না যাদু ।
চ'লে এলাম রাজ্য রাজা ডুবিয়ে উপেক্ষায়,—
সত্য যেথা পায় না আদর চিত্ত বিমুখ তায় ।
আসার পথে দেখে এলাম কেবল অলক্ষণ,—
বিম্বিল মোর বিধবা-বেশ স্তম্ভ অগণন !
ব্যাকুল চোখে চাইতে ফাঁকে চোখ হ'ল বন্ধ,
মশানে স্ব-মুণ্ডে লাথি ঝাড়্‌ছে কবন্ধ !
ক্ষিপ্ত-পারা আকাশে চাই, সেথায় দেখি হায়,
রক্ত-স্নাত সিংহ-শীর্ষ পুরুষ অতিকায়,
অঙ্গে তাহার লুটায় কে রে মুকুট-পরা শির,
সিংহনখে ছিন্ন অন্ত্র চৌদিকে রুধির !
দু'হাতে চোখ ঢেকে এলাম অন্ধ আশঙ্কায়
ভিত্তি-'পরে কপাল ঠুকে কেবল প্রতি পায় ।
সেই অবধি শুন্‌ছি কেবল অন্তরে গুর্‌গুর্‌
বিসর্জ্জনের বাজ্‌না বাজায় বিপর্য্যয়ের সুর,

টল্‌ছে মাটি নাগ বাসুকী অধর্ম্মেরি ভার
হাজার ফণা নেড়ে করে বইতে অস্বীকার।
যে বিধি নয় ধর্ম্ম্য, বুঝি, তার আজি রোখ-শোধ ;
বিধির টনক নড়ায় শিশুর শিষ্ট প্রতিরোধ।
বিধি-বহিষ্কৃতের বিধি মান্‌বে না কেউ আর,
ওই শোনা যায় জন্তুলিকা ! নৃসিংহ-হুঙ্কার !
রেখে দে তোর শয্যা-রচন রাণীর পালঙ্কে,
হৃষীকেশের শাঁখ হৃদে শোন্ হর্ষে—আতঙ্কে !
ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে,
সুখের বাসায় সুখের আশায় দে রে আগুন দে।
দুঃখ বরণ করেছে মোর নির্দ্দোষী প্রহ্লাদ,
সেই দুখে আজ আঁক্‌ড়ে বুকে চল্ করি জয়নাদ।
আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাপ্য যাহা তার,—
বিদ্রোহ নয় বিপ্লবও নয় ন্যায্য অধিকার।
উচিত ব'লে দণ্ড নেবার দিন এসেছে আজ,
উচিত ক'রে পর্‌তে হবে চোর-ডাকাতের সাজ,
চিত্ত-বলের লড়াই সুরু পশু-বলের সাথ,
বন্যা-বেগের হানার মুখে কিশোর-তনুর বাঁধ !
প্রলয়-জলে বটের পাতা ! চিত্ত-চমৎকার !
তীর্থ হ'ল বন্দীশালা, শিকল অলঙ্কার।
খেদ কিছু নাই, আর না ডরাই, চিত্তে মাভৈঃ রব ,
উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এ মম গৌরব !
কয়াধু তোর জনম সাধু, মোছ রে চোখের জল,
রাজ-রোষেরি রোশনায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জ্বল !

———

মল্লিকুমারী

[ইনি মথুরার রাজকন্যা ; মতান্তরে মিথিলার। মহাবীর, পার্শ্বনাথ, *শীতলনাথ, শান্তিনাথ, ঋষভদেব প্রভৃতির ন্যায় ইনি একজন জৈন তীর্থঙ্কর।* চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মধ্যে নারী-তীর্থঙ্কর এই একজন মাত্র। মল্লিকুমারীর আবির্ভাব কাল বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ব্বে।]

সকল প্রাণীতে সমান দৃষ্টি,—
কারো প্রতি মোর বৈর নাহি ;
অজানিতে যদি ঘটে অপরাধ
কীটেরও নিকটে ক্ষমা যে চাহি।
ছেড়েছি হরিষ-বিষাদের বিষ,
ছেড়েছি সকল উৎসুকতা,
রতি-অরতির ঘুচেছে দ্বন্দ্ব,
মোহের বন্ধ ছিন্ন-লতা।
অশোকের তলে একাকী বিরলে
করি' তপস্যা পদ্মাসনে,
গেছে দীনভাব, ভীরুর স্বভাব,
সকল শোচনা গেছে তা' সনে।
বিমল শ্রদ্ধা-নীরে নিরমল
চিতে অহিংসা নিয়েছি ব্রত,
সায় হ'য়ে আসে কলুষ-কষায়
নিশি-শেষে দুঃস্বপ্ন মত।
শুক্ল-ধ্যানের সাগর-বেলায়
আছি দাঁড়াইয়া শান্ত-আঁখি,
তবু মনে হয়—এখনো সময়
হয় নি, কি যেন রয়েছে বাকী।

হে অশোক ! মোর তপের সাক্ষী,
তুমি জানো মোর সকল কথা,
স্তব্ধ বৃক্ষ ! তোমার তলায়
সিদ্ধ-শিলার পাই বারতা ।
নিদাঘে দহিয়া, বাদল সহিয়া
জীর্ণ করেছি দেহের দ্রোহ,
গুণ-স্থানের দ্বাদশ সোপানে ;
তবু নয় উপশান্ত মোহ !
তবু সংশয়, তবু মনে হয়
মৈত্রী এ মোর সর্ব্বভূতে
এ শুধু নারীর মাতৃ-হিয়ার
মমতা,—দূরে না যায় কিছুতে ।
বর্জ্জন যারে করেছি কঠোরে,
সে এসেছে চুপে ছদ্মবেশে,—
স্নেহ ঘন মোহ-বন্ধন-জালে
জড়ায়ে আমায় বাঁধিতে শেষে !
অগাধের মীন, পথের পিপীলি'
হ'য়ে ওঠে ক্রমে পুত্রসম ;
অশোক ! অশোক ! ফুটাও আলোক,
ভাবনার গ্লানি নাশো এ মম ।
খেলাঘরে ছিল পুতুল যাহারা
সব স্নেহ মোর দখল ক'রে
মিনতি করিল মা হ'তে তাহারা
একদা নিশীথে স্বপ্নঘোরে ।
মূরতি ধরিয়া আমারে সাধিল
আমার হিয়ার মাতৃস্নেহ ;

আমি কহিলাম, "বাছারে অ-নাম !
তোদের যোগ্য নাই যে গেহ ।
কঠিন এ ধরা কঙ্কর-ভরা,
নবনীর চেয়ে কোমল তোরা,
ঘুমাইয়া থাক্ এ হৃদি-কমলে
পরিমল-ঘন স্বপন-ডোরা ।
ফিরাইয়া চোখ ফুলাইয়া ঠোঁট
মিলাইয়া গেল মূর্ত্তমায়া,
মমতার ক্ষীর-সায়রের জলে
লীলা-কুতূহলী লুকাল কায়া ।
কেঁপে গেল বুক, মমতার ভুখ্
স্বপনের পাওয়া হারিয়ে ফেলে
হাহাকারে যেন জাগাল আমায়
আঁখিজলে আঁখি-কবাট ঠেলে ।
স্বপ্ন-শিশুর স্নেহে অজানিতে
নেমেছিল যেই পীযূষ-ধারা,
অজানিতে গেল ফিরে সে আবার,
সারা দেহ-মনে হ'ল সে হারা !
না পেয়ে আধার অমৃতের ধার
শিরে উপশিরে মিলাল চুপে,
আজ মনে হয় হ'ল সে উদয়
হৃদয়ে বিশ্ব-মৈত্রী-রূপে ।
ঘুম পাড়াইয়া যারে ঘুমন্তে
রেখেছিনু হৃদি-পদ্মপুটে,
মনে হয় সেই জলে মহীতলে
শত রূপে আজ উঠেছে ফুটে ।

তৃণে অঙ্কুরে সেই তৃষাতুর—
থাকে পথ চেয়ে, মনেতে মানি,
নিত্য তাদের তৃষ্ণা মিটাই
কলসে কলসে সলিল আনি'।
পাখী হ'য়ে আসে করিয়া কাকলি
যেন জানেনাক' আমায় বিনে ;
পিপীলিকা হ'য়ে ফেরে পায় পায়,
চিনি দিব আমি রেখেছে চিনে।
মীন হ'য়ে চায় অনিমেষ-আঁখি
আমারি হাতের অন্ন লাগি',
অতলের ডেরা ছেড়ে আসে এরা
যেন রে আমারি মমতা মাগি'।
মনে হয় এই চির-কুমারীর
মানস-পুত্র ইহারা সবে,
বিশ্বের প্রাণ করে আহ্বান
মোরে নিশিদিন, নীরব রবে।
মুখ চেয়ে থাকে, মা বলিয়া ডাকে,
ভুলে ভুলে যাই আমি কুমারী।
এ-কি অনুরাগ-বন্ধন ? হায় !
এ কি অপরূপ বুঝিতে নারি।
অঞ্জলি যার অন্নের থালি,
তরুতল যার হয়েছে গেহ,
এ কি মাতৃতা-তৃষ্ণা তাহার
এ কি ব্রতঘাতী ছদ্ম স্নেহ।
অশোক ! অশোক ! খুলে দাও চোখ,
তুমি যে আমার তপের তরু,

তোমার ছায়ায় পাব আমি পাব
কেবলী-জ্ঞানের পরম চক্ষু।

*　　*　　*　　*

এ কি দেখি ছবি! সাক্ষী-বিটপী
অকালে ফুটায় কুসুমপাঁতি,—
কি বলিতে চায়?—কলুষ-কষায়
লাগেনি?—মলিন হয়নি ভাতি?
তাই এ পুলক? ফুলের স্তবক
অকালে অশোক তাই ফুটালে?
দীর্ঘ-বেলার দুখ অবসান,
তপী তরু মোর ভ্রম ছুটালে।
মিছে সংশয়,—বন্ধন নয়,
নিখিল জীবেতে এই মমতা,
নিখিল জিনের প্রসাদ ঘোষিছে
পুষ্প-তরুর প্রসন্নতা।
মিছে এ দ্বন্দ্ব কপট-বন্ধ
রচে নাই বাধা হৃদয়ে ঢুকে,
ফলের কামনা নাই এক কণা,
নিদান-শল্য নাই এ বুকে।
সকল প্রাণীর হিতে এ শরীর
ব্রতধীর হ'য়ে নিয়োজে যেবা,
তার মমতায় নাইক কষায়,
মমতা তাহার মহতী সেবা।
জয়! জয়! জয়! নাই সংশয়,
টুটেছে সকল ভুল টুটেছে,

আমার তপের সাক্ষী-পাদপে
অকালে প্রসাদ-ফুল ফুটেছে ?
জ্ঞান-আবরণ হ'ল রে মোচন,
মোহনীয় কিছু নাইক প্রাণে,
শুক্ল-ধেয়ানে সাঁতারিয়া চলি
অযোগ-কেবলী গুণস্থানে।
দেহ-কর্পূর যায় কোন্ দূর,
মনে অনন্ত-বলের লীলা,
জ্ঞান অনন্ত, অফুরান্ সুখ,
নাগালে আমার সিদ্ধশিলা।
মমতার পথে মোক্ষ আমার,
সাধনা আমার ত্রিকাল ভরি',
বিত্ত আমার চির-চারিত্র,
হৃদয়ে ললাটে রত্ন ধরি।
প্রসূতি না হ'য়ে শত সন্তান
পেয়েছি, হৃদয়ে নিয়েছি টানি' ;
প্রসবের ব্যথা যে খুসী সে নিক
পালনের ব্যথা আমারি জানি।
যুগলিক-যুগে হয়নি জনম,
যুগল-সাধনা আমার নহে,
সেই সাধনার সার যে মমতা
মনে ভায়, মোর রক্তে বহে।
নিখিল প্রাণীর পাপ্ড়ি মিলায়ে
মমতার কোলে দিয়েছি মম,
নিখিল প্রাণের চন্দ্রমল্লী
এ হৃদয়ে ভায় চন্দ্র সম !

একটি চামেলীর প্রতি

চামেলি তুই বল্,—
অধরে তোর কোন রূপসীর
রূপের পরিমল !

কোন্ রজনীর কালো কেশে
লুকিয়েছিলি তারার বেশে,
কখন খ'সে পড়লি এসে
ধূলির ধরাতল !

কোন্ সে পরী গলার হারে
রেখেছিল কাল তোমারে,
কোন্ প্রমদার সুধার ভারে
টুপ্ টুপে তোর দল !

কোন্ তরুণীর তরুণ মনে
জাগ্লি রে কোন্ পরম ক্ষণে,
বাইরে এলি বল্ কেমনে
সঙ্কোচে বিহ্বল !

সুন্দরী কোন্ বাদ্শাজাদীর
কামনা তুই মৌন-মদির,
বান্দা-হাটের কোন্ সে বাঁদীর
তুই রে আঁখিজল !

একটি চামেলীর প্রতি

জ্যোৎস্না-জলের তুই নলিনী
পাল্‌লে তোরে কোন্ মালিনী,
কোন্ হাটে তোর বিকিকিনি
জান্‌তে কুতূহল!

সবুজে ঝোপের পান্না-ঝাঁপি
রাখতে নারে তোমায় ছাপি';
বাতাস দেছে ঘুরিয়ে চাবি
আল্‌গা মনের কল!

সৌরভে তোর স্বপন বুলে,
বুল্‌বুলে হ্যায় কণ্ঠ খুলে,
পাপিয়া মাতাল মনের ভুলে
বক্‌ছে অনর্গল!

তোর নিশ্বাসের মুসব্বরে
মুসাফিরের মগজ ভরে,
ফুটায় মনে কি মন্তরে
খুসীর শতদল!
অধরে তোর কোন্ রূপসীর
হাসির পরিমল!
চামেলি তুই বল্!

দুর্ভিক্ষের ভিক্ষা

গান

[উচ্চারণ সংস্কৃতানুযায়ী, হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদে লঘু্ গুরু :]

আজি নিরন্ন দেশ বিপন্ন,
ক্লেশ বিষণ্ণ লক্ষ হিয়া ;
নিষ্ঠুর মৃত্যুর নীরব-ছায়া
ছাইল অম্বর পক্ষ দিয়া।

মরু ধূসর প্রান্তর ওই,
বিমর্ষ অন্তর, বর্ষণ কই ?
আজি ভিখারী বালক নারী,
প্রাণ ধরে শিশু অশ্রু পিয়া !

অতি দুঃসহ দুর্গতি রে,
হতাশ শত কঙ্কালে ফিরে !
"কে দিবি অন্ন ?—কে হবি ধন্য ?"—
পুণ্য পথে ফিরিছে পুছিয়া !

———

সিঙ্গলে সূর্য্যোদয়

ছুধে ধুয়ে আঁধার-গ্লানি দৃষ্টি যে চাঁদ দিল নিশার চোখে,—
মিলিয়ে দিল পুষ্প-কলির প্রাণ-কুহরের কুহক জ্যোস্নালোকে,—
উপল বহু উচল পথে স্নিগ্ধ-উজল জ্বালিয়ে রতন-বাতি
যাত্রীদলের সাথে সাথে মৌন পায়ে চল্‌ছিল যে সাথী,—
পথের শেষে থম্‌কে হঠাৎ চম্‌কে দেখি মাঝ-গগনের কাছে
রাত্রি-দিবার সন্ধি-রেখার অবাক্‌-চোখে সে চাঁদ চেয়ে আছে—
চেয়ে আছে তুষার-রুচি শ্বেত-ময়ূরের পারা,—
হিমে-হানা, কুণ্ঠিত-কায়, শীর্ণ-শিথিল পাখনা, পেখম-হারা।

* * *

মিলিয়ে গেছে মুখর জগৎ,—তলিয়ে গেছে অতল মৌনতাতে,
পেয়েছে লোপ দৃষ্টি-বাধা,—সকল বাধা সকল সীমার সাথে,
সীমার সমাধ আকাশ অগাধ ডিম্ব হেন বিশ্ব-ভুবন ঘিরে
সুপ্তি ঘেরা জন্ম-কোষে ভ্রূণ-গরুড় পোষে হিমাদ্রিরে!
হারিয়ে গেছে হাওয়ার চলা, নিশাস ফ্যালা ফুরিয়ে গেছে যেন,
সঞ্চরে প্রাণ-বায়ু-বিতান গর্ভ-শয়ান শিশুর নিশাস হেন,
বিস্ময়েরি নূতন বিশ্ব স্বপ্নে মৃদু হাসে।
সকল আঁখি পূর্ব্বমুখী অপূর্ব্বেরি অভ্যুদয়ের আশে।

* * *

ঊষার আভাস জাগল কি রে?—দিনমণির খুল্‌ল মণি-কোঠা?
শুকতারাটির শিউলি-ফুলে লাগল ফিরে অরুণ-রঙের বোঁটা?
পূব-তোরণে চিড়্‌ খেল কি দিগ্‌বারণের নিবিড় দন্তাঘাতে?
ধুৎরো-ফুলের ডালি মাথায় তুষার-গিরি জাগ্‌ছে প্রতীক্ষাতে।

বিদায়-আরতি

মুক্তা-ফলের লাবণ্য কি আমেজ দিল মুক্ত নীলাম্বরে ?
দিগ্‌বধূরা চামর করে আকাশ-আলোর বিরাট্‌ হরিহরে ?
অলখ্‌ পরী ঊষারতির রত্ন-প্রদীপ মাগে,
আলোক-গঙ্গা-স্নানের লাগি' জহ্নু, কুবের কনকজঙ্ঘা জাগে।

* * *

সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দে রে, এ-নিদ্‌-মহল কার আছে তজ্‌বিজে ?
বিভাবরীর নীলাম্বরীর আঁচল ওঠে মোতির আভায় ভিজে ?
হোরার কালো চুলের রাশে কোথায় থেকে ধূপের ধোঁয়া লাগে।
বন্‌-কপোতের গ্রীবার নীলে জাফরাণী নীল মিলায় অনুরাগে !
পাশ্‌-মোড়া দ্যায় স্বপ্নে ঊষা আধ-খোলা আধ-ফোটা ফুল পারা
সোনা-মুখের হাই লেগে হয় মুহুর্মুহু আকাশ আপন-হারা !
বরণ গলে, মেঘ-মহলে দোলে কমল-মালা,
ছোপ রেখে যায় সোনার ধোয়াট্‌, নীল ফটিকের বিরাট্‌ তোরণ-আলা !

* * *

সাগর-বেলায় ছোট্ট ঝিনুক যেমন রঙে সদাই সেজে আছে—
ফুলের ফোটায় ঢেউয়ের লোটায় যে রঙ ধরা দ্যায়না তুলির কাছে—
ফিরোজ-মোতি-গোমেদ্‌-চুনী-প্রবাল-নীলার নিশাস চয়ন ক'রে
আমেজ দিয়ে, আভাস দিয়ে, আব্‌ছা দিয়ে আকাশকে দ্যায় ভ'রে—
ইন্দ্রলোকে রামধনুকে কবির শ্লোকে যত রঙের মেলা
ভুবন ভ'রে নয়ন ভ'রে তেম্‌নি-ধারা লক্ষ রঙের খেলা !
নিসর্গ আজ আচম্বিতে হয়েছে স্বর্গীয় !
অলখ্‌ তুলি সেচন করে, লোচন হেরে অনির্ব্বচনীয় !

* * *

পারিজাতের দল ছিঁড়ে কে ছোট্ট মুঠায় ছড়ায় গগন হ'তে
দেও-ডাঙাতে টিপ রাঙাতে আনন্দে দুধ-গঙ্গাজলের স্রোতে,

কোন ব্রত আজ গৌরী করেন রজতগিরির ভালে সিঁদুর দিয়ে,
হেম হ'ল গা শঙ্করের ওই হৈমবতীর পরশ-পুলক পিয়ে!
আড়াল করে মেঘের মালা গিরিবালার ভরম দিতে ঢেকে,
আড়াল করে যবনিকায় মহাযোগীর মনের বিকার দেখে।
জ্বলে নেভে তুষার-ভালে আলো ক্ষণে ক্ষণে,
সেই আলোকে স্নান করে আজ বসুন্ধরার উচ্চতমের সনে।

*　　　*　　　*

প্রবাল-বাঁধা ঘাটের পারে তরল পদ্মরাগের নিলয় চিরে—
কে জাগে? উদ্ভিন্ন ক'রে কমল-যোনির জন্ম-কমলটিরে!
কে জাগেরে অরুণ-রাগে ব্যগ্র আঁখির পূরিয়ে বাঞ্ছা যত—
বাঘের চোখের আলোয় ঘেরা বরণমালা দুলিয়ে লক্ষ শত!
একি পুলক! দ্যুলোক-ভরা! আলিঙ্গিছে হর্ষে অনিবার
আমার চোখের চমৎকারে তোমার আলোর চির-চমৎকার!
রোমে রোমে হর্ষ জাগে, জগৎ ওঠে গেয়ে,
চির-আলোর সাগর দোলে চোখের আলোর সঙ্গটুকুন পেয়ে!

বর্ষ-বোধন

তোমার নামে নোয়াই মাথা ওগো অনাম! অনির্ব্বচনীয়!
প্রণাম করি হে পূর্ণ-কল্যাণ!
প্রভাত পেলে যে প্রভা আজ, সেই প্রভা দাও প্রাণে আমার প্রিয়,
আলোয় জাগো সকল-আলোর-ধ্যান!

সন্দেহী সে ভাবছে—তোমার অব্যাহত কল্যাণেরি ধারা
বন্ধুরতায় বিফল নরলোকে,
চর্ম্মচোখের আর্শী হ'তে দিনে দিনে যাচ্ছে ঝ'রে পারা,
এবার জ্যোতি জাগাও মনের চোখে।
বীভৎস দুঃস্বপ্ন-ভরে বিশ্ব-হৃদয় উঠছে মুহু কেঁপে,
হাস্‌ছে যেন ভৈরবী ভৈরবে ;
ভয়ের মেঘে ঝাপসা আকাশ, ভয়ের ছায়া সূর্য্যেরে রয় চেপে,
সে ভয় প্রভু! হরো 'মা ভৈঃ' রবে।
প্রীতি-শীতল এই পৃথিবী প্রেত-শিলা হয় যাদের উপদ্রবে,
রুদ্র-রূপে তাদের কর নত ;
দম্ভাসুরের দন্ত কাড়ো, মুখে-মধু কৈতবে—কৈটভে—
মাটির তলে পাঠাও কীটের মত।

* * *

রাজ-বিভূতি তোমার শুধু, বিশ্বধাতা! তিন ভুবনের রাজা!
ইঙ্গিতে যার জগৎ মরে বাঁচে ;
মৃত্যু যাদের কর্‌বে ধূলো, বিড়ম্বনা তাদের রাজা সাজা,
পোকার-খোরাক তোমার আসন যাচে!
মানুষ সাজে বজ্রধারী, তোমার বজ্রদণ্ড নকল ক'রে,
স্পর্দ্ধাভরে পূজার করে দাবী।
জীয়ন্‌-কাঠির খোঁজ রাখে না, হয় ভগবান মরুণ-কাঠি ধ'রে,
দেবের ভোজ্যে মুখ দিয়ে খায় খাবি।
যায় ভুলে সাম্রাজ্য-মাতাল কোথায় মিশর, কোথায় আসুরিয়া,
খাল্‌দি, তাতার, রোম সে কোথায় আজ,
কই বাবিলন, আরব, ইরাণ? কই মাসিডন, রয় কিনা রয় জীয়া
রথ-পাখীদের জরদ্‌গবের সাজ!

কই ভারতের বরুণ-ছত্র—দিগ্বিজয়ীর সাগর-জয়ের স্মৃতি ?
মহাসোনা সুখত্রা আজ কার ?
যব, শ্রীবিজয়, সমুদ্রিকা, বরুণিকা কাদের বাড়ায় প্রীতি ?
সিংহলে কার জয়ের অহঙ্কার ?
প'ড়ে আছে অচিন দ্বীপে হিস্পানীয়ার দর্প-দেহের খোলা—
ঝাঁজরা জাহাজ তিমির পাঁজর হেন,
পর্ত্তুগীজের সমান ভাগে গোল পৃথিবীর নিলে যে আধ-গোলা
ফিলিপিনায় পিন পুঁতে ঠিক যেন।
কোথায় মায়ারাষ্ট্র বিপুল মাওরি-পেরু-লঙ্কা-মিশর-জোড়া ?
ছায়ার দেশে বুঝি স্বপন-রূপে ?
হারিয়ে গতি ধাবন-ব্রতী ময়দানবের সিন্ধুচারী ঘোড়া
বাড়ব-শিখায় নিশাস ফেলে চুপে।

*   *   *

আজ বরষের নূতন প্রাতে আলোক-পাতে প্রাণ করে প্রার্থনা—
ওগো প্রভু! ওগো জগৎ-স্বামী!—
প্রণব-গানে নিখিল প্রাণে নবীন যুগের কর প্রবর্ত্তনা,
জ্যোতির রূপে চিত্তে এস নামি'।
সকল প্রাণে জাগুক রাজা ; যাক্ রাজাদের রাজাগিরির নেশা ;
জগৎ জয়ের যাক্ থেমে তাণ্ডব,
ঘুচাও হে দেব! নিঃশেষে এই মানুষ জাতির মানুষ-পেষণ পেশা,
চিরতরে হোক্ সে অসম্ভব।
দেশ-বিদেশে শুনছি কেবল রোজ রাজাসন পড়ছে খালি হ'য়ে,
সে-সব আসন দখল কর তুমি,
মালিক! তোমার রাজধানী হোক সকল মুলুক এ বিশ্বনিলয়ে,
সত্যি সনাথ হোক এ মর্ত্তভূমি।

তোমার নামে নুইয়ে মাথা, অভয়-দাতা ! দাঁড়াক জগৎ-প্রজা
ঋজু হ'য়ে তোমার আশীর্ব্বাদে,
তোমার যারা নকল, রাজা ! তাদের সাজা আস্‌ছে নেমে সোজা
যুগান্তেরি ভীষণ বজ্রনাদে।
অমঙ্গলের ভুজগ-ফণায় মঙ্গলেরি জ্বল্‌ছে মহামণি
কয় মোরে এই বিভাত-বেলার বিভা ;
বিভাবরীর নাই আয়ু আর, বিমল বায়ু বল্‌ছে মুকুল গণি'—
কমল-বনে আস্‌ছে নবীন দিবা !

———

সর্ব্বদমন

আদি-সম্রাট্ সর্ব্বদমন—
পুরাণেতে যাঁরে ভরত বলে,
যাঁর নামে সারা ভারতবর্ষ
আজো পরিচিত ভূমণ্ডলে,
শৈশবকালে খেলা ছিল যাঁর
সিংহের দাঁত গণিয়া ছ্যাখা,
প্রতিভার বলে আর্য্য-দ্রাবিড়
নিবিড় ক'রে যে বাঁধিল একা,
গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-কাবেরী
অভিষেক-বারি দিল যে ভূপে,
হিমালয় হ'তে মলয়-নিলয়
অঙ্কিত যাঁর যজ্ঞ-যূপে,

দীর্ঘতমার প্রাণের স্বপন
সত্য করিল যে মহামনা,
তাঁর ছেলে হ'ল কুল-কজ্জল !
হায় ! বিধাতার বিড়ম্বনা !
আর্য্য শবর সবার ভরণে
লভিলেন যিনি ভরত নাম,
তাঁর ছেলে হ'ল প্রকৃতি-রুক্ষ,
পীড়নে দক্ষ, পালনে বাম !
সসাগরা নব-খণ্ড মেদিনী
পদতলে, তবু রাজা ও রাণী
অসুখে কাটান দিবস যামিনী
রাজ্য কীর্ত্তি বিফল মানি'।
স্তিমিত প্রদীপে তৈল টোপায়
মণি-ময়ূরের চঞ্চু দিয়া,
স্খলিত-বচন সর্ব্বদমন
মহিষীরে কন ক্ষুব্ধ-হিয়া—
"বড় সাধ ক'রে পুত্রের, রাণী !
নাম রেখেছিলে ভুবনমণি,
নিখিল প্রজার মন্যু কুড়ায়ে
আজ সে ভুবন-মন্যু গণি।
অন্ধ-আতুরে কশাঘাত করে
শৈশব হতে এমনি রীতি,
দৃঢ়তার চেয়ে রূঢ়তা প্রবল,
যুবরাজ হয়ে পীড়িছে ক্ষিতি।
কোথা হ'তে ক্রূর এল এ অসুর
তোমার গর্ভে, হায়, মহিষী,

চণ্ডাল-পনা সব কাজে ওর,
আসে অভিযোগ দিবস-নিশি।
নিখিল প্রজার ওঠে হাহাকার—
কত আর শুনি, কত বা হেরি,
শুধু কলঙ্ক—কেবল পঙ্ক
ওরে ঘিরে যেন হয়েছে ঢেরি!
বেতালের মতো চিত্ত উহার
নিষ্ঠুরতায় নৃত্য করে
ক্ষত্রিয় হ'য়ে খড়্গ হানে ও
ক্ষমা-ভিখারীর কণ্ঠ 'পরে।
বিধাতার ও যে করে অপমান,
রাজার বাড়ায় পাপের বোঝা,
শত্রুপুরীর কূপে বিষ দিয়ে
জয়ের রাস্তা করে ও সোজা!
তলোয়ার চেয়ে খুনীর ছোরায়
আস্থা উহার দেখি জেয়াদা,
এ যে অকার্য্য, এ যে অনার্য্য,
এ যে ধর্ম্মের অমর্য্যাদা।
নাম নিতে চায় অতি সস্তায়
যুদ্ধ না ক'রে হত্যা ক'রে,
পিতা আমি ক্ষমা অনেক করেছি,
রাজা আমি দিব শাস্তি ওরে।
রক্ষা-বেতন করিয়া গ্রহণ
সাজা দিতে কত করিব দেরী?—
দেশের ইচ্ছা—দশের ইচ্ছা—
ইচ্ছা সে জগদীশ্বরেরি।

মহিষী ! সে মুঢ়ে এনেছি প্রাসাদে—
নিকটে নজর-বন্দী আছে ;
পীযূষ পিয়েছে যার কাছে, আজ
বিষ পিবে সেই তাহারি কাছে।
স্থির হও,···ওকি ? দৃঢ় কর মন,...
ছেলে সে আমারো,··ছাখো আমারে,···
গুপ্ত হত্যা করিতে না কহি
বিষ ব'লে বিষ পিয়াবে তারে।
কুৎসিত এই অঙ্গের ব্রণ—
মমতা কোরো না অস্ত্রাঘাতে ;
কুশ্রী করেছে সুনাম মোদের
কুশ্রী করেছে মানুষ-জাতে।
সেই সন্তান—শতদিকে যেই
ত্রি-কুলের খ্যাতি বাড়ায়ে তোলে,
নিন্দা-পঙ্কে ডোবায় যে নাম
তারে মানিবে কে পুত্র ব'লে ?
দ্বিজাতি ক্ষত্র ; দ্বিতীয় জন্ম
লভে সে ধর্ম্ম যুদ্ধ ক'রে ;
বীরে ও খুনীতে ভেদ যে মানে না
ঠাঁই নাই তার দুনিয়া-ভোবে।
ঘৃণ্য সেজন কর্কশা-মন
কৃপায় কৃপণ কৃপাণ-পাণি,
কৃপা ক'রে তার দণ্ডের ভার
তোমার হস্তে দিতেছি রাণী !
দয়া করিয়াছি তোমার পুত্রে—
বধ্য মঞ্চে যাব না নিয়ে,

যে হাতে খেয়েছে প্রথম অন্ন
শেষ খাওয়া খাবে তাতেই, প্রিয়ে
ক্ষমা করিব না—মিনতি কোরো না—
ক্ষমার সীমার গেছে বাহিরে,
ক্ষমা যদি করি, সকল পুণ্য
এ রাহু করিবে গ্রাস অচিরে।
জীবনের ধারা ম্লান করে যারা
তাদেরি লাগিয়া দণ্ড ধরি,
ভয় করি মনুষ্যত্ব-লোপের,
বংশ-লোপের ভয় না করি।
ন্যায় মর্য্যাদা রাখিব অটুট,
বিচার করিব সুদৃঢ় মনে,
রাজ্য দূষিত হইতে না দিব
রাজার দেহের দুষ্ট ব্রণে।
প্রাণের উৎসে দিয়ে যে গরল
অনেক প্রাণের করিল হানি,
ভুল ক'রে তারে দিয়েছ পীযূষ,
সে ভুল ঘুচাও গরল দানি'।"
সহসা উঠিয়া সর্ব্বদমন,
ধবলিম রুদ্রাক্ষ হেন—
শঙ্খে তুলিল সঙ্কেতসুর ;
রাণী নির্ব্বাক্, প্রতিমা যেন।
ইঙ্গিতে এল অভাগা পুত্র
ভুবন-মন্যু, প্রহরী সাথে ;
ইঙ্গিতে এল বিষের পাত্র—
মা দিবে যে বিষ ছেলের হাতে।

বিষের পাত্র হাতে নিয়ে রাণী
বারেক চাহিল স্বামীর পানে ;
নিশ্চল রাজা নিয়তির মত—
অমোঘ নিদেশ নীরবে দানে !
"পান কর, বাছা, কর্ম্মের ফল"
বিকৃত কণ্ঠে কহিল রাণী,
জননীর দান নিল যুবরাজ
অবিকৃত মুখে যুক্ত-পাণি।
বারেক হানিল বজ্র-চাহনি,
বারেক বাঁকিল অধর ভুরু,
তার পর মুখ মৃত্যু-পাংশু—
মরণের আগে মরণ-সুরু ;
অধরের পুটে নিল কালকূট,
রাণী দেখে সব ধোঁয়ায় মেশে—
বিদ্যুৎ-ছুরি চেতনার ডুরি
কাটিল সহসা বজ্র হেসে।
গরলের কাজ করিল গরল,
বিচারক পিতা দেখিল চোখে,
মহিষীর আর সংজ্ঞা হ'ল না
টুটেছে জীবন চণ্ড শোকে।
সে দিন হইতে কেহ কোনোদিন
হাসি দেখে নাই রাজার মুখে ,
সংসার-সাধ হ'য়ে গেল বাদ,
আত্ম-প্রসাদ রহিল বুকে।

*　　　*　　　*

বিদায়-আরতি

গেছে কত যুগ, কত দুখ সুখ,
নাই সে সর্ব্বদমন রাজা,
লুপ্ত বংশ, নাম আছে তবু
ন্যায়-ধরমের স্বর্গে তাজা।

ভোমরার গান

কে আসে গুন্‌গুনিয়ে, চেনে তায় কমল চেনে।
অরসিক হুল্ চেনে তার, রসিক চেনে রস ভিয়েনে।
কালো তার অঙ্গেরি রঙ,
মাখা তায় পরাগ হিরণ,
চ'লে যায় বাজে সারং—হিয়ার সোহাগ হাওয়ায় টেনে

আসে যায় আন্‌মনে ও দুলিয়ে কলি,
চেনে ও ফুল-মুলুকের অলি-গলি।
ওরি মন্ত্রে কমল
মেলে তার ছায় শত দল,
হৃদয়ের সাত-মহলা খুলে ছায় বন্ধু মেনে।

তুলে ঢেউ গুঞ্জ-গাথার কুঞ্জে ঘোরে,
মধু-বিষ মিশিয়ে বিধি গড়লে ওরে,
জানে ও হুল ফোটাতে,
জানে ও ভুল ছোটাতে,
পারে ও ফুল ফোটাতে প্রাণের তারে গমক হেনে।



কোনো নেতার প্রতি

দশে যা' বর্জ্জন করে, লোকে ব'লে, সেই আবর্জ্জনা .
তাই শিরোধার্য্য হ'ল ? তাই হ'ল তব উপার্জ্জন ?
বিদেশীর দরজায় পেয়ে উঞ্ছ উচ্ছিষ্টের কণা
থেমে গেল অকস্মাৎ তুণ্ড-পুটে সিংহের গর্জ্জন !

স্বদেশ একদা যারে দিয়েছিল ফুলের মুকুট,
একি হায় সেই তুমি ? মর্য্যাদায় রাজার অধিক—
ছিল যেই ? এ কি ভিক্ষাবৃত্তি আজ ? একি ঝুটমুট—
ঝুটা সম্মানের লাগি' সম্মানীর লাঞ্ছনা, হা ধিক্ !

জীয়ন্তে জালিয়াঁ-বাগে পুঁতে ফেলে ভারত-মাতায়,
শ্রাদ্ধে দেবে স্বর্ণ-ধেনু ; অগ্রাহ্য সে অমানুষ দান ;
ভাটেরা আসুক ছুটে, দলে দলে, ক্ষতি নাই তায়,
তুমি যে ভিড়েছ সঙ্গে, এই দাগা, এই অপমান।

না লুকাতে রক্তচিহ্ন, না শুকাতে নয়নের পানি,
প্রবীণ স্বদেশ-ভক্ত ! যেচে গিয়ে হ'লে অগ্রদানী !

তিলক

অটল যে-জন দাঁড়ায়ে ছিল অনেক নির্য্যাতনে
মর্য্যাদারি মৌন ধ্বজা তুলে,
প্রতিষ্ঠা যার লক্ষ লোকের নিষ্ঠাপূত মনে,
চিতায় শুয়ে আজ সে সিন্ধুকূলে !

মারাঠা যার চরণ-পীঁড়ি,—কীর্ত্তি দিগ্বিদিকে,
দৃষ্টিতে যার উঠ্‌ত কমল ফুটে,
বাংলা-মুলুক সত্যি ভালোবাস্‌ত যে বর্গীকে,
নেই রে সে আর হৃদয় নিতে লুটে !

তীর্থ হ'ল কয়েদখানা যাহার ইন্দ্রজালে,
নির্ব্বাসনে কাঁপত না যার হিয়া,
দিল যে-জন দীপ্তি-তিলক দৃপ্ত দেশের ভালে
বজ্র-মেঘের বিদ্যুতে নিছিয়া ;—

'কেশরী' যার বাহন ছিল—দোসর দেশের শুভ,
স্বাতন্ত্র্যে যে ছিল রাজার মত,
'স্বরাজ' ছিল স্বপ্ন যাহার, স্বদেশ-প্রীতি ধ্রুব,
সেই মহাপ্রাণ আজকে মরণ-হত !

সাঁচ্চা পুরুষ-বাচ্চা সে যে মর্দ্দ তেজের ছবি—
নয় কোনোদিন ত্রস্ত জুজুর ভয়ে ;
ভিক্ষা-পন্থী নয় ভিখারী, নয় সে প্রসাদ-লোভী,
স্পষ্ট কথা বল্‌ত ঋজু হ'য়ে।

তিলক

খোসামোদের তোষাখানায় ছিল না তার ঠাঁই,
আড়াই-কড়ার অনারেবল্ নয়,
সে ছিল লোক-মান্য তিলক, তুলনা তার নাই,
জাতীয়তার তিলক সে অক্ষয়।

হৃদয়ে তার নিত্য-উদয় শক্তিরূপা মাতা ;
ললাটে তার বেদের সরস্বতী ,
ভারত-রথের রথী ক'রে গড়েছিলেন ধাতা—
ছত্র-চামর-বিহীন ছত্রপতি !

ভুল-সময়ে এসেছিল হঠাৎ কেমন ক'রে
বিদায় নিল তেম্নি আচম্বিতে,—
খুঁজ্‌ছে যখন দেশের হৃদয় খুঁজ্‌ছে সকাতরে
যুগের যজ্ঞে পৌরোহিত্য নিতে।

কারার শেষে ঘরে এসে পায়নি সে যার দ্যাখা,
সেই সতী আজ ডাক দিয়েছে বুঝি,
বৈতরণীর তরণীতে ভাই পাড়ি দ্যায় একা
তারার আলোয় পায়ের অঙ্ক খুঁজি।

চ'লে গেল ডুবিয়ে মশাল ভরা ঘিয়ের ঘটে
স্বদেশ-প্রেমের সজীব মন্ত্র দিয়ে।
চলে গেল কর্ম্মী ত্যাগী, অস্ত-সাগর-তটে
শরীর রেখে হঠাৎ ছুটি নিয়ে।

চ'লে গেল মৃত্যু-পারে, রেখে অমর-স্মৃতি,
যম জয়ী যে তার জীবনের ভাতি—
ভবিষ্যতের অন্ধকারে তার সে ভারত-প্রীতি
জাগবে যেমন বাতি-ঘরের বাতি।

তার সে চিতার ভস্ম-কণা উড়ে হাওয়ার ভরে
পড়বে যেথা নূতন তিলক হবে,
শ্মশান-শিবা যতই বলুক, সত্য-শিবের বরে
কীর্ত্তি তাহার অমর হ'য়ে রবে।

বর্ষার মশা

বর্ষার মশা বেজায় বেড়েছে,
খালি শোন শন্ শন্,
ক্ষুদে-ক্ষুদেগুলো ছ্যায় বা থামিয়ে
ভ্রমরের গুঞ্জন!
বাণীর অরুণ চরণ ঘিরে যে
রক্ত-কমল শোভে,
বঙে ভুলে তার দলে দলে মশা
ছুটেছে রক্ত-লোভে!
আদাড়ের মশা পাঁদাড়ের মশা
জুটেছে মানস-সরে,
রক্ত-পদ্মে রক্ত না পেয়ে
ছেঁকে ধরে মধুকরে!
চপল পাখায় বাণীর চরণ
করিয়া প্রদক্ষিণ
ভারতীরে ভণে ভ্রমর "হায় মা!
একি হেরি দুর্দ্দিন!
কোথা হ'তে এল ক্ষুদে-ক্ষুদেগুলো
উড়ে উড়ে সারে সারে,

জুড়ে বসে হের রক্ত-পায়ীরা
মধুপের অধিকারে !
বিশ্রাম নাই 'পঙ' 'পিঙ' 'পাঁই'
রব করে ফিরে ঘুরে,
"মোরাও ভোম্‌রা" ভণিতা করিয়া
ভণে যেন নাকী সুরে !
বিকট জরার শাকটিক ওরা
রোগের বাহন জানি,
সহসা ওদের হেরে বাণী-গেহে
মনে আতঙ্ক মানি ।
মানসের জল হ'ল কি গরল ?
হৃদয় কাঁপিছে ত্রাসে !
বাণীর চরণ ঘিরিল কি এরা
পেট পোরাবার আশে !"
হেসে বাণী কন্—"কেন্ উন্মন
কমল-লোভন, ওরে !
ঘোলাটে রাতের অপচার ওরা,
প্রভাতেই যাবে স'রে ।
রবির আলোয় ঘোর আপত্তি
সত্যি ওদের আছে,
কোনো ভয় নাই, পেচকের হাই
ভোরাই আলোর আঁচে—
হবে অদৃশ্য ; তাড়াতে হবে না
কিটিঙের গুঁড়া দিয়া,
হবে না তা ছাড়া, মশার কামড়ে
ভোম্‌রার ম্যালেরিয়া ।"

স্কন্দ-ধাত্রী

[সপ্তর্ষির পত্নীদের মধ্যে বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী বাদে বাকী ছয়জনের পত্নীর নাম যথাক্রমে বর্ষয়ন্তী, অভ্রয়ন্তী, অম্বা দুলা, নিবত্নী ও চুপুনীকা। এরাই শরবনে পরিত্যক্ত ইন্দ্রের শত্রু তারকাসুরের ভাবী-দমন-কর্ত্তা রুদ্রের পুত্র স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয়-দেবের ধাত্রী। এঁদের অন্য নাম কৃত্তিকামণ্ডলী।]

কই রে কোথা বর্ষয়ন্তী ? অভ্রয়ন্তী কই ?
—নাম ধ'রে আজ আকাশ-বাণী ডাক দিয়েছে ওই।
শূন্য নভে বুলাস্ নে আর ব্যথার অনিমেষ,
দৈব হ'ল সদয়, বুঝি হবে ব্যথার শেষ !
প্রাণে পুষিস্ স্নেহের ক্ষুধা, হৃদয় উপোষী,
শুনিস্ নে কি শিশুর কান্না কাঁদায় ক্রন্দসী ?
গর্ভে ছেলে ধরি নি তাই শূন্য রবে কোল ?
শুকিয়ে যাবে সব মমতা ? শুন্‌ব না মা-বোল্ ?
এমন কঠোর ন'ন্ বিধাতা, আকাশ-বাণী তাই
ডাক দিয়েছে সফল হ'তে, চল্ ছ'বো'নে যাই।
খুঁজে দেখি তিন ভুবনে কোথায় সে কুমার,
রুদ্র-তেজে জ'ন্মে যে কোল পায়নিক উমার।
এইদিকে আয়, এইদিকে আয়, এইদিকে আয়, বোন্ !
কচি ছেলের পাস্ কি আওয়াজ ? কান পেতে ভাই শোন্।
সন্দেহে সৌভাগ্য-হারা আমরা অভাগী—
একটি শিশুর একটু পরশ ছয় বোনে মাগি।

*   *   *

এইদিকে আয় ! ··ওই দ্যাখা যায় ! আহা চমৎকার !
চোখের পলক কেড়ে-নেওয়া মুখ দ্যাখো বাছার !

সাগর-সেঁচা মাণিক এ যে সাতটি রাজার ধন,
দৈব-বাণী ভুল বলে নি, ভুল বলে নি, বোন্!
এ যেন রে নিখিল নারীর মাতৃ-হিয়ার সাধ,
স্বপ্নে-গড়া মূর্ত্তিমন্ত জীবন্ত আহ্লাদ!
এ যেন রে দিব্যছটা মৃত্তিকা 'পরে
ভানুর ভ্রূণ ভোরাই মেঘের সূতিকা-ঘরে!
জন্মেছে এই ফুল্‌কিটুকুন্ নেহাৎ অসহায়
দৃষ্টিবিষা বিষধরে ঘেরা বনের ছায়।
নাইক গেহ মায়ের স্নেহ, নাইক বাছার নীড়,
খাগ্‌ড়া-শরের খাঁড়ার মতন পাতার খালি ভিড়।
ভিড় ক'রে কি করিস্ তোরা? সর্ তো দেখি, দে,
দেখিস্ নে কি দুধের বাছার পেয়েছে ক্ষিদে?

* * *

ছয় মা দেবে পীযূষ, ছেলের একটি সবে মুখ;
কোন্ মাকে দুখ্ দিবি, ছেলে? কার ভরাবি বুক?
ছয় মায়েরি পীযূষ-ব্যথা, সোয়াস্তি নেই আর!
হঠাৎ এ কি! ছ্যাখ্ দিদি ছ্যাখ্! এ কি চমৎকার!
সত্যি এ কি? স্বপ্ন দেখি? এ কি রে বিস্ময়
দেখ্‌তে দেখ্‌তে নতুন মুখ আর নতুন অধর হয়!
এক আকাশে উদয় যেন হ'ল রে ছয় চাঁদ,
এক লহমায় মিটিয়ে দিতে ছয় জননীর সাধ!
আর কেন বোন্ বর্ষয়ন্তী আর কেন বিমন?
ছয় মায়েরি ক্ষোভ মিটাতে কুমার ষড়ানন!

* * *

ছয় জননী স্তন্য পিয়াই চাঁদ-ঝোলানো দোলাতে,
ছয় বোনে হিম্‌শিম্ খেয়ে যাই একটি ছেলে ভোলাতে।

কচি-কচি ঠোঁট রয়েছে হৃদয়-সুধার সন্ধানে,
চোখ দেখে ওর হয় গো মনে ও আমাদের মন জানে !
সবার কাছেই নিচ্ছে ও যে নিচ্ছে পরম আগ্রহে,
জীবন্ত মৌচাক ও যেন চিত্ত-মধুর সংগ্রহে !
উঠ্‌ছে বেড়ে পীযূষ কেড়ে মধুর ভারে টুপ্‌টুপে,
খুশীতে মন তুষ্ট ক'রে নেবার যা সব ন্যায় চুপে।
পিয়াই ওরে আট-পহরে আনন্দেরি ছন্দ গান ;
ওর দে'-আলার দীপ্ত আলোয় চন্দ্রতপন স্পন্দমান !
পিয়াই স্মৃতি, পিয়াই আশা, স্বপ্ন পিয়াই স্তন্য সাথ,
তরুণ আঁখির তারায় হেরি অরুণ-আলোর সুপ্রভাত।
সেরা-সেরা তারায় ঘেরা হিন্দোলা ওর প্রশস্ত,
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় ধ্রুব, রূপার কাঠি অগস্ত্য !
নিদ্ মহলে সিঁদ কাটে ও, স্বপ্নে চীয়ায় সুপ্তকে !
পরম লোভী হাত বাড়িয়ে ধর্‌তে ও চায় 'লুব্ধকে' !
ত্রিপুর-বধের বিপুল ধনু হয়েছে ওর খেল্‌না সে,
কৃপাণ-পাণি কাল-পুরুষের খড়্গ দেখে খুব হাসে।
হাস কুমার ! খেল কুমার ! অপ্রসূতির আঁতুর-ঘরে,
দুর্ভাগাদের আঁচল-আড়ে, বঞ্চিতাদের ধন্য ক'রে।
ছয়-ধারাতে স্তন্য পিয়াই, শক্তি চীয়াই ছয় ধারাতে,—
—রক্ত হিয়ায় ক্ষীর মমতায়,—সঞ্চারি বল স্তন্য সাথে,—
শক্তি যাতে রয় নিহিত—সেই শুভ—সেই স্বতঃস্ফূর্ত্তি—
আত্মাহীনে আত্মা যে দ্যায়—পুণ্যেরি সে ভিন্নমূর্ত্তি।
মূর্ত্তিমন্ত সান্ত্বনা মোর শক্তিতে হও ওতঃপ্রোত ;
স্তন্য পিয়াই আত্মপ্রদ, পীযূষ পিয়াই বলপ্রদ।

*　　　*　　　*

পীযূষ সনে কে পিয়ালি প্রাণের জ্বালা রে,
ছয় বোনেরি গলায় মোদের জ্বালার মালা রে !
অকারণে নির্ব্বাসিত স্বামীর সন্দেহে ;
অন্যায়েরি দহন দহে মোদের মন দেহে।
স্পষ্ট ক'রে ভাব্‌তে না চাই, ভাবলে হারাই জ্ঞান,
অভিশাপের তাপে পাছে হয় রে অকল্যাণ !
অগ্নিকে হায় তুষলে স্বাহা মোদের রূপ ধ'রে,
ঋষির মনে লাগ্‌ল ধোঁকা, দিলেন দূর ক'রে,
সন্দেহে মন বিষিয়ে গেল স্বামী হলেন পর,
ঋষি স্বামীর পুরুষ-রিষে বিষম আথান্তর !
ঘর হারালাম বর হারালাম আমরা ছ'জনা,
পণ্ড হ'ল নারী-হিয়ার শিশুর কামনা !
প্রাণের যে সাধ,—আচম্বিতে পঙ্গু নেহারি,
আকাশে নিশ্বাসের জ্বালা বিফল বিথারি।
ক্ষুব্ধ শরীর ক্ষুব্ধ শোণিত ক্ষোভের পীযূষ পান
কর্‌ছে কুমার, অন্যায়ে সে কর্‌বে অবসান।
বাছা ওরে কার্ত্তিকেয় ! দুলাল কৃত্তিকার,
সুরাসুরের কর্‌বে তুমি অন্যায়ে সংহার।

*　　　　*　　　　*

রুদ্র-তেজে জন্মেছে যে আভ্যুদয়িক তার,
সময় ব'য়ে যায় যে, ছাখা নাইক পুরোধার ;
কই পুরোহিত ? কই পুরোহিত ? অন্বেষি মহী,
ঐ যে ঋষি বিশ্বামিত্র বিশ্ববিদ্রোহী !
উনিই হবেন যাজক মোদের সকল ক্রিয়াতে ;
পারেন উনি আপন গুণে শক্তি চীয়াতে ;

দৈব-জয়ী ঐ যে মুনি, ঐ যে তপোধন,—
ছয় বোনে চল্ প্রণাম করি, জানাই নিবেদন।

*   *   *

আভ্যুদয়িক না হ'তে শেষ কাণ্ড এ কি, হায়,
দিগ্‌গজেদের পাকড়াতে শুঁড় দামাল ছেলে ধায়!
পাঁচোট্ পূজার দিন বাছনি আছ্‌ড়ালে হাতী,
আচোট আকাশ উঠল কেঁপে চাঁদ-তারার পাঁতি!
কাঁপ্‌ল সাগর আর ধরাধর বাসুকী চঞ্চল,
স্বস্তি না পায় অস্থিরতায় ত্রস্ত অসুরদল।
রুদ্র-শিশুর শক্তি-দাপে কাঁপে অসুর-রাজ;
তারক হেরে মারক গ্রহ শিশুর দেহে আজ।
বালক-বীরের আলীক ভয়ে ইন্দ্র ব্যাকুল-মন,
হাজার আঁখি মেলে কেবল দ্যাখে অলক্ষণ!
তারক-নিপাত রইল মাথায়, রক্ত নয়নে—
বজ্র নিয়ে ইন্দ্র এলেন শিশুর দমনে!
অসুরে যে রাজ্য নেছে, নাই সে খেয়াল হায়;
রোষের ভরে শিশুর 'পরে বজ্র নিয়ে ধায়।
বাছার গায়ে বাজ হানে রে!…বুজ্‌তে গেলাম চোখ,
মুদ্‌ল না নক্ষত্র-নয়ন—পড়্‌ল না পলক!
দেখ্‌তে হ'ল বাধ্য হ'য়ে…কিন্তু কী দেখি!…
বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ,—অবাক্—কুমার করে কী।
বজ্র লুফে ধর্‌ল হাতে—আঙুল চিরে তার
পড়্‌ল যত বিন্দু তত রুদ্র-অবতার;
হুঙ্কারে দিক্ কাঁপিয়ে দাঁড়ায় কুমারকে ঘিরে
রুষ্ট চোখে ওষ্ঠ চেপে উদ্ধত শিরে।

স্কন্দে বলে' "ইন্দ্র হ'য়ে ত্রিলোক তুমিই নাও,
ঈশ্বরতার ঈর্ষাজরা ইন্দ্রকে তাড়াও।"
রুদ্র-সেনায় ইন্দ্র-সেনায় যুদ্ধ আসন্ন,
এমন সময় কে আসে ওই মরাল-নিষণ্ণ।
মাঝে এসে বলেন তিনি, "সম্বরো দেবরাজ,
কী বিপরীত-বুদ্ধি, মরি, দেখি তোমার আজ।
শত্রু তোমার মারবে যে হায় শত্রু ভেবে তায়
যুদ্ধ কর ?—বজ্র হানো রুদ্র-শিশুর গায় ?
অসুর-কুলের অভিমানের অন্যায়ে জর্জ্জর
অন্যায়ে চাও জয়ী হ'তে অন্য জনের পর।
রুদ্র-রোষে স্বর্গ-মর্ত্ত হবে যে ছারখার,
অস্ত্র রাখো ; এই বালকে দিয়ে সেনার ভার
রথ ঘুরিয়ে এক্‌লা তুমি যাও ফিরে দুর্গে,
এই শিশু কাল বধ্‌বে জেনো তারক-অসুরকে।"

*　　　*　　　*

রুদ্র-সেনার জয়-রবে কে ফির্‌ল হরষে—
জন্ম যাহার রুদ্র-তেজে বহ্নি-উরসে!
ঘুমে আলা দুলাল আমার লড়াই খেলিয়ে,
ময়ূর জাগে তারায়-ঘেরা পেখম মেলিয়ে।
লক্ষ তারা শিশুর সমর দ্যাখার প্রত্যাশে
চোখ চেয়ে সব ঘুমিয়ে গেছে আকাশ-ফরাশে।
হিন্দোলাতে স্কন্দ ঘুমায়, চন্দ্র জেগে থাক্‌!
ব্রহ্মী-নিশার প্রহর গণি' ছয় বোনে নির্ব্বাক্‌!
চতুর্ম্মুখের বাক্য স্মরি' আশার আশঙ্কায়
আন্দোলিত চিত্ত মুহু, মন কত কি গায়

ব্রহ্মবাণী মিথ্যা হবার নয়কো, তবে কি—
অত্যাচারের অন্তকারী বালক হবে কি ?—
বজ্রকাটা আঙুলে যার জ্যোৎস্না জড়িয়ে,
পাড়িয়েছি ঘুম ঘুম-পাড়ানি মন্ত্র পড়িয়ে,
সে মোর হবে দৈত্যজয়ী ?…পূর্‌বে মনের সাধ ?…
অন্যায়েরি বন্যাজলে পার্‌বে দিতে বাঁধ ?…
অন্যায়ে কেউ বালক-বধের ফন্দী আঁটে, হায়,
শিশুর দেহও শত্রু দেখে খামোকা চম্‌কায় !
অন্যায়ে কেউ হত্যা করে নারীর নারীত্ব,
পুরুষ-রিষের বিষে-জরা জীবন ও চিত্ত।
অন্যায়ে কেউ ইন্দ্রলোকের কর্ত্তা হ'তে চায়।
অন্যায়েরি বন্যাধারায় জগৎ ভেসে যায়।
অন্যায়েরি অভিযানে স্বর্গ সে ত্রস্ত ;—
অন্যায়ে হায় অস্তপ্রায় আজ পুণ্য সমস্ত !
অন্যায়ের এই সৈন্য-ঘটায় এক্‌লা এ বালক—
করবে ছিন্ন ? তিন-লোকে ফের জ্বাল্‌বে সত্যালোক ?
আন্‌বে শ্রেয় কর্ত্তিকেয় ?…কখন্ হ'বে ভোর ? ..
পথ চেয়ে রই সূর্য্য-রথের, ভাবনাতে বিভোর।
কোন্ হোরা ওই ঘুম চোখে যায়। সুধাই আয়, সখী !
অন্ধকারের আঁচল ভিজে উঠল আলোয় কি ?

*　　　　*　　　　*

আকাশ ফিঁকে হ'তে হ'তেই আঁধার ! একি হায় !
ঘুরিয়ে ঘোড়া উল্টো দিকে অরুণ ফিরে যায় !
সূর্য্যে প্রবেশ কর্‌লে শশী ! সকল আলো লোপ !
অকাল-রাহু-অসুর আসে মূর্ত্তিমন্ত কোপ !

আঁধার নভ পাপের ভিড়ে, বিশ্বে জাগে ত্রাস,
বাঘের রথে গ্রসন্ আসে কর্‌তে জগৎ গ্রাস।
ত্রসন্ আসে পিশাচ-রথে, জন্তু-কুজন্তু,
নিশানে কাক কালনেমি সে জীবন্ত দম্ভ!
ভ্রূকুটিতে ভুবন ভ'রে তারক সে দুর্ম্মদ
যোজনজোড়া হাজার ঘোড়ার ছোটায় বিপুল রথ!
আমাতিথির অতিথি ওই প্রচণ্ড ধূর্ত্ত
রোদনে দিক্ ভরিয়ে চলে, রৌদ্র মুহূর্ত্ত!
রথের ধূলায় ছায় নভতল, রাত্রি অকালে,
ঊর্দ্ধে ধ্রুব নিয়ে তপন সবায় ঠেকালে।
ছুঁচ গলে না এম্‌নি জমাট ভরাট অন্ধকার,
গ্রাসের ত্রাসের আসন্নতায় বিশ্বে হাহাকার!
পলক-ভোলা তারার আঁখি তাও সে অন্ধপ্রায়,
কোলের মানুষ যায় না দ্যাখা, এম্‌নি আঁধার, হায়!
কোথায় গেলি অভ্রয়ন্তি!···বাজ পড়ে মাথে,
সাতটি দিনের বাছা মোদের নাই রে দোলাতে
ঘুমন্তে কে কর্‌লে চুরি!···ঘট্‌ল অনিষ্ট,···
হায় লো মেঘয়ন্ত্রী! মোদের মেঘ্‌লা অদৃষ্ট!

* * * *

অন্ধকারের বুক চিরে ও কাদের সিংহনাদ?
ভয়ের আঁধার ছিন্ন-করা জাগ্‌ল কি!···আহ্লাদ
বিদ্যুতেরি হাজার-নরী দুলিয়ে তমসায়।
সংশয়েরি তমস্বিনীর কর্‌লে কে রে সায়!
কে আসে নিঃশঙ্ক মনে ময়ূর-বাহনে
অসুর-ছায়া-পিণ্ডী-কৃত-তিমির-দহনে!

বিদায়-আরতি

ইন্দ্রদেবের মুকুট-বোঝা তারণ ক'রে যে
তারক নামে আপ্‌নাকে হায় জাহির করেছে,
ত্যাগ ক'রে তায় বাণ হানে কে শৌর্য্য-অবতার ?
গ্রসন-ত্রসন-জন্তু-মহিষ আরম্ভে চীৎকার !
ছয়-মায়েরি দুলাল ও যে বালক ষড়ানন।
অসুর সাথে শিশুর লড়াই ! অপূর্ব্ব এই রণ !
পল্টনে কার হানে কুমার শক্তি শতঘ্নী—
লক্ষ নাগের জিহ্বা যেন উগারে অগ্নি !
বধির ক'রে হাজার বজ্র গর্জ্জে যুগপৎ,...
টুট্‌ল বুঝি তিমির-কারা...দৈত্য হ'ল বধ !...
কুড়িয়ে-পাওয়া কুমার মোদের অসুরজয়ী, ভাই,
জয়ধ্বনি কর্‌তে তোরা কাঁদিস্ কেন, ছাই !
ছোঁয়াচে এই সুখের কান্না...কাঁদতে...জেনেছি...
অম্বা ! দুলা ! নিবত্নী ! বোন্ স্বপ্ন দেখেছি।
তোলাপাড়া কর্‌তে মনে পদ্মযোনির বাণী
কখন যে হায় ঘুমিয়ে গেছি কিছুই নাহি জানি।
ভোরের আলো, দ্যাখ্ সুমেরুর গায় কি লেগেছে ?
ছয় জননীর স্নেহের নীড়ে কুমার জেগেছে ?
ঊষার হাসি মলিন !...মেঘে সূর্য্য ডুবে যায়—
এ যে আমার স্বপ্নে দ্যাখা, স্বপ্নে দ্যাখা হায় !
স্বপন আমার ফল্‌তে সুরু হয়েছে মন কয়,
ভোরের স্বপন সফল হবে হবে রে নিশ্চয়।
ক্লেশের এবার শেষ হবে রে শঙ্কা ফুরাবে।
ছয় জননীর ভাগের ছেলে ভাগ্য ফিরাবে।
অপরাজের রাজমহিমায় ছাই দেবে এ ঠিক—
আনন্দ ছয় কৃত্তিকার এই অনিন্দ্য কার্ত্তিক !

দাবীর চিঠি

রাজার উপর রাজা যিনি প্রণাম ক'রে তাঁর শ্রীপদে,—
দাবীর চিঠি পেশ করি আজ বিশ্বজনের পঞ্চায়তে।
কায়দা-কানুন্ জানিনে ভাই, বল্ছি সবার করে ধ'রে,
ও বিদেশী! গোরার জাতি! তোমরা শোনো বিশেষ ক'রে,
চক্রধরের চক্র যখন ঘুর্ছে বেগে মর্ত্ত্যলোকে,—
অধঃপাতের তলার মানুষ উঠ্ছে উর্দ্ধে সূর্য্যালোকে,—
পোল্যাণ্ড্ হচ্চে স্বয়ম্প্রভু,—পাচ্চে ইরিন্ পাকা পাটা,
তখন যে হোম্রুল চেয়েছে খুব বেশী কি তার চাওয়াটা?
রাজা সুখে বিরাজ করুন, আমরা তাঁরে মান্য করি,
কালা গোরা দুই প্রজা তাঁর দু'য়ে চালায় রাজ্যতরী;
এক্লা গোরায় সব করেছে যে কয় সে কয় গল্প-কথা,
কালার গোরার স্বেদ-শোণিতে সাম্রাজ্যেরি বনেদ পোঁতা;
আমরা দিছি গাঁটের পয়সা, আমরা দিছি দেহের রক্ত,
কর্তে মোদের অভেদ রাজার সিংহাসনের ভিত্তি শক্ত;
এম্পায়ারের চার-পায়া আজ চার মহাদেশ ব্যাপ্ত করে,
কালার গোরার বল যুগপৎ যুক্ত আছে তার ভিতরে:
সাক্ষী ক্লাইভ-কালা-ফৌজ সাম্রাজ্যেরি পত্তনেতে,
প্রথম যে ইট বসিয়েছে তা নিজের বুকের পাঁজর পেতে;
মিউটিনিতে আমরা ছিলাম তোমাদেরি পক্ষপাতী,
গোরার হয়ে অনেক গোলা নিইছি মোরা বক্ষ পাতি';
অনেক যুদ্ধ জয় করেছি চীন কাবুল ও আফ্রিকাতে,
ধূলায় সোনা ফলিয়ে দিছি সাগর-পারের দ্বীপগুলাতে;
চৌকী দিছি শাংহায়ে আর মগের দেশে দিইছি মাথা;
তিব্বতেরও সন্ধি সুলুক্—যাক্ সে কথা তুল্‌ব না তা।

সে দিনেও যেই ডাক্ দিয়েছ অম্‌নি গেছি বেল্‌জিয়মে,
বোগদাদে দাদ তুল্‌তে তোমার ভয় করিনি জ্যান্ত যমে,
ভয় করিনি উড়ো-জাহাজ জহর-ধোয়া হাউইট্‌জারে,
গোরার সঙ্গে গুর্খাও শিখ জান দেছে হাজার হাজারে।
যুদ্ধে যেমন দুঃসাহসী মন্ত্রণাতে তেম্‌নি সুধী,
শাসন-কাজে সমান পটু, কোন্ দরোজা রাখ্‌বে রুধি?
বাগ্মী মোরা, শিল্পী মোরা, কার্য্যে মোরা বিশ্বজয়ী,
বিজ্ঞানেতেও নইক তুচ্ছ, কারো চেয়েই ক্ষুদ্র নহি!
রাজ্যতরীর দাঁড় টানি রোজ, তোমরা রোজই হালে থাক,
পশ্চিমে ঝড় উঠ্‌ছে, মাঝি আমাদেরও শিখিয়ে রাখ,
আমাদেরও দাও অধিকার, নাও তোমাদের সমান ক'রে,
সময়-মত লাগ্‌ব কাজে, শেখাও যদি হাতে ধ'রে।
অযোগ্য নই একেবারেই বল্‌ছি মোরা জোর গলাতে,
যদিও কালা-আদ্‌মী তবু—ইয়াদ রেখো দিনে রাতে—
মোদের ত্যাগে মোদের দানে পুষ্ট বিরাট্ রাষ্ট্র-হৃদি,
চার মহাদেশ চৌ-পায়া যার তোমার একার নয় সে নিধি।
ন্যায়ের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে কর্‌লে ওজন দেখ্‌তে পাবে
আমরা নেহাৎ কম যাব না, যদিও আছি পরের তাঁবে?
কালার গোরার সমান দাবী—মহারাণীর ভাষায় কহি,
রাজার উক্তি উড়িয়ে দেবে?—তোমরা হবে রাজদ্রোহী!

* * *

যোগ্যতা নেই?···দেখ চেয়ে মানব-ইতিবৃত্তময়
কালার দানের অঙ্কগুলি গোরার চাইতে মলিন নয়!
কালা দেছে বাল্মীকি ব্যাস; গোরা দেছে মিল্টনে!
কালা দেছে বুদ্ধ অশোক; গোরা দেছে? কিং জনে?

কালার—জনক যাজ্ঞবল্ক্য ; গোরার ?—আছেন মার্টিনো ;
কালার—রঘু রাজেন্দ্র চোল ; গোরার—ক্লাইভ মার্‌ল্‌ব্রো।
কালা দেছে আর্য্যভট্ট, গোরা দেছে নিউটনে,
কালা কৃতী জীবের সেবায়, গোরা vivisectionএ।
কালার ছিল বৌদ্ধ মিশন, গোরার মিশন খৃষ্টীয়,
সবাই জানে কালার দেখেই নকল করে সৃষ্টি ও।
একদিকে এই কণাদ কপিল, অন্য দিকে হিউম মিল্‌,
একদিকে অমৃতপ্রাশ, অন্য দিকে বীচাম্‌স্‌ পিল!
কালার ছিল চাণক্য ; আর গোরার ছিল ? ডিজ্‌রেলি!
তুলনা ছাই যাক চুলোতে মিছাই নামের ভিড় ঠেলি।
গোরার আছে ম্যাগ্‌না-কার্টা, কালার না হয় নেইক তা,
Bill of Rights নয় কখনো নয় জীবনের শেষ কথা।
তা' বলে নয় তুচ্ছ কালা, তার পলিটিক্‌স্‌ নয় আঁধার,
গোরার আছে পার্লামেণ্ট্‌ আর কালার ছিল সন্থাগার।
কালার কীর্ত্তি মিশর-দ্রাবিড়-আরব-চীনের সভ্যতা,
গোরার কীর্ত্তি ? ডাইনামাইট—সভ্য করার দ্রব্য তা!
গোরা যারে ভব্যতা কয় তিন্‌শো বছর বয়স তার,
কালার যা' গৌরবের জিনিস—তার অন্তত তিন হাজার।
ব্রিটন দেছে ক্রমোয়েল, আর ভারত জামদগ্ন্য-রাম,
কার্ত্তবীর্য্য—চার্ল্‌স্‌ ষ্টুয়ার্ট্‌ ;—কালায় গোরায় মিল তামাম।

*　　*　　*

জাতির পাঁতির কল্‌মী-দামে আজকে না হয় বদ্ধ হাতী,
তাই ব'লে কি ডুব্‌তে দেবে তোমরা না সব সভ্য জাতি ?
জ্ঞানের বাতি আফ্রিকাতে জ্বাল্‌ছ নাকি ? শুন্‌তে পাই।
মানুষ বিক্রী উঠিয়ে দেছ নিত্যি শোনাও এই কথাই।

তবে মোদের সকল দাবী দাবিয়ে কেন রাখ্‌তে চাও?
দাবীর কথা পাড়্‌তে গেলেই কুঁচ্‌কে ভুরু দাব্‌ড়ি দাও?
মানুষ হতে দাও আমাদের, ঘুচাও মনের এ আফ্‌শোষ,
ঘর-শাসনের দাও অধিকার, হোম্‌রুলে কি এতই দোষ?
বোয়ার পেলে, চোয়াড় পেলে, পেলে তাদের দোহারগণ,
মোদের ভাগ্যে খোঁয়াড় শুধু, বুঝ্‌তে নারি এ কেমন।
নিজের ঘরের বন্দেজে আর নিজের দেশের খিদ্‌মতে
ফিলিপিনোর চাইতে অধম ভাব্‌ছ মোদের কোন্ মতে?
প্রাপ্য যা তাই চাইছি মোরা—যেটুক মোদের হক্ দাবী,
হাঙ্গামা এ নয়কো মোটেই, রুষ্‌ছ মিছে ভুল ভাবি'।
সন্দেহে তো ঢের খাটালে, এবার ছুটি দাও তারে,
সংশয়ে যে বিনাশ করে সাম্রাজ্যেরও আত্মারে;
বিশ্বাসেরে পরখ করো, ছাখ নয় বিশ্বাস ক'রে,
চিন্‌লে না লোক দেড়শো বছর একত্রে ভাই বাস ক'রে?
বুঝতে নারি খেল্‌তে ব'সে খেঁড়ির সঙ্গে আড়াআড়ি,
শত্রুরই বুক বাড়্‌ছে এতে মিটিয়ে ফেল তাড়াতাড়ি;
তোমার হচ্ছে ছক্কা পাঞ্জা খেঁড়ির কিছুই হচ্চেনাকো
বল্লে তা' কেউ কলিকালে মান্‌বে এমন আশা রাখো?
দেড়শো বছর আমরা আছি পাশাপাশি বিশ্বকূলে,
গঙ্গা এবং যমুনা ধায় সঙ্গমে তরঙ্গ তুলে,
কালার গোরার এম্পায়ার এ, ঠেল্‌বে কারে রাখ্‌বে বেছে,
কালার গোরার যুক্তবেণী হরিহরের মূর্ত্তি এ যে!
জ্বল্‌ছে তেজে ন্যায়ের চক্ষু, ন্যায়ের কণ্ঠে হয় ঘোষণা,—
আইন তোমার কয় হেঁকে ওই—কেউ ছোটো না কেউ ছোটোনা,
—বল্‌ছে সত্য, বল্‌ছে ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব বল্‌ছে শোনো,
বল্‌ছে তোমার ঘরের লোকও, বল্‌ছে তোমার আপন জনও;

ব্রিটানিয়ার বিবেক-বুদ্ধি প্রবুদ্ধ আজ বেস্যান্টরূপে,
ধন্য হবে ব্রিটন,—যদি তাঁর বাণী আজ লয় সে লুফে ;
শক্তি হবে সংহত, দুর্জ্জয় হবে গো বিশ্বেরি মাঝ—
তিরিশ কোটির হৃদয় যদি লয় জিনি হোম্‌রুল দিয়ে আজ ;
মানুষ মনুষ্যত্বে যদি মান্‌তে পারে হৃদয় খুলে
চল্‌বে তবে যুগে যুগে বাজিয়ে ভেরী নিশান তুলে ;
অমর হবে মর্ত্ত্যে, সদাই সাম্‌নে পাবে পুষ্পিত পথ,
গরীব দেশের হক্ দাবীতে কান দিলে নাম গাইবে জগৎ।
নইলে পরে লাভের ঘরে অমর হ'য়ে অযশ রবে,
হক দাবী যার তার কি ক্ষতি ? পাওনা আদায় হবেই হবে।
বিশ্ববিধান বিধির বিধান, ন্যায়ের নিধান নিত্যকালে--
হক দাবী যার বুক তাজা তার 'হার' লেখে না তার কপালে

———

দোরোখা একাদশী

(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া)

উড়িয়ে লুচি আড়াই দিস্তে দেড় কুড়ি আম সহ
একাদশীর বিধানদাতা করেন একাদশী,
মুখরোচক এঁর উপবাস,—দমেও ভারী,—অহো !—
পুণ্য ততই বাড়ে যতই এলান্ ভুঁড়ির কশি !
ওদিকে ওই ক্ষীণ মেয়েটি নিত্য একাহারী
একাদশীর বিধান পালন করছে প্রাণে ম'রে,
কণ্ঠাতে প্রাণ ধুঁক্‌ছে, চোখে সর্ষে-ফুলের সারি,
তৃষ্ণাতে জিভ অসাড়, মালা জপ্‌ছে ঠাকুর-ঘরে।

অবাক্ চোখে বিশ্ব ছ্যাখে হায় গো বিশ্বনাথ,
দোরোখা এই বিধান' পরে হয় না বজ্রপাত ?

* * *

নিষ্ঠাবানের সধবাও করেন একাদশী
পতির পাতে প্রচুর ভাবে 'আট্‌কে' বেঁধে রেখে,
আওটা-দুধে চুমুক লাগান্ পিছন ফিরে বসি'
পাঁতিদাতা পতি-গুরু পাছে ফেলেন দেখে।
বিড়াল চাটে দুধের বাটি বাড়িয়ে দিয়ে গলা,
পিঁপড়ে মাছি আমের খোলায় উল্লাসে ভিড় করে,
শাস্ত্র যাদের ভয় দেখিয়ে করিয়েছে নির্জ্জলা
তারাই শুধু হাতের চেটো মেল্‌ছে মেঝের পরে।
তৃষ্ণাতে জিভ টান্‌ছে পেটে, এম্‌নি রোদের তাত,
খস্‌খসে দুই চোখের পাতা, হয় না অশ্রুপাত।

* * *

ফোঁটায় ফোঁটায় শিবের মাথায় ঝারার যে জল ঝরে -
সতৃষ্ণ চোখ সারা বেলা দেখ্‌ছে শুধু তাই,
কাকটা কখন গুটি গুটি ঢুকে ঠাকুর-ঘরে
অর্ঘ্যপাত্রে মুখ দে' গেল,—একটুও হুঁশ নাই !
চক্ষু দিয়ে প্রাণ-পাখী হায় মেল্‌ছে বুঝি পাখা,
ভিম্মি গেছে—ভিম্মি গেছে—জল কে দেবে মুখে ?
কারো সাড়া নেইকো কোথাও মিথ্যে হাঁকা ডাকা—
একাদশীর বিধান-দাতার গর্জ্জে নাসা সুখে !
অধোমুখে বিশ্ব ছ্যাখে, হায় গো বিশ্বনাথ,
পাষাণ 'পরে অশ্রু ঝরে' পড়ে দিবসরাত।

জলচর-ক্লাবের জল্‌সা-রঙ্গ

(সুর—"ধনধান্যে-পুষ্পে ভরা")

রঙ বেরঙের সঙের বাসা
আমাদের এই শহর খাসা.
তাহার মাঝে আছে ক্লাব এক
সকল ক্লাবের সেরা,
পুকুর-জলে তৈরী সে যে
ঝাঁজির জালে ঘেরা !
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
কাংলা-চিতল কাঁক্‌ড়া-কাছিম
ব্যাঙের বিহার-ভূমি !!

কোথায় এমন দলে দলে
হামাগুড়ি দ্যায় রে জলে,
কোথায় মানুষ যায় ভিড়ে, ভাই,
জলচরের ঝাঁকে,
(তারা) ভুঁড়ির বয়ায় ভর দিয়ে সব
বেবাক ভেসে থাকে।
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
শুশুক-জলহস্তী-হোয়েল্
হিপোর মল্লভূমি !!

বিদায়-আরতি

কাদের জলঝম্প হেরে
মৎস্য ভাগে লম্ফ মেরে,
ব্যাঙের কড়র্ কড়র্ ধ্বনি
কণ্ঠেতে মুল্‌তুবি,
(যেন) মর্ত্তে জগঝম্প বাজে
আকাশে দুন্দুভি !
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
উল্লাসে প্রফুল্ল এ যে
হুল্লোড়েরি ভূমি !
হাঁস্-সাঁতার আর নেটিভ ডাইভ
কোথায় এমন করে থ্রাইভ,
সাঁতার-বাজের মডেল্ কোথায়
মাইল্-মারা ষ্টাইল,
(কোথা) সাব-মেরিনের বহর দেখে
বোম্বেটে সব কাহিল।
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
মাছরাঙা পানকৌটি সারস
বকের বিলাস-ভূমি !!

দুধে-দাঁত আর পক্ক কেশী
কোথায় সবাই এক-বয়েসী,
হে ক্লাব ! তোমার তক্তা-ঘাটায়
বাঁধা মোদের টিকি,

(আমরা) তোমার সেবায় তাই তো ঢালি
ডজন্ ডজন্ সিকি !
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
গুগলি শামুক চিংড়ি এবং
মোদের আরাম-ভূমি !!

———

নীরব নিবেদন

(বিশ্ববরেণ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় সমীপে)

আজ নীরবে যাব প্রণাম ক'রে
একটু শুধু নিয়ে পায়ের ধূলো,
সঁপে মোদের প্রাণের অর্ঘ্য, কবি,
বল্‌ব নাকো বাক্য কতকগুলো !
বাক্য যে আজ শুধুই জ্বালার মালা,
হৃদয় সে যে রুদ্ধ ব্যথার ডালি ;
মৌন মুখে তাই তোমারে দেখি
তিরিশ কোটির নয়ন দিয়ে খালি।
শঙ্কামূঢ় স্বদেশবাসীর পাশে
দেখি তোমায় আত্ম-বোধের ঋষি !
অভিচারের মন্ত্রে যখন ঘোলা
আকাশ জুড়ে নামে অকাল নিশি :—
জগৎ যখন নিচ্ছে বিভাগ ক'রে
মারণ এবং উচ্চাটনে মিলে,

সে সঙ্কটে সত্য-অনুরাগী
আত্ম-প্রদ মন্ত্র তুমি দিলে।
আত্মনিষ্ঠ মানুষ স্বয়ম্প্রভু,
মন ব'লে তার একটা মহাল আছে,—
ভয়ঙ্করের ভোজবাজীতে কভু
খাজ্‌না আদায় হয় না কো তার কাছে!
সেই মহালের খবর তুমি দিলে,
সূর্য্য জাগে তোমার তূর্য্য রবে;
মানুষ ব'লেই প্রাপ্য যে মর্য্যাদা
সে মর্য্যাদা পেতে হবেই হবে।
গুমোট রাতে অসঙ্কোচের হাওয়া
জাগ্‌ল—ঊষার নিশাসটুকুর মত,
নাগালে বৈকুণ্ঠ বুঝি এল—
তোমার পুণ্যে কুণ্ঠা হ'ল হত।
সত্য কথা সত্যযুগের কথা,
কলিযুগে চার্‌দিকে তার ঘাঁটি,
কলির মানুষ আমরা—ভাবি মনে
কামান যা' কয় সেই কথাটাই খাঁটি।
গোলন্দাজের গোলা যে বোল্ বলে
সেই বুলিটাই বুঝি চরম বলা,
আজ দিয়েছ তুমি সে ভুল ভেঙে
তিরিশ কোটির ঘুচিয়ে মনের মলা!
অপ্রমত্ত তোমার সরস্বতী
ভূভারতে দান করে আজ ভাষা,
সঞ্চারে বল আত্মাতে আত্মাতে,
বাক্যে মনে সত্য হবার আশা।

সাঁচার আদর জাগ্‌ছে তোমায় হেরে
মিথ্যাচারের মহাজনির হাটে,
কুণ্ঠিত দীন মনের উপর থেকে
ভ্রূকুটিময় মেঘ্‌লা বুঝি কাটে।
জীবন যাদের অসম্মানের বোঝা,
তলিয়ে যারা আছে অবজ্ঞাতে,
ইচ্ছা করার সহজ শক্তিটুকু
লুপ্ত যেন পঙ্গু পক্ষাঘাতে,
তাদের তুমি মুখ রেখেছ, কবি,
হাল্কা ক'রে দিয়েছ ঢের লাজে,
সবার দুখের ভাগ নিয়ে স্বেচ্ছাতে
তক্‌মা ছেড়ে এসে সবার মাঝে।
সারা ভারত ঋদ্ধ তোমার ত্যাগে,
ঘুচ্‌ল এবার টুট্‌ল মনের জরা,
তিরিশ কোটির প্রাণের স্পন্দ, কবি,
তোমার প্রাণের ছন্দে প'ল ধরা।

ঝর্ণার গান

চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরীর গান,
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ!

বিদায়-আরতি

শিথিল সব শিলার পর
চরণ থুই দোদুল মন,
দুপুর-ভোর ঝিঁঝির ডাক,
ঝিমায় পথ, ঘুমায় বন!

বিজন দেশ, কূজন নাই,
নিজের পায় বাজাই তাল,
একলা গাই, একলা ধাই,
দিবস রাত, সাঁঝ সকাল।

ঝুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম-পাহাড়
ভয় দ্যাখায়, চোখ পাকায়;
শঙ্কা নাই, সমান যাই,
টগর-ফুল-নূপুর পায়,

ঘাঘ্‌রা মোর শ্বেত চামর
জরির থান ওড়না গায়,
অলঙ্কার মাণিক-হার,
মুক্ত কেশ,—মুক্তা তায়!

* * *

তুহিন-লীন কোন্ মুনির
ছিলাম কোন্ স্বপ্নেতে!
জন্ম মোর কোন্ চোখের—
কটাক্ষের সঙ্কেতে!

ঝর্ণার গান

কোন্ গিরির হিম ললাট
ঘাম্‌ল মোর উদ্ভবে,
কোন্ পরীর টুটল হার
কোন নাচের উৎসবে !—

খেয়াল নাই—নাই রে ভাই
পাই নি তার সংবাদই,
ধাই লীলায়,—খিল্‌খিলাই-
বুলবুলির বোল্ সাধি !

বন্-ঝাউয়ের ঝোপ্‌গুলায়
কাল্‌সারের দল চরে,
শিং শিলায়—শিলার গায়,-
ডাল্‌চিনির রং ধরে !

ঝাঁপিয়ে যাই, লাফিয়ে ধাই,
দুলিয়ে যাই অচল-ঠাট,
নাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই-
টিলার গায় ডালিম্-ফাট।

শালিক শুক বুলায় মুখ
থল্-ঝাঁঝির মখ্‌মলে,
জরির জাল আঙ্‌রাখায়
অঙ্গ মোর ঝল্‌মলে।

বিদায়-আরতি

নিম্নে ধাই, শুন্‌তে পাই
‘ফটিক জল।’ হাঁক্‌ছে কে,
কণ্ঠাতেই তৃষ্ণা যার
নিক্‌না সেই পাঁক ছেঁকে!

গরজ যার জল স্যাঁচার
পাৎকুয়ায় যাক না সেই,
সুন্দরের তৃষ্ণা যার
আমরা ধাই তার আশেই।

তার খোঁজেই বিরাম নেই
বিলাই তান—তরল শ্লোক,
চকোর চায় চন্দ্রমায়,
আমরা চাই মুগ্ধ-চোখ!

চপল পায় কেবল ধাই
উপল-ঘায় দিই ঝিলিক্,
দুল্ দোলাই মন ভোলাই,
ঝিল্‌মিলাই দিগ্বিদিক্!

বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ

কে করেছে ঠাট্টা তোমায় দিয়ে কবির তক্ত ?
বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ চেনা তোমায় শক্ত !
বাংলা ভাষার ওজন তুমি বোঝ তো ছাই ঘণ্টা,
মিথ্যে কেন মাথা বকাও গরম কর মনটা ?
রবি-রথের ঘোড়ার খুরেও জন্মে যে-সব ছন্দ
নাই ক্ষমতা বুঝতে তোমার, তাই করো গাল মন্দ।
ব্যাকরণের চচ্চড়িতে বুদ্ধি-জাতা পণ্ডা,
উদ্ভুটে শ্লোক বানাও নীরস সাত বুড়ি সাত গণ্ডা।
সংস্কৃতের গণ্ডোপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক,
বাংলা ভাষার কেউ তুমি নও, হংস সারস কিম্বা বক।
ভাব-সাধনার ধার ধারো না, ঠাট্টা জান বৃদ্ধ হে !
ধ্যান-রসিকের তপোবনে নাড়্ছ গ্রীবা গৃধ্র হে !
শাস্ত্র পুঁথি ফুঁড়ে ফুঁড়ে কর্‌লে শুধু কীটপনা,
কথার আঁচে টের পেয়েছি পাওনি সুধা এক কণা।
একটা কথা একশো-বারি বুঝিয়ে কত বল্‌ব ?
অবোধ মোষের ঘাড় নোয়াতে কত বা ঘি ডল্‌ব ?
চতুর্মুখের মুখ ব্যথা হয় ঢেঁকির সঙ্গে তর্কে,
এক মুখে কি বল্‌ব আমি বলদ ধুরন্ধরকে !
নিমেষে কেউ বোঝে, আবার কেউ বা বছর চল্লিশে,
তারও দ্বিগুণ কাট্‌ল বয়েস, আর বোধোদয় হয় কিসে ?

বজ্র-বোধন

অযুত ঢেউয়ের তপ্ত নিশাস সুপ্তিহারা
ফির্‌তেছিল হাওয়ায় ছায়া-মূর্ত্তি-পারা
নিদাঘ-দিবস হান্‌তেছিল আগুন-চাবুক,
লুপ্ত সারা জগৎ হতে সোয়াস্তি সুখ।
শুক্‌নো পাতার সকল-এড়া শিথিল সুরে
তেপান্তরের তপ্ত তামার চাতাল ঘুরে
উঠ্‌তেছিল গুমোট ঠেলে মৌন মুখে
বিদ্যুতেরি বিত্ত নিয়ে গোপন বুকে—
সাগর-তড়াগ-হ্রদের নদের তৃপ্তিহারা
উষ্ণ নিশাস, নীরব ছায়া-মূর্ত্তি-পারা।

*   *   *

হঠাৎ কখন্ কোন্ গগনের পাণ্ডু হাওয়ার কোন্ ইসারায়
শরীর পেল এক নিমিষে ওই অতনু সে কোন্ তারায়?
লক্ষ ব্যথার তপ্ত নিশাস পড়ল হঠাৎ ঐক্যে বাঁধা,
জীবন-মরণ-মন্ত্র যেন মন্দ্র-মধুর শব্দে গাঁথা!
আকাশ হ'ল ভাঙড় ভোলার নেশায় ঘোলা চোখের মত,
ঘোর গুমটের গুম্-ঘরে আজ ঘুল্‌ঘুলি সে খুল্‌ল শত;
অস্তাচলের সোনার বরণ অঙ্গ হঠাৎ উঠ্‌ল ঘেমে,
শিউরে সাগর-ঢেউ ঢিমিয়ে থম্‌থমিয়ে রইল থেমে;
তালের সারি পাণ্ডু-ছবি কাজল মেঘের মূর্ত্তি দেখে
চম্‌কে উঠে ময়ূর চেঁচায় "কে গা? এ কে? কে গা? এ কে?"

ধায় আকাশের উল্কামুখী হঠাৎ যেন প্রমাদ গণি,'
আগুন-ডোরে শূন্যে দোলে ইন্দ্রাণীরই স্নানের দ্রোণী।
বজ্র-বোধন বাদ্য বাজে, হিয়ায় হিয়ায় তড়িৎ চুয়ায়,
গুমোট-ভরা আষাঢ়-সাঁঝের জলদ-গহন গগন-গুহায়।

*　　　*　　　*

হ্রদের নদের কুড়িয়ে নিশাস নিশান ওড়ে! নিশান ওড়ে!
লক্ষ হিয়ার মন্যু জাগে প্রলয়-মেঘের মূর্ত্তি ধ'রে!
আস্‌ছে কে গো বাষ্পঘন! বারুদ-মাখা-অঙ্গে একা,
ঈশান-কোণে দিগ্বারণের হাওদা তোমার যাচ্ছে দ্যাখা;
তোমার সাড়ায় বৃংহণেরি বৃহৎ ধ্বনি স্তব্ধ বনে,
সিংহ বারেক গর্জ্জে' উঠে গুহায় পশে ত্রস্ত মনে,
ঝঞ্ঝা তোমার চারণ-কবি, জগৎ লোটায় পায়ের নীচে,
পায়ের ধূলার তলায় যাবা তারাই শুধু অঙ্কুরিছে।
ব্যথার তাপে জন্ম তোমার, আস্‌ছ ব্যথার আসন দিতে,
নবীন মেঘের গর্ভাধানে মন্ত্র পড় রুদ্রগীতে।
জীর্ণ যা' তা পড়্‌ছে ভেঙে—জরার ভারে পড়ছে ভেরে,
তোমার সাড়া চমক দিয়ে জাগায় অফুট অঙ্কুরেরে।
গর্ব্ব যাদের পর্ব্বে পর্ব্বে সে পর্ব্বতের উড়াও চূড়ায়,
বজ্র! কুশাঙ্কুচ্ছবি! তোমার পরশ পাহাড় গুঁড়ায়।
গ্রীষ্মে-জরা দগ্ধ ধরা ভাব্‌ছে যাবে চিরস্থায়ী!
তোমার সাড়ায় মূর্চ্ছা সে পায়, বজ্র! হে নীলপদ্মশায়ী।

*　　　*　　　*

তোমার সাড়ায় তৃষায় অধীর কোন্ চাতকের পুড়ল ডানা,
কোন্ সে শাখীর ভাঙল শাখা তার কথা নেই তুলতে মানা,

তোমার সাড়ায় তরুণ প্রাণের যে বন্যা আজ জলে-স্থলে,
ক্ষতির কথা ভুলিয়ে দিতে হাস্‌ছে তারা নানান্‌ ছলে।
তোমার সাড়ায় উল্টে গেল শূন্য-শয়ান্‌ জলের দ্রোণী,
সোহাগ-দ্রোণীর ঝর্ণা-ধারায় আর্দ্র ভুবন দিন রজনী।
লক্ষ ব্যথার প্রসব তুমি, সূর্য্যে নিবায় তোমার গাথা,
বজ্র! তুমি দর্পহারী, খড়্গ তুমি অভয়-দাতা!
তোমার বোধন গাইছে কবি, গাইবে কবি সকল কালে,
জীবন-লোকে বরণ তোমার দীপক রাগে রুদ্রতালে!

কবি দেবেন্দ্র

শ্যামার শিশে সুরের স্তবক হেন
প্রাণ ছিল যার গানের উছাস-ভরা,
কণ্ঠ তাহার হঠাৎ নীরব কেন,
শিউলি-বীথির শেষ বুঝি ফুল-ঝরা।
বাজ্‌ল কখন বিসর্জ্জনের বাঁশী,
আঁধার এল মুগ্ধ আঁখির 'পরে;
গোলাপ যখন ফুট্‌ছে রাশি রাশি
গোলাপ-ফুলের ভক্ত গেল মরে'!
মিলিয়ে গেল মরণ-হারা গানে;
ঝর্ণা হ'ল হঠাৎ গতিহারা;
যম নিয়মের তপ্ত মরুস্থানে
হারিয়ে গেল সরস্বতীর ধারা।

প্রাণের ভাঁড়ার উঠ্‌ছে রিক্ত হ'য়ে,
সিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে আঁখির পাতা,
একে একে বৈতরণীর তোয়ে
ডুব্‌ছে মাণিক ; হচ্ছে নীরব গাথা।
দরাজ প্রাণের সেই হাসি আজ খুঁজি,
গান গাওয়া সেই তেম্‌নি দরাজ স্বরে ;
"দরদী নেই তেমন দরের বুঝি"
—শোকের হাওয়ায় রক্ত-অশোক ঝরে।

বড়দিনে

তোমার শুভ জন্মদিনে প্রণাম তোমায় কর্‌ছে অখৃষ্টান,
ভগবানের ভক্ত ছেলে! ঋষির ঋষি! খৃষ্ট মহাপ্রাণ!
সাত মনীষীর বন্দনীয় ওগো রাখাল! ওগো দীনের দীন!
জগৎ সারা চিত্ত দিয়ে স্বীকার করে তোমার কাছে ঋণ।
হৃদয়-লতার তন্তু দিয়ে বিশ্ব সাথে বাঁধলে বিধাতারে,
পিতা ব'লে ডাক্‌লে তাঁরে আনন্দেরি সহজ অধিকারে।
চম্‌কে যেন উঠল জগৎ নূতনতর তোমার সম্বোধনে ;
শাস্ত্রপাঠী উঠল রুষে, শয়তানেরা ফন্দী আঁটে মনে ;
টিট্‌কারী দ্যায় সন্দেহীরা ভাবে বুঝি দাবী তোমার ফাঁকা,
ক্রুসের পরে জীবন দিয়ে রক্তে আপন কর্‌লে দলীল পাকা।
মৃত্যুপারের অন্ধকারে ফুট্‌ল আলো, উঠল যে জয়গান,
আপনি মরে বিশ্ব-নরে দিলে তুমি নবজীবন দান।
স্বর্গে মর্ত্তে বাঁধলে সেতু, ধন্য ধরা তোমার আবির্ভাবে।
মরণ-জয়ী দীক্ষা তোমার জায়াজয়ে অটল লাভালাভে।

*　　　*　　　*

তাই তো তোমার জন্মদিনের নাম দিয়েছি আমরা বড়দিন,
স্মরণে যার হয় বড় প্রাণ, হয় মহীয়ান্ চিত্ত স্বার্থলীন ;
আমরা তোমায় ভালবাসি, ভক্তি করি আমরা অখৃষ্টান,
তোমার সঙ্গে যোগ যে আছে এই এসিয়ার, আছে নাড়ীর টান,
মস্ত দেশের ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, তোমায় দেখি অবাক্ হ'য়ে,
অশেষ প্রকার অধীনতার ক্রুসের কাঁটা সারা জীবন স'য়ে।
রাষ্ট্র মোদের কাঁটার মুকুট, সমাজ মোদের কাঁটার শয্যা সে যে,
যতই ব্যথায় পাশ ফিরি হায় ততই বেঁধে, ততই ওঠে বেজে!
কাণ্ডারীহীন জীবন-যাত্রা, কুকাণ্ড তাই উঠছে কেবল বেড়ে,
যোগ্যতম জবর্দস্তি ফেলছে চ'ষে জগৎটা শিং নেড়ে!
নৃশংসতার তূণ অতিতূণ টেক্কা দিয়ে চল্‌ছে পরস্পরে,
শয়তানী সে অট্টহাসে সত্য-বাণীর কণ্ঠ চেপে ধরে!
গির্জ্জা-ভাঙা হাউইট্‌জারের গর্জ্জনে হায় ধর্ম্ম গেল তল,
মাৎ হ'য়ে যায় মনুষ্যত্ব, 'কিস্তি' হাঁকে ভব্য ঠগীর দল।
নিরীহ জন লাঞ্ছনা সয়, সে লাঞ্ছনা বাজে তোমার বুকে,
নিত্য নূতন ক্রুসের কাঠে তোমায় ওরা বিঁধছে পেরেক ঠুকে।

তোমার 'পরে জুলুম ক'রে ক্ষুণ্ণ ক'রে মনুষ্যত্বধারা
রোমের হুকুম-মহকুমা গুঁড়িয়ে গেল, ধূলায় হ'ল হারা।
আজ বিপরীত-বুদ্ধি-বশে ভুল্‌ছে মানুষ ভুল্‌ছে কালের বাণী,
তাসের পরে তাস সাজিয়ে ভাবছে হ'ল অটল বা রাজধানী।
মাড়িয়ে মানুষ উড়িয়ে ধূলো অন্ধ বেগে কবন্ধ রথ চলে,
ওষ্ঠবাসী খৃষ্ট-ভক্তি ডুবছে নিতি নীট্‌শেবাদের তলে!
তাকায় জগৎ বাক্যহারা ইয়োরোপের মাটির ক্ষুধা দেখে,
ভব্যতা সে ভির্মি গেছে ভেপসে-ওঠা টাকার গেঁজেয় থেকে,

উবে গেছে ভক্তি শ্রদ্ধা, শিষ্টতা আড়ষ্ট হ'য়ে আছে,
জড়বাদের স্কন্ধে চ'ড়ে ধিঙ্গি-পারা জিঙ্গো-জুজু নাচে!
তিন ডাকিনী নৃত্য করে ইয়োরোপের শ্মশান-পারা বুকে—
লড়াই-লালচ, বড়াই-লালচ, কড়ির-লালচ,—নাচছে বিষম রুখে।
ওখানে ঠাঁই নাই প্রভু আর, এই এসিয়ায় দাঁড়াও স'রে এসে—
বুদ্ধ-জনক-কবীর-নানক-নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের দেশে;
ভাব-সাধনার এই ভুবনে এস তোমার নূতন বাণী ল'য়ে,
বিরাজ করো ভারত-হিয়ার ভক্তমালে নূতন মণি হ'য়ে;
ব্যথা-ভরা চিত্ত মোদের, খানিক ব্যথা ভুল্‌বে তোমায় হেরি;
সত্য-সাধন-নিষ্ঠা শিখাও, বাজাও গভীর উদ্বোধনের ভেরী;
ধৈর্য্যগূঢ় বীর্য্য তোমার জাগুক, প্রাণের সব ভীরুতা দহি',
সহিষ্ণুতায় জিষ্ণু করো, মহামহিম আদিম সত্যাগ্রহী!
নিগ্রহে কি নির্য্যাতনে ফুরিয়ে যেন না যায় মনের বল।
নিত্য-জীবন-লাভের পথে জাগুক তোমার মূর্ত্তি অচঞ্চল!
পরের মরম বুঝতে শিখাও, হে প্রেমগুরু, চিত্তে এস নেমে,
কুষ্ঠ-ক্লেদের মাঝখানে ভার দাও হে সেবার সর্ব্বসহা প্রেমে;
মন নিতে চায় ওই আদর্শ, নাগাল না পাই, হাত ধ'রে নাও তুমি,
ম'রে অমর হবার মতন দাও শকতি দীনের শরণভূমি!
সবল কর পঙ্গু ইচ্ছা, পরশ বুলাও মনের পক্ষাঘাতে,
হাত ধ'রে নাও, পৌঁছিয়ে দাও সত্যি-বাঁচার নিত্য-সুপ্রভাতে।
বিশ্বাসে যে বল অমিত সেই অমৃতের দরজা দাও খুলে,
অভয়-দাতা! পৌঁছিয়ে দাও পরম-অন্নদাতার চরণ-মূলে!
ব্যথার বিষে মন ঝিমালে স্মরি যেন তোমার মশান-গীতা—
"না গো আমায় ত্যাগ করো না, ত্যাগ করো না,
পিতা! আমার পিতা!"

কোনো ধর্ম্মধ্বজের প্রতি

প্রেমের ধর্ম্ম কর্‌ছ প্রচার কে গো তুমি সবুট লাথি নিয়ে,—
ডায়ার-মার্কা শিষ্টাচারের লাল-পেয়ালার শেষ তলানি পিয়ে!
কুশলে তো চল্‌ছে তোমার অর্দ্ধঘণ্টা ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া,—
টিফিন্ এবং টি-এর ফাঁকে? জম্‌ছে ভালো খৃষ্ট-কথার খেয়া?
মুখোস খোলো, মুখস্থ বোল, বোলো না আর টিয়াপাখীর মত
মোটা মাসহারার মোহে,—দোরোখা ঢং চালাবে আর কত?
বয়স গত; ক্ষ্যাপার মত কামড় দিতে এলে নকল দাঁতে?
বাঁধানো দাঁত উল্টে গিয়ে, আহা, শেষে লাগবে যে টাক্‌রাতে!
নিরীহ যে সত্যাগ্রহী—কি লাভ হ'ল তারে লাথি মেরে?
সে করেছে তোমায় ক্ষমা; তার চোখে আজ নাও দেখে খৃষ্টেরে।

*　　　*　　　*

"অক্রোধে ক্রোধ জিন্‌তে হবে,"—সে শিক্ষা কি রইল শিকেয় তোলা,
ডিগ্রি নিয়েই ফুরিয়ে গেছে ডাগর-বুলির যা কিছু বোল্‌বোলা?
উদর তন্ত্র উদারতা? ধর্ম্ম কেবল কথারই কাপ্তেনী?
ডঙ্কা-নাদের পিছন পিছন সত্য নিয়ে খেল্‌ছ ছেনিমেনি?
চেয়ে খ্যাখো ক্রুশের পরে ক্ষুব্ধ কে ওই তোমার ব্যবহারে!
জীবন্তবৎ পাষাণ-মূরৎ!—হেঁটমাথা তাঁর লজ্জাতে ধিক্কারে।
কুড়ি শ' বৎসরের ক্ষত লাল হ'য়ে তাঁর উঠছে নতুন ক'রে।
দেখ্‌ছে জগৎ—পাথর ফেটে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে শোণিত ঝ'রে।
দাও ক্ষমা দাও, চোখ মেলে চাও,—কি কাণ্ড হায় কর্‌ছ গজাল ঠুকে?
নিরীহদের নির্য্যাতনের সব ব্যথা কার বাজছে খ্যাখো বুকে!

*　　　*　　　*

কিম্বা দ্যাখার নাই প্রয়োজন, তোমরা এখন সবাই বিজিগীষু,
'জিঙ্গো' আসল ইষ্ট সবার, তার আবরণ-দেবতা মাত্র যীশু!
ডায়ার-ডৌল্ জবরদস্তি,—তাতেই দেখি আজ তোমাদের রুচি।
গোবর-দস্ত আইন গ'ড়ে নিষ্ঠুরতায় নিচ্ছ ক'রে শুচি।
বীরত্বেরই বিজয়-মালা বর্ব্বরতার দিচ্ছ গলায় তুলে।
অমানুষের করছ পূজা, সেরা-মানুষ খৃষ্টদেবে ভুলে।
মরদ-মেয়ে ভুগছ সমান হূণ-বিজয়ের বড়াই-লালচ রোগে,
মানুষকে আর মানুষ ব'লেই চিন্‌তে যেন চাইছ না, হায়, চোখে।
ঢাকের পিছে ট্যাম্‌টেমি-প্রায় টমির ধাঁচায় ট্যাঁশটোশ্‌ও আজ ঘোরে।
শয়তানই যে হাওয়ায় হাঁটায় শূন্যে ওঠায় সে হুঁশ গেছে স'রে।
নেইক খেয়াল, আত্মা বেচে জগৎ-জোড়া কিন্‌ছে জমিদারী!
কে জানে ক'দিনের ঠিকা, ঠিকাদারের ঠ্যাকার কিন্তু ভারি!
পিঙ্গি চলে জঙ্গী চালে, কুচ, ক'রে লাল কাগজ-ওলা চলে,—
নাক তুলে যায় দালাল-ফোড়ে,
আজ দেখি হায় পাদ্‌রীও সেই দলে!

*　　　　*　　　　*

যাও দ'লে যাও, ডঙ্কা বাজাও, অহঙ্কারের ছায়া ক্ষণস্থায়ী।
মিছাই ব্রতের বিঘ্ন ঘটাও অহঙ্কারের হুম্‌কি-ব্যবসায়ী!
আমরা তোমার চাই না শিক্ষা, চাই না বিদ্যা, হে বিদ্যা-বিক্রয়ী!
ধর্ম্ম-কথাও পণ্য যাদের তাদের পণ্য কিন্‌তে ব্যগ্র নহি।
মানুষ খুঁজে ফির্‌ছি মোরা,—মানুষ হবার রাস্তা যে বাৎলাবে।
তিক্ত হ'য়ে গেছে জীবন ঘরের পরের অমানুষের তাঁবে।
ফলিয়ে দেবে মর্ত্ত্যে যেজন বুদ্ধ-যীশুর স্বর্গ-সূচন বাণী,
শহীদ-কুলের হৃদ্য-শৌর্য্য হৃদয়ে যার পেতেছে রাজধানী,—
জাতিভেদের টিট্‌কারী যে পরকে শুধুই দ্যায় না নানান্ ছলে,—
জমিয়ে বুকে জিঙ্গোয়ানীর জবর জাতিভেদের হলাহলে,—

ষোলো-আনা মানুষ হবার নিমন্ত্রণ দেবে যে সব জনে,—
সেই মানুষে খুঁজছি মোরা, অহর্নিশি খুঁজছি ব্যাকুল মনে ;
নিক্তি ধ'রে করলে তৌল ওজন সে যার ভজবে পুরাপুরি,
লোভের মোহের মন্ত্রণাতে ভাবের ঘরে করবে না যে চুরি,
পথ চেয়ে তার সই অনাচার দুঃখ অপার অনন্ত লাঞ্ছনা,
বেশ জানি, "আজ সয় যারা ক্লেশ তাদের তরেই স্বর্গীয় সান্ত্বনা
নিরীহ যেই ধন্য যে সেই ধৃত-ব্রত দৈব মশাল-ধারী
নিঃস্ব যারা তারাই হবে বিপুল ভবে রাজ্য-অধিকারী।"

———

চর্কার গান

ভোম্‌রায় গান গায় চর্কায়, শোন্, ভাই !
খেই নাও, পাঁজ দাও, আম্‌রাও গান গাই !
ঘর-বা'র কর্‌বার দর্‌কার নেই আর,
মন দাও চার্‌কায় আপনার আপনার !
চর্‌কার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর-ঘর।
ঘর-ঘর ক্ষীর-সব,—আপনায় নির্ভর !
পড়শীর কণ্ঠে জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

* * *

ঝর্‌কায় ঝুর্‌ঝুর্ ফুর্‌ফুর্ বইছে !
চর্‌কার বুলবুল কোন্ বোল কইছে ?—
কোন্ ধন দর্‌কার চর্‌কার আজ গো ?—
ঝিউড়ির খেই আর বউড়ির পাঁজ গো !

চর্‌কার ঘর্ঘর পল্লীর ঘর-ঘর।
ঘর ঘর ঘি'র দীপ,—আপনায় নির্ভর।
পল্লীর উল্লাস জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

*　　　*　　　*

আর নয় আইঢাই ঢিস্‌-ঢিস্‌ দিন-ভর,
শোন্‌ বিশকর্ম্মার বিস্ময়-মন্তর !
চর্‌কার চর্য্যায় সন্তোষ মন্‌টায়,
রোজগার রোজদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় !
চরকার ঘর্ঘর বস্তির ঘর-ঘর !
ঘর-ঘর মঙ্গল,—আপনায় নির্ভর।
বন্দর-পত্তন গঞ্জে সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

*　　　*　　　*

চর্‌কায় সম্পদ্‌, চর্‌কায় অন্ন,
বাংলার চর্‌কায় ঝল্‌কায় স্বর্ণ !
বাংলার মস্‌লিন্‌ বোগদাদ্‌ রোম চীন
কাঞ্চন-তৌলেই কিন্‌তেন একদিন।
চর্‌কার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর।
ঘর-ঘর সম্পদ্‌—আপনায় নির্ভর !
সুপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

*　　　*　　　*

চর্‌কাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র।
চর্‌কাই দৈন্যের সংহার-অস্ত্র।
চর্‌কাই সন্তান চর্‌কাই সম্মান।
চর্‌কায় দুঃখীর দুঃখের শেষ ত্রাণ।

চর্‌কার ঘর্ঘর বঙ্গের ঘর-ঘর।
ঘর ঘর সম্ভ্রম—আপনায় নির্ভর।
প্রত্যাশ ছাড়্‌বার জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

* * *

ফুর্‌সুৎ সার্থক কর্‌বার ভেল্‌কি!
উস্‌খুস্‌ হাত! বিশ্বকর্ম্মার খেল্‌ কি!
তন্দ্রার হুদ্দোয় এক্‌লার দোক্‌লা!
চর্‌কাই এক্‌জাই পয়সার টোক্‌লা!
চর্‌কার ঘর্ঘর হিন্দের ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর হিক্‌মৎ,—আপনায় নির্ভর!
লাখ লাখ চিত্তে জাগল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

* * *

নিঃস্বের মূলধন, রিক্তের সঞ্চয়,
বঙ্গের স্বস্তিক চর্‌কার গাও জয়!
চর্‌কায় দৌলৎ। চর্‌কায় ইজ্জৎ!
চর্‌কায় উজ্জ্বল লক্ষ্মীর লজ্জৎ!
চর্‌কার ঘর্ঘর গৌড়ের ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর গৌরব,—আপনায় নির্ভর!
গঙ্গায় মেঘনায় তিস্তায় সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!

* * *

চন্দ্রের চর্‌কায় জ্যোৎস্নার সৃষ্টি!
সূর্য্যের কাট্‌নায় কাঞ্চন বৃষ্টি!
ইন্দ্রের চর্‌কায় মেঘ জল থান থান।
হিন্দের চরকায় ইজ্জৎ সম্মান!

ঘর-ঘর দৌলত! ইজ্জৎ ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর হিম্মৎ,—আপনায় নির্ভর!
গুজরাট্-পাঞ্জাব-বাংলায় সাড়া—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!



সেবা-সাম

আলগ্ হ'য়ে আল্‌গোছে কে আছিস্ জগতে—
জগন্নাথের ডাক এসেছে আবার মরতে!
তফাৎ হ'য়ে তফাৎ ক'রে নাইক মহত্ত্ব,
দশের সেবায় শূদ্র হওয়াই পরম দ্বিজত্ব!
পিছিয়ে যারা পড়ছে তাদের ধ'রে নে ভাই হাত,
মিলিয়ে নেব কণ্ঠ আবার চল্‌ব সাথে সাথ,
জগন্নাথের রথ চলেছে, জগতে জয় জয়,—
একটি কণ্ঠ থাক্‌লে নীরব অঙ্গহানি হয়;
সাথের সাথী পিছিয়ে রবে,—কাঁদ্‌বে নাকি মন?
এমন শোভাযাত্রা যে হায় ঠেক্‌বে অশোভন।

* * *

চিত্তময়ী তিলোত্তমা ভাবাত্মিকা মোর,
মর্ত্তে এস নন্দনেরি নিয়ে স্বপন-ঘোর;
তোমার আঁখির অমল আভায় ফুটাও অন্ধ চোখ
আদর্শেরি দর্শনেতে জনম সফল হোক্।
জাগ কবির মানসরূপে বিশ্ব-মনস্কাম,—
সর্ব্বভূতে আত্মবোধে মহান্ সেবাসাম।

* * *

এক অরূপের অঙ্গ মোরা লিপ্ত পরস্পর,—
নাড়ীর যোগে যুক্ত আছি নইক স্বতন্তর ;
একটু কোথাও বাজলে বেদন বাজে সকল গায়,
পায়ের নখের ব্যথায় মাথার টনক ন'ড়ে যায় ;
ভিন্ন হ'য়ে থাক্‌ব কি, হায়, মন মানে না বুঝ,—
ছিন্ন হ'য়ে বাঁচতে নারি,—নই রে পুরুভুজ।

* * *

তফাৎ থেকে হিতের সাধন মোদের ধারা নয়,
ভিক্ষা দেওয়ার মতন দেওয়ায় ভর্‌বে না হৃদয়,
অনুগ্রহের পায়সে কেউ ঘেঁস্‌বে না গন্ধে,
আপন জেনে ক্ষুদ্‌ কুঁড়া দাও খাবে আনন্দে।
পরকে আপন জান্‌তে হবে, ভুল্‌তে আপন পর,—
অগাধ স্নেহ অসীম ধৈর্য্য অটুট নিরন্তর।
পিতার দৃঢ় ধৈর্য্য, মাতার গভীর মমতা
প্রত্যেকেরি মধ্যে মোদের পায় গো সমতা ;
পিতার ধৈর্য্য মানব-সেবা কর্‌ব প্রতিদিন,
মাতার স্নেহ বিশ্বে দিয়ে শুধব মাতৃঋণ।

* * *

দীপ্তিহারা দীপ নিয়ে কে ?—মুখটি মলিন গো !
চক্‌মকি কার হাতে আছে ?—জাগাও স্ফুলিঙ্গ,—
জাগাও শিখা—সঙ্গীরা সব মশাল জ্বেলে নিক্‌,
এক-প্রদীপের প্রবর্ত্তনায় হোক আলো দশদিক্‌।
এক প্রদীপে দিকে দিকে সোনা ফলাবে,
একটি ধারা মরু-ভূমির মরম গলাবে।

* * *

সত্য সাধক! এগিয়ে এস জ্ঞানের পূজারী,
অজ্ঞমনের অন্ধগুহায় আলোক বিথারি'।
শিল্পী! কবি! সুন্দরেরি জাগাও সুষমা,—
অশোভনের আভাস—হ'তে দিয়ো না জমা।
কর্ম্মী! আনো সুধার কলস সিন্ধু মথিয়া।
দুঃস্থ জনে সুস্থ কর আনন্দ দিয়া।
সুখী! তোমার সুখের ছবি পূর্ণ হ'তে দাও,
দুখী-হিয়ার দুঃখ হর হরষ যদি চাও।
নইলে মিছে শ্মশানে আর বাজিয়ো না বাঁশী,
হেস না ঐ অর্থবিহীন বীভৎস হাসি।
এস ওঝা! ভূতের বোঝা নামাও এবারে,
নিজের রুগ্ন অঙ্গ জেনে রোগীর সেবা রে।
জীবনে হোক্ সফল নব ত্রিবিদ্যা-সাধন,—
সহজ সেবা, সরল প্রীতি, চিত্ত-প্রসাধন।

* * *

বিশ্বদেবের বিরাট্ দেহে আমরা করি বাস,—
তপন-তারার নয়ন-তারার একটি নীলাকাশ।
এক বিনা দুই জানোনাকো একের উপাসক,
সবাই সফল না হ'লে তাই হব না সার্থক্।
নিখিল-প্রাণের সঙ্গে মোদের ঐক্য-সাধনা,
হিয়ার মাঝে বিশ্ব-হিয়ার অমৃত-কণা।
সবার সাথে যুক্ত আছি চিত্তে জেনেছি—
প্রীতির রঙে সেবার রাখী রাঙিয়ে এনেছি—
কাজ পেয়েছি, লাজ গিয়েছে, মেতেছে আজ প্রাণ,
চিত্তে ওঠে চিরদিনের চিরনূতন গান।

বেঁচে ম'রে থাক্‌ব না আর আলগ্‌—আল্‌গোছে ;
লগ্ন শুভ, রাখব না আজ শঙ্কা-সংকোচে।
বাড়িয়ে বাহু ধর্‌ব বুকে, রাখব মমত্ব,
মোদের তপে দগ্ধ হ'বে শুষ্ক মহত্ত্ব।
মোদের তপে কোঁকড়া কুঁড়ির কুণ্ঠা হ'বে দূর,—
শতদলের সকল দলের স্ফূর্ত্তি পরিপূর।
জগন্নাথের রথ চলিল, উঠেছে জয়রব,
উদ্বোধিত চিত্ত,—আজি সেবা-মহোৎসব।

——

মহানামন্

(প্রথম হল্‌কা)

"রাজা নেই ব'লে অরাজক নয়
কপিলবাস্তু পুরী,
সন্থাগারের সভ্যেরা আছে,
বাজা ও'র বাজা তুরী।
নগর-জ্যেষ্ঠ শ্রীমহানামন্
আদেশ করেন সবে,—
রাজদস্যুর এই দস্যুতা
নিরোধ করিতে হবে।
কোশল-ভূপতি প্রসেনজিতের
তনয় পিতৃঘাতী—
বৃদ্ধ পিতার রাজ্য হরিয়া
দেমাকে উঠেছে মাতি ;

মহানামন্

পর-ধন পর-রাজ্যের ক্ষুধা
　　প্রাণে জ্বলে ধ্বক ধ্বক ;
দাসীর পুত্র দস্যু হয়েছে
　　দারুণ এ বিরুধক।
এই নগরের মালঞ্চে ওর
　　মা একদা ছিল দাসী,
মহামনা মহানামনের দ্বারে
　　অন্নপিণ্ড গ্রাসি'
পুষ্ট যে হ'ল, তাহারি পুত্র
　　দুয়ারে পেতেছে থানা,
ঘোচাতে মায়ের দাস্যের স্মৃতি
　　বুঝি হেথা দেছে হানা।
অধমের ধাবা ধরেছে ধৃষ্ট
　　ভুলে গেছে উপকার,
অধঃপাতের পিছল পথে পা
　　দিয়েছে কুলাঙ্গার।
ভেবেছে দর্পী—শাক্যসিংহ
　　বনে গিয়েছেন ব'লে—
শাক্যকুলের পৈতৃক ভিটা
　　হরণ করিবে ছলে ;
খবর পেয়েছে—হিংসাবৃত্তি
　　ছেড়েছে শাক্য-কুল—
তাই সে এসেছে নিরস্ত্র জনে
　　করিবারে নির্ম্মূল।
হার মেনে ফিরে গেছে বারেবার,
　　আবার এসেছে তেড়ে,

বিদায়-আরতি

ধৃষ্টের চূড়ামণিরে এবার
সহজে দিব না ছেড়ে।
বুদ্ধের জ্ঞাতি শাক্য আমরা
করি না প্রাণের হানি,
তবুও যুঝিব সহজে না দিব
রাজাহীন রাজধানী।
অমোঘ-লক্ষ্য আমরা শাক্য
হইনা মুষ্টিমেয়,
লড়িবে ভৃঙ্গ হাতীর সঙ্গে,
যুঝিব,—না ছাড়ি শ্রেয়।
ঘোষণা দেছেন নগর জ্যেষ্ঠ
শোনো ওগো শোনো সবে—
প্রাণীর প্রাণের হানি না করিয়া
যুদ্ধ করিতে হবে।
কে করিবে এই নূতন লড়াই ?
এস জোড়া-তূণ এঁটে,
শত্রুরে মোরা প্রাণে না মারিব,
ছেড়ে দিব কান কেটে।
শত্রু-সৈন্য বিব্রত করা
এই আজিকার ব্রত,
কোশলের সেনা ভোলে না যেন রে
শাক্য রণের ক্ষত।
প্রাণে প্রাণে দেশে যায় যাক ফিরে
কান-কাটা পল্‌টন
মরণ-অধিক লজ্জার লেখা
বহে যেন আমরণ।”

(দ্বিতীয় হল্‌কা)

সাড়া প'ড়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়,
কপিলবাস্তু জুড়ে,
নিদ্রা তন্দ্রা ভয় সব যেন
মন্ত্রেতে গেল উড়ে।
প্রহর না যেতে বর্ম্মে চর্ম্মে
ছেয়ে গেল দশদিক্—
মরাল সহসা সাঁজোয়া পরিয়া
সজারু সাজিল ঠিক।
রাজাহীন দেশে জনে জনে রাজা,
জনে জনে দুর্জ্জয়,
স্বদেশের মান রাখিতে সমান
ব্যগ্র ও নির্ভয়।
মজুর কৃষাণ গোপনে আপন
হাতিয়ারে দ্যায় শাণ,
চারিদিকে শুধু 'সাজ' 'সাজ' 'সাজ',
চারিদিকে 'হান্' 'হান্'।
বাহির হইল বিরাশী হাজার
শাক্য তীরন্দাজ,
হাতীর সমুখে ভীমরুল-পাঁতি
অভিনব রণ আজ—
একদিকে ব্যূহ কোশল-সেনার
পিষিতে চাহিছে চাপে,
আর দিকে যত হিংসা-বিরত
রুদ্ধ-আবেগে কাঁপে।

বিদায়-আরতি

বাণে বাণে প্রাণ অস্থির তবু
সমঝি' যুঝিছে সবে,
প্রাণের হানি না করিয়া যে আজ
যুদ্ধ করিতে হবে।
লঘু-করে বাণ করে সন্ধান
সুলঘু ক্ষিপ্রগতি
অশ্ব-চালনে অঙ্গ-হেলনে
বিদ্যুৎ-হেন জ্যোতি।
তীর হানি' শুধু কোশল-সেনার
কান-কুণ্ডল কাটে,
ঝরা-পাতা হেন কাটা কানে কানে
ছেয়ে ফেলে মাঠে ঘাটে!
কেটে পাড়ে তূণ ধনুকের গুণ
অমোঘ লক্ষ্যে বিঁধে,
সারথির হাতে বল্গা ঘোড়ার
কেটে দিয়ে যায় সিধে।
করে টলমল বিকল কোশল-
সেনা অদ্ভুত রণে,
বাণ দিয়ে যেন করে বিদ্রূপ
শাক্যেরা খুসী-মনে।
ঢালে ভোঁতা করে শত্রুর খাঁড়া,
খড়্গ না হানে ফিরে,
অদ্ভুত যোঝা যুঝিছে বৌদ্ধ
নিরঞ্জনার তীরে;
বুকের উপর শত্রুর ছুরি,—
মরণ সে ধ্রুব জানে,

হাতে হাতিয়ার, শত্রুরে তবু
মারিবে না কেউ প্রাণে !
হাজারে হাজারে বুদ্ধের জ্ঞাতি
চলেছে মরণ ভেটে,
হাস্য-বদনে মরিছে শাক্য
মৃত্যুর কান কেটে।

(তৃতীয় হল্‌কা)

সন্ধ্যা আসিল, ক্ষণিক সন্ধি
আনিল অন্ধকার,
শাক্য-দুর্গে তূর্য্য ধ্বনিল—
ফেরো সবে এইবার।
শাক্য-কুলের মৌমাছি ওরে !
মৌচাকে দে রে চাবি,
হের বিব্রত শ্রাবস্তি-সেনা
হস্তী মদস্রাবী।
অসমান রণ চলে কতখন ?
এইবার ফিরে আয়।—
শাক্য-গড়ের কোমর-কোঠায়
বাজে তূরী উভরায়।
পড়ে অর্গল দুর্গ-দুয়ারে,
পরিখায় ফোলে জল,
কান-কাটা সেনা কান দাবী ক'রে
করে দূরে কোলাহল !
প্রাণ-হারা সেনা সেই কোলাহল
শুনিবারে নাহি পায়—

দাবীর চেয়ে সে ঢের বেশী দিয়ে
শুয়েছে মৃত্তিকায়।

(চতুর্থ হল্‌কা)

কপিলবাস্তু করি' অবরোধ
ব'সে আছে বিরুধক,
ঘাঁটি-মুহড়ায় কড়া পাহারার
বেড়া দেছে কণ্টক ।
যুদ্ধ নাহিক দীর্ঘ দিবস
কাটিছে স্তব্ধ ব'সে,
শাক্য-দুর্গ দূরন্দাজের
ধাক্কায় নাহি ধ্বসে।
রসদ ফুরায় কি হবে উপায় ?
ফৌজ উঠিছে ক্ষেপে,
ছাউনির ধারে ব্যাধি উঁকি মারে,
কত রাখা যায় চেপে ?
চোখ-রাঙানিতে ভুরু-ভঙ্গীতে
চেপে রাখা যায় কত ?
অসন্তোষের আক্রোশ নিতি
ফণা তোলে শত শত।
"ছাউনী নাড়িব" কহে বিরুধক।
মন্ত্রী তা শুনি কয়—
"আমাদের চেয়ে অবরুদ্ধেরা
ঢের বেশী ক্লেশ সয় ;
দাঁতে তৃণ করি' তারা তো এখনো
আসেনি শিবিরে সবে ;

এখন নড়িলে শত্রু হাসিবে,
লোকে অপযশ কবে ;
এখন নড়িলে পায়ে ঠেলা হবে
করগত সিদ্ধিরে।”
সেনাপতি কয় “মুখ দেখানো যে
দায় হবে দেশে ফিরে।”
কহে বিরুধক “তাই হোক ; তবে
পল্টন খুসী নয়।”
“আছে কুটনীতি পল্টন মোর”
মন্ত্রী হাসিয়া কয়।

(পঞ্চম হল্‌কা)

শাক্য-পুরের সন্তাগারেতে
সন্ত মিলেছে যত,
শত্রুর দূত এনেছে যে চিঠি
তাহারি বিচারে রত।
শুদ্ধোদনের শূন্য আসনে
বুদ্ধের ছবি ভায়,
রাজাহীন দেশে রাজার যে কাজ
দশে মিলে করে তায়।
পাকা পাকা যত মাথা ঘেমে উঠে,
কথা উঠে কত শত,
পত্রের ’পরে টিপ্পনি করে
যার যেবা মনোমত।
“শাক্যের প্রতি নেই বটে প্রীতি,
নেইও বিশেষ দ্বেষ”,

বিদায়-আরতি

লিখেছে কোশল, "দ্বার যদি খোলো
দেখে যাই এই দেশ,
তীর্থ সাকার এ দেশ আমার
মায়ের মাতৃভূমি,
এরে ছারখারে দিতে নারি, শুধু
পথ-রজ যাব চুমি।"
"সে তো বেশ" কহে সন্ত জিনেশ ;
"বড় বেশ নয়" কন—
সন্ত দেবল, "ছল এ কেবল
চোরের এ লক্ষণ।"
সন্ত নালদ কহিল "রসদ
দুর্গে আদৌ নাই,
আজ নয় কাল দুর্গ-দুয়ার
খুলিতেই হবে, ভাই ;
অনশনে নিত্তি মরে ছেলে বুড়া
পুত্র কন্যা জায়া
কপিলবাস্তু জুড়িয়া পড়েছে
মৃত্যু-কপিশ ছায়া।
মরার অধিক যন্ত্রণা নেই
মরিতেই যদি হয়,
অস্ত্রে মরিব, অনশনে হেন
তিলে তিলে মরা নয়।
তর্ক বাড়িল, আওয়াজ চড়িল
শান্ত সন্তাগারে,
বোঝা নাহি যায় কি যে হবে, হায়,
কোন্ দল জিনে হারে।

অনশন ?   কিবা অস্ত্রে মরণ ?
বকাবকি এই নিয়ে,—
যমের মহিষ গুঁতোবে কিন্তু
কোন্ শৃঙ্গটা দিয়ে ?
নাম-গুটিকার কুণ্ডাতে শেষে
গুট দিল গিয়ে সবে,
গুটি গুণে ঠিক হইল—হা ধিক্
দুয়ার খুলিতে হবে !

(ষষ্ঠ হল্‌কা)

দুর্গদ্বারের অর্গল আজ
খুলিতে গিয়াছে টুটে,
পলটন লয়ে পশে বিরুধক
কল-কোলাহল উঠে।
কি অদ্ভুত ? কোথা গেল দূত—
ময়ূরপুচ্ছধারী ?
পল্‌টন লয়ে কেন পশে পুরে ?
এ দেখি জুলুম ভারি !
একা এসে দেশ দেখে চলে' যাবে
এই কথা ছিল আগে,
রাজদস্যুর দস্যু-স্বভাব
কোন্ ছুতা পেয়ে জাগে ?
শাক্যপুরীর ধনৈশ্বর্য্য
দেখে আপনার চোখে
লোভের নাড়ীটা হয়েছে প্রবল
ঠেকাবে কে বল্ ওকে ?

পল্‌টন্‌গুলা করে লুণ্ঠন,
যার-তার ঘরে ঢুকি'
নাগরিকে আর সৈনিকে, হায়,
বেধে গেল ঠোকাঠুকি।
ভুলি প্রতিজ্ঞা রাজা বিরুধক
হুকুম করিল জারি—
"শাক্যের কুল কর নির্ম্মূল
কি পুরুষ কিবা নারী।"
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন-রোল —
কাঁদে নারী কাঁদে শিশু,
নাহি দেয় কান তাহে শয়তান
নিদারুণ বিজিগীষু!
আগুন জ্বলিছে, খড়্গ ঝলিছে,
রক্তে ফিনিক্‌ ছোটে,
তর্জ্জনে হাহাকারে একাকার
আর্ত্ত ধূলায় লোটে;
আহত লোকের বুকের উপরে
ছুটে চলে ক্ষেপা ঘোড়া,
তাণ্ডবে মাতি' নাচে ক্ষেপা হাতী,
বীভৎস আগাগোড়া।

(সপ্তম হল্‌কা)

নগরমুখা শ্রীমহানামন্‌
ক্ষুব্ধ হৃদয়ে হায়,—
জীবন ভিক্ষা মাগিতে প্রজার
চলেছেন দ্রুতপায়।

চলেছে বৃদ্ধ ভগ্ন-হৃদয়
মরণ-পাংশু মুখে,
নগ্ন চরণে দাঁড়াইতে রাজ-
দস্যুর সম্মুখে।
চলেছে সন্ত সুগত পন্থ
দুটি হাত বুকে জুড়ে—
দেশের দশের দুর্গতি দেখি'
দুখের দহনে পুড়ে'।
ভাবিছে বৃদ্ধ "এ কি রে বিষম,
এ কি রে মনস্তাপ,
কোন্ কালামুখ রাজ্যকামুক
চিন্তিল মনে পাপ,
সে পাপের ছায়া কায়া ধরি' পশে
কপিলবাস্তু-পুরে,
পুণ্যের ঘরে একি অনাচার
হাহাকার দেশ জুড়ে।
বুদ্ধের দেশে এ কি . র যুদ্ধ,
একি হানাহানি হায়,
প্রাণ দিলে যদি রোধ করা যেত
রুধিতাম আমি তায়।"

(অষ্টম হল্কা)

ভিক্ষা মাগিছে বৃদ্ধ আপন
দাসীর ছেলের কাছে,—
"জয়তু রাজন্! বুড়া একজন
প্রসাদ তোমার যাচে ;

নিজ পরিচয় দিতে নাহি ভয়,
মহানামনের নাম
হয়তো শুনেছ,—জননীর মুখে,—
ওগো কীর্ত্তির ধাম !
অতিথি একদা হ'ল তব পিতা
আমারি সে উপবনে,
ভাবী রাণী সনে নয়নে নয়নে
মিলিল শুভক্ষণে ;
এ বুড়া একদা মায়েরে তোমার
করেছে সম্প্রদান,—”
“জানি তা,’ জানি তা,” কহে উদ্ধত,
“ছাড়ি ভণিতার ভাণ
কি প্রসাদ চাও খুলে বল তাই।”
“নিরীহ প্রজার প্রাণ”—
কহিল বৃদ্ধ নীরবে সহিয়া
অবনিয় অপমান।
“নিজ প্রাণ লয়ে পালাও বৃদ্ধ,
অধিক কোরো না আশ,”
কহে বিরুধক—মূর্ত্ত বিরোধ—
হাসিয়া অট্টহাস।
“রাজন্ !” “কি চাও ?—যাও, যাও, যাও,
পালাও সপরিবারে,
এর বেশী কিছু কোরো না ভিক্ষা
আমার এ দর্‌বারে।
কান-কুণ্ডল কেটেছে আমার
তোমার নিরীহ প্রজা,

সমুচিত সাজা দিব আমি তার
বলে' দিনু এই সোজা।"
মৌন ক্ষনেক রহিয়া বৃদ্ধ
কহেন জুড়িয়া কর—
"জননীরে স্মরি" এ ভিক্ষা তবে
দাও কোশলেশ্বর,—
নিশ্বাস রুধি আমি যে অবধি
ডুবিয়া থাকিব জলে
সে অবধি লোক কোরো না আটক,—
যাক যেথা খুসি চ'লে।
তার পর তুমি দিও জনে-জনে
শাস্তি ইচ্ছামত।"
"ভাল, তাই হবে"—ব'লে রাজা ভাবে—
বুড়ার দম বা কত?
কত পা পালাবে?—যাবে দেখা যাবে;
বুড়াটা পালায় যদি!—
তবে এ নগরে কি পথে কি ঘরে
রক্তে বহাব নদী।"

(নবম হল্‌কা)

অবারিত দ্বার পালায় যে যার
যেথা দু'চক্ষু যায়,
কপিলবাস্তু হরিষে বিষাদে
মূরছি পড়িল প্রায়!
কেউ বেগে ধায় পিছে না তাকায়
প্রাণ নিয়ে সোজাসুজি,

কেউ যেতে যেতে ফিরে এসে ফের
তুলে নিয়ে যায় পুঁজি।
বসন ভূষণ ফেলে কেহ ধায়
ছেলে আঁকড়িয়া বুকে,
ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ চায় ইতি উতি ধায়
কথা নাই কারো মুখে ;
সোনা কুশাসনে জড়ায়ে গোপনে
বিপ্র পালায় রড়ে,
যেতে তাড়াতাড়ি শ্রেষ্ঠীর ভুঁড়ি
ঝন্‌ ঝন্‌ রবে নড়ে !
কাণ্ড দেখিয়া কোশল-সৈন্য
চোখ পাকালিয়া চায়,
রাজার হুকুমে দুহাত গুটায়ে
দাঁতে দাঁতে ঘষে হায় !

(দশম হল্‌কা)

হোথা বিরুধক বিরক্ত মনে
পাটলি হ্রদের কূলে
পল গণি' গণি' হয়েছে আধাঁর
ধবল-ছত্র-মূলে।
"জনহীন প্রায় হ'ল যে নগরী,
মন্ত্রী, এ কী বালাই,
এখনো যে দেখি মহানামনের
উঠিবার নাম নাই !
জ্বলে দেহ রাগে, কে জানিত আগে
বুড়ার এতটা দম ?

ফেরফার কিছু নেই তো ভিতরে ?—
সুড়ঙ্গে সংক্রম ?—
ডুব দিয়ে কেউ দেখুক্ কি হ'ল,—
ফেরফার থাকে যদি
উচিত শাস্তি করিব বুড়ার,
রক্তে বহাব নদী।"
মনে মনে কয় মন্ত্রী—"তেমন
কিসে আর হবে সুখে,
লোক কই আর ?—রক্ত-তৃষা কি
মিটাবে অলক্তকে ?"

(একাদশ হল্‌কা)

পল গণি' গণি' প্রহর কেটেছে,—
না রে আর দেরী নয়,
কোনো কৌশলে ফাঁকি দিয়ে বুড়া
পালায়েছে নিশ্চয় ।
পাটলির জল তোলপাড় করে
কোশল-রাজের লোক,
মহানামনেরে পাক্‌ড়া করিতে
নাকে মুখে লাগে জোঁক ।
পাঁক তোলে আর আঁকুবাঁকু করে,
ঢোকে ঢোকে জল খায় ;
জলের তলায় কই সুড়ঙ্গ ?
কই বুড়া কই ? হায় !
সহসা ফুকারি' কহিল জনেক
"না না পালায়নি কেহ,

বিদায়-আরতি

শালের শিকড় আঁকড়িয়া আছে
আড়ষ্ট মৃতদেহ !
ছল ক'রে বুড়া ডুবেছিল জলে
বুড়ার কি কড়া জান,
জলের তলায় মরিল হাঁপায়ে
বাঁচাতে পরের প্রাণ !"
ক্রোধে চীৎকারি' কহে বিরুধক—
"ভারি ভাবি বাহাদুরী !
খাবি খেতে খেতে খল-পনা—ম'রে
গিয়ে তবু জুয়াচুরী !"

(দ্বাদশ হল্‌কা)

ক্লেশের মরণ বরণ করিয়া
অমর হইল কারা ?
স্মৃতি-ছায়াপথ উজলি' জগৎ
তা'রা হ'য়ে আছে তারা।
মরণের সাথে করি মহারণ
কারা হল মৃত্যুঞ্জয়,
দেশ-ভায়েদের আয়ু কে বাড়াল
নিজ আয়ু করি ক্ষয় ?
মানুষে মানুষে বিশ্বাস কার
প্রতি নিশ্বাসে বাড়ে ?
কার সংযম চরম সময়ে
যমের দণ্ড কাড়ে ?
কে ধর্ম্মিষ্ঠ স্বদেশনিষ্ঠ
ধর্ম্মের রাখি' মান

দেশের সেবায় করিল সহজে
নিজের জীবন দান ?
বীরের স্বর্গে অমল অর্ঘ্য
কারা পায় সব আগে ?
মহানামনের মহা নাম জাগে
তা'-সবার পুরোভাগে।
শাক্যকুলের দ্বিতীয় সিংহ
বুদ্ধ সে গৃহবাসী—
আড়াই হাজার বছরেও ম্লান
নহে তার যশোরাশি। *

দূরের পাল্লা

ছিপ্ খান্ তিন্-দাঁড়—
তিনজন্ মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা !

পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল,—জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগ্‌ছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।

* রকৃহিল-রচিত বুদ্ধ-চরিত অবলম্বনে

বিদায়-আরতি

চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পানকৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোম্‌টার বউটি।

ঝক্‌ঝক্ কলসীর
বক্‌বক্ শোন্ গো,
ঘোম্‌টায় ফাঁক বয়
মন উন্মন্ গো।

তিন-দাঁড় ছিপখান্
মন্থর যাচ্ছে,
তিন জন মাল্লায়
কোন্ গান গাচ্ছে?

* * *

রূপশালি ধান বুঝি
এইদেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি।

মুখখানি মিষ্টি রে
চোখদুটি ভোম্‌রা
ভাব-কদমের—ভরা
রূপ দ্যাখো তোমরা!

ময়নামতীর জুটি
ওর নামই টগরী,
ওর পায়ে ঢেউ ভেঙে
জল হ'ল গোখ্‌রী!

ডাক পাখী ওর লাগি'
ডাক্ ডেকে হদ্দ,
ওর তরে সোঁত-জলে
ফুল ফোটে পদ্ম।

ওর তরে মন্থরে
নদ হেথা চল্‌ছে,
জলপিপি ওর মৃদু
বোল বুঝি বোল্‌ছে।

দুই তীরে গ্রামগুলি
ওর জয়ই গাইছে,
গঞ্জে যে নৌকা সে
ওর মুখই চাইছে।

আট্‌কেছে যেই ডিঙা
চাইছে সে পর্শ
সঙ্কটে শক্তি ও
সংসারে হর্ষ।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোমরা,
রূপশালি-ধান-ভানা
রূপ ছাখো তোমরা।

*   *   *

পান সুপারি! পান সুপারি!
এইখানেতে শঙ্কা ভারি,
পাঁচ পীরেই শীর্ণি মেনে
চল্ রে টেনে বইঠা হেনে;

বাঁক সমুখে, সামনে ঝুঁকে
বাঁয় বাঁচিয়ে ডাইনে রুখে
বুক দে টানো, বইঠা হানো—
সাত সতেরো কোপ কোপানো।
হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচ্‌তেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থম্‌কে গেল।
জম্‌জমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল রাত্রি এল।
ঝাপ্‌সা আলোয় চরের ভিতে
ফির্‌ছে কারা মাছেয় পাছে,
পীর বদরের কুদ্‌রতিতে
নৌকো বাঁধা হিজল-গাছে।

*　　　*　　　*

আর জোর দেড় ক্রোশ—
জোর দেড় ঘণ্টা,
টান্‌ ভাই টান্‌ সব—
নেই উৎকণ্ঠা।

চাপ্‌ চাপ্‌ শ্যাওলার
দ্বীপ সব সার সার,—
বৈঠার ঘায় সেই
দ্বীপ সব নড়ছে,
ভিল্‌ভিলে হাঁস তার
জল-গায় চড়্‌ছে।

দূরের পাল্লা

ওই মেঘ জম্‌ছে,
চল্‌ ভাই সম্‌ঝে,
গাও গান, দাও শিশ্‌
বক্‌শিশ্‌! বকশিশ্‌

খুব জোর ডুব্‌-জল,
বয় স্রোত্‌ ঝির্‌ঝির্‌,
নেই ঢেউ কল্লোল,
নয় দূর নয় তীর।

নেই নেই শঙ্কা,
চল্‌ সব ফূর্ত্তি,—
বক্‌শিশ্‌ টঙ্কা,
বক্‌শিশ্‌ ফূর্ত্তি।

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়,
ঝাউ-গাছ দুল্‌ছে,
ঢোল্‌-কল্‌মীর ফুল
তন্দ্রায় ঢুল্‌ছে।

লক্‌লক্‌ শর বন
বক্‌ তায় মগ্ন,
চুপ্‌চাপ চার্‌দিক্‌—
সন্ধ্যার লগ্ন।

চারদিক্‌ নিঃসাড়্‌,
ঘোর-ঘোর রাত্রি,
ছিপ্‌-খান তিন্‌-দাঁড়্‌,
চারজন যাত্রী।

* * *

বিদায়-আরতি

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,
ঝাউয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে
ঝিমায় বুঝি ঝিঁঝির গানে—
স্বপন পানে পরাণ টানে।
তারায় ভরা আকাশ ওকি
ভুলোয় পেয়ে ধূলোর পরে
লুটিয়ে প'ল আচম্বিতে
কুহক-মোহ-মন্ত্র-ভরে!

*　　　*　　　*

কেবল তারা! কেবল তারা!
শেষের শিরে মাণিক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথায় চাহি।
কোথায় এল নৌকোখানা
তারার ঝড়ে হই রে কাণা,
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকো চলে আকাশ চিরে।
জ্বল্‌ছে তারা, নিবছে তারা—
মন্দাকিনীর মন্দ সোঁতায়,
যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে কোথায়
জোনাক যেন পন্থা-হারা।
তারায় আজি ঝামর হাওয়া
ঝামর আজি আঁধার রাতি,
অগুন্‌তি অফুরান্ তারা
জ্বালায় যেন জোনাক্‌-বাতি॥

দূরের পাল্লা

কালো নদীর দুই কিনারে
কল্পতরুর কুঞ্জ কি রে ?—
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে—
ফুল ফুটেছে মাণিক হীরে।

বিনা হাওয়ায় ঝিলমিলিয়ে
পাপ্‌ড়ি মেলে মাণিক-মালা ;
বিনি নাড়ায় ফুল ঝরিছে
ফুল পড়িছে জোনাক-জ্বালা।

চোখে কেমন লাগ্‌ছে ধাঁধা—
লাগ্‌ছে যেন কেমন পারা,
তারাগুলোই জোনাক হল
কিম্বা জোনাক হল তারা।

নিথর জলে নিজের ছায়া
দেখ্‌ছে আকাশ-ভরা তারায়,
ছায়া-জোনাক আলিঙ্গিতে
জলে জোনাক দিশে হারায়।

দিশে হারায়, যায় ভেসে যায়
স্রোতের টানে কোন্ দেশে রে ?—
মরা গাঙ আর সুর-সরিৎ
এক হয়ে যেথায় মেশে রে !

কোথায় তারা ফুরিয়েছে, আর
জোনাক কোথা হয় সুরু যে
নেই কিছুরই ঠিক ঠিকানা
চোখ যে আলা রতন উঁছে।

* * * *

বিদায়-আরতি

আলেয়াগুলো দপ্‌দপিয়ে
জ্বল্‌ছে নিবে, নিব্‌ছে জ্বলে,'
উল্কোমুখী জিব মেলিয়ে
চাট্‌ছে বাতাস আকাশ-কোলে !

আলেয়া-হেন ডাক-পেয়াদা
আলেয়া হতে ধায় জেয়াদা
একলা ছোটে বন বাদাড়ে
ল্যাম্পো-হাতে লক্‌ড়ি-ঘাড়ে ;

সাপ মানে না, বাঘ জানে না,
ভূতগুলো তার সবাই চেনা,
ছুট্‌ছে চিঠি পত্র নিয়ে
রণ্‌রণিয়ে হন্‌হনিয়ে।

বাঁশের ঝোপে জাগছে সাড়া,
কোল্‌-কুঁজো বাঁশ হচ্ছে খাড়া,
জাগ্‌ছে হাওয়া জলের ধারে,
চাঁদ ওঠেনি আজ আঁধারে !

শুক্‌তারাটি আজ নিশীথে
দিচ্ছে আলো পিচ্‌কিরিতে,
রাস্তা এঁকে সেই আলোতে
ছিপ্‌ চলেছে নিঝুম স্রোতে।

ফির্‌ছে হাওয়া গায় ফুঁ-দেওয়া,
মাল্লা মাঝি পড়ছে থ'কে ;
রাঙা আলোর লোভ দেখিয়ে
ধর্‌ছে কারা মাছগুলোকে !

চল্‌ছে তরী চল্‌চে তরী—
আর কত পথ ? আর ক'ঘড়ি ?
এই যে ভিড়াই, ওই যে বাড়ী,
ওই যে অন্ধকারের কাঁড়ি—

ওই বাঁধা-বট ওর পিছনে
দেখ্‌ছ আলো ? ঐ তো কুঠি,
ঐখানেতে পৌঁছে দিলেই
রাতের মতন আজ্‌কে ছুটি।

ঝপ্‌ ঝপ্‌ তিনখান্‌
দাঁড় জোর চল্‌ছে,
তিনজন মাল্লার
হাত সব জ্বল্‌ছে ;

গুর্‌গুর্‌ মেঘ সব
গায় মেঘ-মল্লার,
দূর-পাল্লার শেষ
হাল্লাক্‌ মাল্লার !

হঠাতের হল্লোড়

(বাউলের সুর)

(আমি) পাথার-জলে সাঁতার দিতে
পেয়েছি ভেলা !
হঠাৎ ? এ যে হঠাৎ !—এ যে—
হঠাতের খেলা।
হঠাৎ এল কাল্-বশেখী—
মৃতু-দারুণ, ভুল্‌ব সে কি,
(আবার) তেম্‌নি হঠাৎ টুট্‌ল কি মেঘ
(আলো) ফুট্‌ল গুলেলা।
(আমি) হঠাৎ পেলাম কৃপার কণা, ছিল না হেতু,
(হেরি) স্বর্গে আর এই মর্ত্তে বাঁধা প্রেমেরি সেতু ;
হঠাৎ আমার ফুট্‌ল আঁখি,
উঠ্‌ল গেয়ে অন্ধপাখী
(কালের) ঘেরাটোপের ঘনঘটায়
আজ্‌কে অবেলা !
(ওগো) হঠাতের ওই অম্‌নি লীলায় দেখেছি আলো,
(কত) হঠাৎ চেয়ে চোখ ফেরেনি, বেসেছি ভালো,
হঠাতের এই ভরসা নিয়ে
(আমি) হর্ষে চলি বুক বাজিয়ে,
(ওগো) গর-হিসাবে মাণিক পেয়ে,
(আমার) হিসাবে হেলা !

মালাচন্দন

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে)

বাংলা দেশের হৃদ্-কমলে গন্ধ-রূপে নিলীন হ'য়ে ছিলে,
মূৰ্ত্তি কখন্ নিলে
কোন্ মাহেন্দ্র ক্ষণে।
ওগো কবি! তোমার আগমনে
নিখিল-হৃদয় উঠ্‌ল দুলে নূতন স্ফুৰ্ত্তি-ভরে,
কাননে ফুল ফুট্‌ল থরে থরে,
চাঁপার হ'ল তরিৎকান্তি,
অশোক যেন আলোয় আলো করে!
ওগো চমৎকার!
উঠ্‌ল ভ'রে কানায় কানায় আনন্দে সংসার!
গুমোট্ কেটে বইল দখিন হাওয়া,
পাথর-চাপা কপাল যাদের তুমি তাদের নিধি হঠাৎ-পাওয়া।
ওগো গন্ধরাজ!
একি পুলক রাজে তোমার ওই পরিমল-মণ্ডলেরি মাঝ!
স্বর্গে মর্ত্ত্যে একি আসা-যাওয়া!
তুমি এলে, বইল যেন বোধন বেলার হাওয়া!
হাজার পাখীর কূজন গানে শেষ অবসাদ কোথায় গেল ভেসে
বিস্মরণী লতায় ঘেরা কোন্ স্বপনের দেশে!

* * *

ছয় ঋতু গায় তোমার আগে ফুল-মুকুলে পল্লবিত পালা,
স্থবির স্থাবর জগৎ জাগে উচ্চকিত চক্ষে কি তার আলা,
মৃত্তিকাময় পৃথ্বী-ছাড়া দূর গগনে কৃত্তিকা ছয় বোন
পীযূষ-ব্যথা বক্ষে নিয়ে হ'ল যে উন্মন

ধাত্রী তোমার হ'তে ;
হৃদয়-রসের সকল ধারা তোমায় ঘিরে বইল উছল স্রোতে ;
পান ক'রে তায়, স্নান ক'রে তায়,
দান ক'রে তায় দু'হাত ভ'রে ভ'রে
তৃষার্ত্ত প্রাণ সুধার ধারায়
দিলে সরস ক'রে।
সরস্বতীর হরষ-বীণায় স্পন্দ রূপে লুকিয়েছিলে তুমি,
কোন্ উষসী জাগিয়ে দিল চুমি'—
তোমায় ওগো মঞ্জুগায়ন্ কবি,
ভালে কি তার এম্‌নিধারা চাঁপার দিনের চাঁপার বরণ রবি ?
মূর্ত্তি ধ'রে সপ্তম রাগ উদয় হ'লে রাগ-রাগিণীর মেলায়,
বাঁশীতে বশ কর্‌লে বিশ্ব হেলায়।
তোমার গানের পেতে সুধার কণা
এল বনের হরিণ ধেয়ে, সাপ নোয়াল ফণা !

*　　　*　　　*

দূর-গগনে নিকট করে তোমার গানের আলো,
ভালোবেসে যে দীপ তুমি জ্বালো
অচেনারে চিনিয়ে সে দ্যায়, পরকে আপন করে,
তোমার হিয়ার চিন্তা-মণি-ঘরে
বিশ্ব-মানব জল্‌সা করে, ওঠে বিপুল পুলক-ভরা গীতি,
দুখের মূল্যে আনন্দ ক্রয় চল্‌ছে সেথা নিতি,
ছন্দে নাচে জন্ম-মরণ পতন-অভ্যুদয়
মিলিয়ে হাতে হাত,
ছন্দ-ছাড়া নয় সেথা কেউ নয় ;
মন্ত্রে পূত রাখীর সূতায় সেথা সবাই মিল্‌ছে সবার সাথ !

*　　　*　　　*

বিশ্ব-নরের জীবন-যজ্ঞে দীপ্ত ভালে তারার তিলক এঁকে
চরুর পাত্র হাতে
উঠ্‌লে তুমি কবি ;—
সকল হানাহানির উর্দ্ধে থেকে
দৃষ্টি হানো নিশাচরের নৃশংস উৎপাতে
দিব্য পাবক ছবি !
তোমায় হেরে হাল্‌কা হ'ল চিরব্যথার জগদ্দলন শীলা,
অন্তরায়ণ-অন্তরালে বন্দীমনের শিকল হল ঢিলা !
অসুন্দরের শোধন তুমি, অসত্য আর অমঙ্গলের অরি !
তোমায় বরণ করি।
আশার গানে আলোর বানে সকল দিলে ভরি',
প্রাণের প্রভায় সংশয়েরি ঘুচালে শর্ব্বরী,
নূতন আলো দিলে, নূতন আঁখি,—
উর্দ্ধ-শিকড় অধঃশাখা অশথ-চারী পাখী !
মুগ্ধ হৃদয়—হারাই ভাষা—মূর্চ্ছি' পড়ে মন,
বনের পুলক ফুল দিয়ে তাই মনের পুলক কর্‌ছি নিবেদন।
প্রণাম তোমার কর্‌ছি অনুপ কবি।
যার হৃদয়ের মুকুর-আগে বিশ্বপতি গ্যাখেন বিশ্ব-ছবি
নিত্য দিনই নূতনতর ছাঁদে ;—
চিত্তলোকে পুলক যে গ্যায়, নূতন আলোক পৌর্ণমাসী চাঁদে !



গিরিরাণী

আঁধার ঘরে বরষ পরে উমা আমার আসে,
চোখের জলে তবু এমন চোখ কেন গো ভাসে ?
শরৎ-চাঁদের অমল আলোয় হাসে উমার হাসি,
জাগায় মনে উমার পরশ শিউলি-ফুলের রাশি ;
উমার পায়ের আভা দেখি সকাল-বেলার রোদে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে সারা আকাশ নয়ন কেন মোদে !
উৎসুকী মন হঠাৎ যেন উদাস হয়ে পড়ে,
শরৎ-আলোর প্রাণ উড়ে যায় অকাল মেঘের ঝড়ে
বরণ-ডালার আলোর মালার সকল শিখা কাঁপে ;
রোদন-ভরা বোধন-বেলা ; বুক যে ব্যথায় চাপে।
উদাস হাওয়া হঠাৎ আমার মন টানে কার পানে,
হাসির আভাস যায় ডুবে হায় নয়ন-জলের বানে।
বছর পরে আস্‌ছে উমা বাজ্‌ল না মোর শাঁখ,
উমা এল ; হায় গিরিবর, কই এল মৈনাক ?

*　　　　*　　　　*

কই এল বীর পুত্র আমার, কই সে অভয়ব্রতী,
অত্যাচারের মিথ্যাচারের শত্রু উদারমতি ;
কাট্‌তে পাখা পারেনি যার বজ্র তীক্ষ্ণধার ;
পাখ্‌না মেলে মায়ের কোলে আস্‌বেনা সে আর ?
বিধির দত্ত বিভূতি যে রাখ্‌লে অটুট্ একা,—
নির্ব্বাসনে কর্‌লে বরণ,—পাব না তার দেখা ?

সে বিনা, হায়, শূন্য হৃদয়, শূন্য এ মোর ঘর,
ছিন্নপাখা শৈলকুলের কই সে পক্ষধর ?
আজ্‌কে সে হায় লুকিয়ে বেড়ায় কোন্ সাগরের তলে,
মাথার পরে আট পহরে কী তার তুফান্ চলে !
হারিয়েছে সে স্বৈরগতি, অব্যাহতি নাই,
স্বভাব-স্বাধীন কাটায় যে দিন বন্ধনে একঠাঁই।
কন্যা দিয়ে দেবতা জামাই বেঁধেছিলাম আমি,
কি ফল হ'ল ? চোখের জলে কাটাই দিবসযামী।
'দেবাদিদেব' কয় লোকে তায়, কেউ বলে তায় 'শিব',—
তাঁর বরে হায় হ'ল মোদের ব্যথাই চিরঞ্জীব !
যম-যাতনা হ'ল স্থায়ী শিবকে জামাই পেয়ে,
সোঁৎ বছরে তিনটি দিনের অতিথ্ হ'ল মেয়ে ;
ছেলে হ'ল পর-চেয়ে দূর—এ দুখ কারে কই ?
হারিয়ে ছেলে হারিয়ে মেয়ে শূন্য ঘরে রই।
উমার বিয়ের রাত থেকে আর সোয়াস্তি নেই মনে,
রাত্রি দিনে জল না শুকায় এ মোর দু'নয়নে !

* *

মৈনাকেরি মৌন শোকে মন যে ম্রিয়মাণ ;
বোধন-বেলার সানাই বাজে,—কাঁদে আমার প্রাণ।
কতদিনের কত কথা মনের আগে আসে,
জলে-ছাওয়া ঝাপসা চোখে স্বপ্ন সমান ভাসে।
মনে পড়ে মোর আঙ্গিনায় বর-বিদায়ের রথ,
সার দিয়ে খান 'সু-কৃতি' ভোজ তিন কোটি পর্ব্বত।
ভোজের শেষে হঠাৎ এসে খবর দিল চরে,—
"হেম-সুমেরুর হৈমচূড়া ইন্দ্র হরণ করে !"

উঠ্‌ল রুষে বজ্রললাট শৈল কুলাচল,
পড়্‌ল ডঙ্কা যুদ্ধ লাগি', তিনকোটি চঞ্চল !'
বিদায় ক'রে গৌরী-হরে মন্ত্রণা সব করে
বাদল ঘেরা মেঘের ডেরা মেঘ-মণ্ডল ঘরে।
"বিধাতারে জানাও নালিস" স্থাবর গিরি কয়,
কেউ বলে "বৈকুণ্ঠে জানাও !" লাখ বলে "নয় নয়,
কাঁদ্‌তে মায়ের কান্না যেতে চাইনে কারু কাছে,
ইজ্জতে ভাই রাখতে বজায় বল বাহুতেই আছে।
কর্‌ব যুদ্ধ, নেইক শ্রদ্ধা আর বাসবের পরে,
পাশব বলে বলী বাসব বুঝেছি অন্তরে।"
হঠাৎ শুনি নারদ মুনি আসেন দ্রুতপায়,
যুদ্ধ স্থগিত ব্যস্ত হ'ল মুনির মন্ত্রণায় !

*   *   *

আজো যেন শুন্‌ছি কানে হাজার গলার মধ্যে থেকে,
মৈনাকেরি কিশোর কণ্ঠ ছাপিয়ে সবায় উঠ্‌ছে জেগে ;
বলছে তেজী "কিসের শান্তি ? চাইনে শান্তি স্পষ্ট কহি,
দেবতা হ'লে দস্যু কি চোর আমরা হব দেবদ্রোহী।
সুমেরু কোন্ দোষের দোষী ? সর্ব্বভূতের হিতৈষী সে।
ইন্দ্র যে তার নিলেন সোনা—ন্যায় আচরণ বল্‌ব কিসে ?
দেব্‌তা হলেও চোর অমরেশ, হরণ তিনি করেন ছলে,
'বৃহৎ চৌর্য্য প্রায় সে শৌর্য্য'—এমন কথা চোরেই বলে,
কিম্বা বলে তারাই যারা বিভীষিকায় ভক্তি করে—
চোর সে যদি হয় জোরালো তারেই পূজে শ্রদ্ধা-ভরে।
শ্রদ্ধেয় সে নয়কো জানি আমরা শ্রদ্ধা কর্‌ব না তায়,
স্বর্গপতির বজ্রভয়ে মাথা নত কর্‌ব না পায় ;

হেম-সুমেরুর হৃত সোনা দেবো নাকো হজম হ'তে,
পাহাড় মোরা তিন কোটি ভাই কর্‌ব লড়াই বিধিমতে।"

*　　　　*　　　　*

আকাশ জুড়ে বিপুলবপু উড়্‌ল পাহাড় ক্রোর—
ধরার উপগ্রহের মালা উল্কা হেন ঘোর!
অন্ধ ক'রে সূর্য্য ওড়ে বিন্ধ্য বসুমান্‌,
ধবল-গিরির ধবলিমায় চন্দ্রমা সে ম্লান;
তীর-বেগে ধায় ক্রৌঞ্চপাহাড় ক্রৌঞ্চ-কুলেব সাধ,
নীল-গিরি নীলকান্তমণির নির্ম্মিত ঠিক চাঁদ;
উদয়গিরি অস্তগিরি উড়্‌ল একত্তর,
মাল্যবান্‌ আর মলয়গিরি ছায় নভ-চত্বর;
চন্দ্রশেখর সঙ্গে মহা-মহেন্দ্র পর্ব্বত—
লোমকূপে লাখ ঋষি নিয়ে উড়্‌ল যুগপৎ!
সবার আগে চল্‌ল বেগে শৈল-যুবরাজ
মৈনাক মোর;—ফেল্‌তে মুছে শৈলকুলের লাজ।

*　　　　*　　　　*

আজো আমি দেখ্‌ছি যেন দেখ্‌ছি চোখের'পর
দিকে দিকে দিক্‌পালেরা লড়্‌ছে ভয়ঙ্কর!
মেঘের বরণ মহিষ-বাহন যুদ্ধ করেন যম,
অগ্নি যোঝেন রক্তচক্ষু নিঃস্নেহ নির্ম্মম।
চোরাই সোনার কুমীর হোথা লড়েন কুবের বীর—
সাঁজোয়া সোনার, সোনার খাঁড়া, সোনার ধনুক তীর।
পবন লড়েন উড়িয়ে ধূলো অন্ধ ক'রে চোখ,
নির্ঋতি নীল বিষ-প্লাবনে ধ্বংসিয়ে তিন লোক।

সৃষ্টিনাশা যুদ্ধ চলে, আর্ত্ত চরাচর,
আচম্বিতে দিগ্‌বারণে আসেন পুরন্দর।
হেঁকে বলে বজ্রকণ্ঠে মাহুত মাতলি—
"প্রলয়বাদী তোম্‌রা পাহাড় নেহাৎ বাতুলই।
বিধির সৃষ্টি কর্‌বে নষ্ট? এই কি মনের আশ?
বিপ্লবে সব ডুবিয়ে দেবে? কর্‌বে সর্ব্বনাশ?
ইন্দ্র-দেবের শাসন-প্রথার কর্‌বে অমান্য?—
প্রতিষ্ঠা যার বজ্রে,—ও যা পরম প্রামাণ্য?"
রুষ্টভাষে কয় আকাশে মহেন্দ্র পর্ব্বত,—
"চোরের উকীল! আমরা মন্দ, তোমরা সবাই সৎ!
লোভান্ধ ওই ইন্দ্র তোমার হরেন পরের ধন,
পরের সোনা হজম ক'রে করেন আস্ফালন।
বৃহৎ চোরের আস্ফালনে টল্‌ছে না পাহাড়,
ধর্ম্মনাশা ধর্ম্ম শোনান্ যায় জ্ব'লে যায় হাড়!
পরস্ব নিশ্চিন্ত মনে, ইন্দ্র, কর ভোগ,
তার প্রতিবাদ কর্‌লে রোষো—এ যে বিষম রোগ!
যার ধন তার ভারি কসুর, ফিরিয়ে নিতে চায়,
বিপ্লবের আর বাকী কিসে?—বজ্র হানা যায়!
আর তবে বিলম্ব কেন? বজ্র হানো বীর!
তাড়শে সাম্রাজ্য-পদের গর্ব্বে বাঁকা শির!
বিধান-কর্ত্তা! বিধান ভাঙো, জানাও আবার রোষ,
তোমার কসুর নয় সে কিছুই, পরের বেলাই দোষ।
নেই মোটে ন্যায়ধর্ম্ম কিছুই, ছল আছে আর জোর,
বল্‌ছি স্পষ্ট, ইন্দ্র নষ্ট, ইন্দ্র সবল চোর!"

* * *

হঠাৎ গ'র্জ্জে উঠ্‌ল বজ্র ঝল্‌সিয়ে ব্যোম্‌পথ,
পড়্‌ল মর্ত্ত্যে ছিন্নপাখা মহেন্দ্র পর্ব্বত।
পড়্‌ল বিন্ধ্য যোজন জুড়ে, পড়্‌ল গোবর্দ্ধন,
হারিয়ে গতি পঙ্গু পাহাড় পড়্‌ল অগণন,
গ্রহতারার মতন যারা ফির্‌ত গো স্বাধীন
গরুড় সম অসঙ্কোচে ফির্‌ত নিশিদিন
অচল হ'তে দেখ্‌ল তাদের, আমার দু'নয়ন ;
দেখার বাকী ছিল তবু, তাই হ'ল দর্শন—
হর্ষ-বিষাদ মাখা ছবি—বীরত্ব পুত্রের—
উদ্যত বজ্রাগ্নি-আগে দীপ্তি সেই মুখের।
ঐরাবতের মাথায় হেনে পাষাণ করবাল
শ্যেনের বেগে ডুব্‌ল জলে আমার সে দুলাল !
বজ্র নাগাল পেলে না তার,—মিলিয়ে গেল কোথা,
মূর্চ্ছা-শেষে দেখ্‌নু কেবল বয় সাগরের সোঁতা !

*　　　*　　　*

সেই অবধি চোখের আড়াল, চোখের মণি পর ;
পাখ্‌না দুটো যায়নি কাটা এই যা সুখবর।
ন্যায়-ধরমের মর্য্যাদা মান রাখ্‌তে গেল যারা
হার মেনে হায় লাঞ্ছনা সয়, হেঁটমুখে রয় তারা !
ইন্দ্র নিলেন পরের সোনা—সেই করমের ফলে
আমার মাণিক হারিয়ে গেল অতল সিন্ধুজলে।
কুক্ষণে কার হয় কুমতি রোয় সে বিষের লতা,
ফল খেয়ে তার পান্থপাখী লোটায় যথাতথা।
কোথায় পাপের সূত্র হ'ল—উঠ্‌ল ঝোড়ো হাওয়া,-
দিন-মজুরের উড়্‌ল কুঁড়ে বুকের বলে ছাওয়া।

কোথায় লোভের ঘৃণ্য শোলুই জন্মাল কার মনে,—
সাপ হ'য়ে সে জড়িয়ে দিল লোক্‌সানে কোন্ জনে !
ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম আমি,
নয়নজলের নুন-পাথারে তলিয়ে দিবস-যামী।

* * *

সবে আমার একটি মেয়ে, শ্মশানে তার ঘর ;
ছেলেও আমার একটি সবে, তাও সে দেশান্তর,
লুকিয়ে বেড়ায় চোরের মতন বড় চোরের ভয়ে।
কেমন আছে ? কে দেবে তার খবর আবার ক'য়ে ?
হাওয়ার মুখেও বার্ত্তা না পাই ইন্দ্রদেবের দাপে ;
পাখী বলো, পবন বলো, সবাই ভয়ে কাঁপে।
যুগের পরে যুগ চ'লে যায় পাইনে সমাচার,
আছ্‌ড়ে কাঁদে পাষাণ হিয়া, হয় না সে চূর্‌মার।
ভাবনাতে তার হায় গিরি সব চুল যে তোমার সাদা,
উমার আগমনেও হৃদয় শূন্য যে রয় আধা।
প্রবোধ কারা দ্যায় আমারে আগমনীর গানে ?
যে এল না তারি কথাই কাঁদায় আমার প্রাণে।

* * *

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় কঙ্কালে কাল শিকল গাঁথে,
চোরাই সোনায় তৈরী পুরী ভোগ করে রাক্ষসের জাতে।
রক্ষকুলে উদয় হ'ল ইন্দ্রজয়ী দারুণ ছেলে
তাও দেখেছি চক্ষে ; তবু সান্ত্বনা হায় কই সে মেলে,
দেখেছি মেঘনাদের শৌর্য্য,—হেঁট বাসবের উচ্চ মাথা !
হারিয়ে পূজা শক্র ধরেন শাক্যমুনির মাথায় ছাতা !

লেখা আছে এই পাষাণীর পাষাণ-হিয়ার পটে সবই,
হয়নি তবু দেখার অন্ত দেখ্‌ব বুঝি আরেক ছবি।—
ব'সে আছি শৈল-গেহে একলা আমার বিজন বাসে
জাগিয়ে এ মোর মাতৃহিয়া ইন্দ্রপাতের সুদূর আশে।
ব্যর্থ কভু হবে না এই আর্ত্ত হিয়ার তীব্র শাপ—
তার তুষানল—মনস্তাপে, ভ্যায় যে বৃথা মনস্তাপ।
মাতৃহিয়ায় দুঃখ দিলে জ্বল্‌তে হবে জ্বল্‌তে হবে,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে রাজা হ'লেও আসন'পরে টল্‌তে হবে।
অভিশাপের ভস্ম-পুতুল বিরাজ কর সিংহাসনে,
নিশ্বাসেরও সইবে না ভর, মিশ্‌বে হঠাৎ স্বপ্ন সনে।

— —

ইন্সাফ্

ডঙ্কা নিশান সঙ্গে লইয়া
লস্কর অফুরান্
রাজ্য-পরিক্রমায় চলেন
সুল্‌তান্ বল্‌বান্।
স্নিগ্ধ নয়নে প্রসাদ-সত্র
প্রতাপ-ছত্র-মাথে
চলেছেন রাজা দিল্লী নগরী
চলে যেন তাঁর সাথে ;
সাথে সাথে চলে উর্দ্দ-বাজার,
হাজার হাজার হাতী,
চলেছে জোয়ান পাঠ্‌ঠা পাঠান
হাতে নিয়ে ঢাল কাতী।

বিদায়-আরতি

বল্লম-ধারী চলে সারি সারি
ফলায় আলোক জ্বলে,
প্রজার নালিশ শুনিয়া ফেরেন
মালিক সদলবলে।
কত সাজা কত শিরোপা বিতরি'
নগরে নগরে, শেষে
হাওদা নড়িল, ছাউতি পড়িল
বদাউন্‌পুরে এসে।
দিল্লীপতির প্রিয়পাত্র সে
বদাউন্‌-সর্দ্দার,
নগরী সাজিল নাগরীর মতো
ইসারায় যেন তার।
কোথাও দুঃখ নাই যেন, কোনো
নাইক নালিশ কারু,
দুনিয়া কেবল ঢালা মখ্‌মল্‌
চুম্‌কির কাজে চারু।
আতর গোলাব আর কিঙ্খাব
যেন বদাউন্‌পুরে
রাজপুরুষের প্রসাদে প্রজার
হয়েছে আটপহুরে।
ভোজে আর নাচে কুচে ও কাওয়াজে
কাটে দিন মৃগয়ায়,
লোক খাসা অতি বদাউন-পতি
সন্দেহ নাই তায়।
বিশ্রামে বিশ্রম্ভ আলাপে
কাটে দিন কোথা দিয়ে,

ইন্‌সাফ্

রাজ-অতিথির বিদায়ের দিন
ক্রমে আসে ঘনাইয়ে।
বদাউন-বনে সেবারের মতো
শীকার করিয়া সারা
দঙ্গল ফিরে সুল্‌তান সহ
উল্লাসে মাতোয়ারা।
সঙ্গে চলেন বদাউন্‌-পতি
করিয়া তূর্য্যনাদ,
সহসা কে নারী উঠিল ফুকারি'
"সুল্‌তান! ফরিয়াদ!"
চমকি চাহিয়া বদাউন-পতি
বক্‌বক্‌ মিঞা কন্—
"দেওয়ানা! দেওয়ানা! হটাও উহারে,
কি দ্যাখো সিপাহীগণ।"
সুল্‌তান্ কন—"না, না, আনো কাছে,
কি আছে নালিশ, শুনি।"
প্রমাদ গণিয়া আড়ে চায় যত
ওম্‌রাহ বদাউনী।
শাহান্‌শাহের হুকুমে সিপাহী
কাছে গেল জেনানার,
আঁখি বিস্ফারি' কাছে এল নারী
বাদশাহী হাওদার।
"কিবা ফরিয়াদ? কহ ফরিয়াদী,
নালিশ কাহার পরে?"
"ভয়ে কব? কিবা নির্ভয়ে প্রভু!"
পুছে সে যুক্ত করে।

"নির্ভয়ে কও!" বলেন হাকিম।
নারী কয় ঋজুকায়া,—
"হত্যাকারীরে সাজা দাও, প্রভু!
জগৎপ্রভুর ছায়া!
স্বামীরে আমার হত্যা করেছে
বদাউন-সর্দ্দার,
এই মাতালের কোড়ার প্রহারে
জীবন গিয়েছে তার।"
"কে তোর সাক্ষী, মিথ্যাবাদিনী,
কে তোর সাক্ষী, শুনি?"
"ধর্ম্মের প্রতিনিধি এসেছেন,
বুঝে কথা কও, খুনী!
সাক্ষী খুঁজিছ? সাক্ষী আমার
সারা বদাউন-ভূমি,
সাক্ষী আমার ওই কালামুখ,
আমার সাক্ষী তুমি।
সাক্ষী, তোমারি ভৃত্য, যাহারে
গিলেছে পাষাণ-কারা,
আমার সাক্ষী রাজপুরুষেরা
নালিশ নিলে না যারা।"
বজ্রদীপ্ত যুগল চক্ষে
সুলতান্ বুল্‌বান্
চর-পরিষদ্-পতিরে করেন
সঙ্কেতে আহ্বান।
নিভৃতে তাহারে কি কহিল নৃপ,
নিমিষে ছুটিল চর,

নিমেষে আসিল কয়েদখানার
সাক্ষীরা তৎপর।
আসিল কোরান, সাক্ষী-জবান্‌-
বন্দী হইল পাকা,
সাক্ষ্য-প্রমাণ-বাক্য নারীর,
নয় মিছে নয় ফাঁকা।
বচন-দক্ষ মিথ্যা পক্ষ
হেরে গিয়ে হ'ল রূঢ়,
বর্ব্বরতায় গর্ব্বের বেশে
জাহির করিল মূঢ়!
ঘৃণায় বক্র ভুরু ভূপতির,
নয়নে আগুন জ্বলে,
হুকুমে লুটাল বক্‌বক্‌ খাঁর
উষ্ণীষ ধূলিতলে।
ঘোড়া ছেড়ে রাজপথে দাঁড়াইল
বদাউন-সর্দ্দার,
হাতে পায়ে বেঁধে শিকল, সিপাহী
কেড়ে নিল তলোয়ার।
কোড়া নিয়ে এল কোড়া-বর্দ্দার
বাদ্‌শাহী ইঙ্গিতে,
বজ্র-কঠোর স্বরে বাদ্‌শার
অপরাধী কাঁপে চিতে।
"দোষী সর্দ্দার, ভুল নাই আর,
দোষীর শাস্তি হবে,
রাজার প্রতিভূ রাজার সুনাম
ঢেকেছে অগৌরবে।

রাজপুরুষেরা প্রজারে বাঁচাবে
চোর-ডাকাতের হাতে,
কে বলো প্রজারে রক্ষিবে রাজ-
পুরুষের উৎপাতে ?
রক্ষক যদি হয় ভক্ষক
কে দিবে তাহারে সাজা ?
রাজপুরুষের রাহু-ক্ষুধা হ'তে
প্রজারে বাঁচাবে ?— রাজা।
এই তো রাজার প্রধান কর্ম্ম,
এ বিধি সুপ্রাচীন,
এই ধর্ম্মের করিব পালন
মানিব না ধনী দীন।
গরীবের প্রাণ, আমীরের প্রাণ,—
সমান যে জন জানে,
সর্দ্দারী তারি—সুল্‌তানী তারি—
দুনিয়ার মাঝখানে ;
গরীবের প্রাণ তুচ্ছ যে মানে
অরি তার ভগবান্,
কোড়ার প্রহারে প্রাণ যে নিল, সে
কোড়াতেই দিবে প্রাণ !
আর যারা আজ মুলুকের তাজ
রাজার নিয়োগ পেয়ে,
ছোটোর নালিশ তোলে নাই কানে
বড়দের মুখ চেয়ে,
খুনের খবর গুম্ ক'রে যারা
রেখেছে রাজার কাছে,

খুনীর দোসর শয়তান তারা,—
দাও ঝুলাইয়া গাছে।
বে-ইমানী সনে রফা ক'রে চলা
জানে না মুসলমান,
কাজে আজ করে সে কথা প্রমাণ
ছনিয়ায় বুল্‌বান্‌।
বলবান্‌ ব'লে খুনীর খাতির ?
হবে না ; হবে না মাফ,
কসুর করিলে পূরা পাবে সাজা—
এই মোর ইন্‌সাফ।"

———

রাজপূজা

রাজার নিদেশে শিল্পী রচিছে দেউল কাঞ্চীপুরে,
পরশে তাহার শিলা পায় প্রাণ কাঞ্চন-প্রায় স্ফুরে !
মঞ্চের পরে বসি' তন্ময় মূর্ত্তি-মেখলা গড়ে,
তার প্রতিভায় পৃথিবীর গায় স্বর্গের ছায়া পড়ে !
ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, ঈশান রূপ ধরে ধ্যানে তার—
প্রাণের নিভৃত ভরি' তারি যত দেবতার অবতার।
পুষ্পিয়া ওঠে কঠিন পাষাণ পরশ তাহার লভি,'
শিল্পীর রাজা গুণী গুণরাজ স্ফটিক-শিলার কবি।
অমৃতকুণ্ডে ডুবায়ে সে বুঝি ছেদনী-হাতুড়ি ধরে
অরূপের রূপ দেয় অনায়াসে অলখ-দেবের বরে।
তার নির্ম্মাণ সৃজন-সমান, বিস্ময় লাগে ভারি,
চমৎকারের মহলের চাবি জিম্মায় আছে তারি।

শিলার স্বর্গে বসি' মশ্‌গুল্ যশের মালা সে গাঁথে,
শিষ্য একাকী পিছনে দাঁড়ায়ে পান-বাটা লয়ে হাতে।
আর কারো নাই প্রবেশাধিকার তার সে কর্ম্মশালে,
স্তম্ভারণ্যে তপোবন রচি' প্রাণের আরতি ঢালে।
ছেনী দিয়ে কাটে, সারাবেলা খাটে, স্বপ্নাবিষ্ট জাগি',
মাঝে মাঝে হাত বাড়াইয়া পিছে তাম্বুল লয় মাগি'—
ফিরে তাকাবার অবসর নাই ; দীর্ঘ দিবস ধরি'
আদরার গায়ে আদর মাখায়ে রচে স্বর্গের পরী !
সহসা কি করি' হাতের হাতুড়ি ঠিকরি পড়িল নীচে,
দোস্‌রা হাতুড়ি নিতে তাড়াতাড়ি শিল্পী চাহিল পিছে।
পিছে চেয়ে গুণী ওঠে চমকিয়া বিস্ময়ে আঁখি থির—
তারি ডিবা হাতে কাঞ্চী-নরেশ দাঁড়ায়ে মুকুট-শির !
"একি ! মহারাজ !" কয় গুণরাজ, "অপরাধ হয় মোর,
দিন্ মোরে দিন্ ··প্রভুরে কি সাজে ? রাজা কন্ "দিন-ভোর
এমনি দাঁড়ায়ে আছি ডিবা হাতে, জোগায়েছি তাম্বুল,
দেখিতে তোমার সৃজন-কর্ম্ম, পাথরে ফোটানো ফুল,
তন্ময় তুমি পাও নাই টের, কখন এসেছি আমি,
মোর ইঙ্গিতে কখন যে তব শিষ্য গিয়েছে নামি',
কাজের ব্যাঘাত পাছে ঘটে ভেবে ডিবাটি লইয়া চাহি'
শিষ্যকৃত্য করেছি গুণীর হ'য়ে করঙ্ক-বাহী।"
রাজার বচন শুনি' লজ্জায় গুণী, কহে জানু পাতি'
"মার্জ্জনা কর দাসেরে, হে প্রভু, কাজের নেশায় মাতি'
অজানিতে আজ ঘটায়েছে দাস রাজার অমর্য্যাদা,
সাজা দিন্ মোরে।" রাজা কন্, "গুণী, তব গুণে আমি বাঁধা,
ওঠ গুণরাজ ! আমি পাই লাজ, তোমারে কি দিব সাজা,
বিধির সৃজন-বিভূতি-ভূষিত তুমি সে প্রকৃত রাজা।

মরণ-হরণ কীর্ত্তি তোমার, মোর সে ক্ষণস্থায়ী,
আমি প্রভু শুধু নিজের রাজ্যে, বাহিরে প্রভুতা নাহি।
রাজপূজা তব ভুবন জুড়িয়া, প্রভাব দুর্নিবার,
রাজাধিরাজেরও ভক্তি-অর্ঘ্যে, গুণী, তব অধিকার।"

—————

পাতিল-প্রমাদ
বা
প্রসহ্য প্রতিবাদ

আমরা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইনু সবে,
বর্ণ-গর্ব্ব রাখিব পণ ;—
এই চিঁড়ে-ফলারিয়া চিড়িতন আর
ইক্ষু-দাতন ইস্কাবন !
পাতিলের বিল নাকচ বাতিল
করিব আমরা স্পষ্ট কই,
হরবোলা-গাঁই হরতন মোরা,
মোরা হেঁজিপেঁজি মোটেই নই !
দ্যাখ তাসের মতন মোরা চারি জাতি,
আমরা সবাই জ্যান্ত তাস,
তাসের কেল্লা সাকিন্, রয়েছি
ভয়ে ভয়ে পাছে লাগে বাতাস !
অঘরে অজাতে বিয়ে হবে নাকি ?
ছি ছি শুনে লাজে মরিয়া যাই !
তাতে যে বর্ণসঙ্কর হয়
গীতাকার ব্যাস বলেছে ভাই !

বলেছে মৎস্যগন্ধার ছেলে
অজাতে অঘরে বিবাহ নয়,
সত্যবতী ও জাম্ববতীরে
ধামা-চাপা দিয়ে গাওরে জয় :

(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই
ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

হো হো, পাতিলের বিল করিতে বাতিল
উদয় হয়েছি আমরা হে,
এই তামাটে ও মেটে ভুস্‌কুটে পাঁশুটে
কুচকুচে কালো জাম্‌রা হে !
ছি ছি ভিন্ন বর্ণে বিয়ে কভু হয় ?
বধির হওরে কর্ণ উঃ।
আরে বিয়ে হয়নাকো, বিয়ে হয়নাকো,
নিকে হয় অসবর্ণ হুঁ !
দ্যাখ উচ্চবর্ণ আমরা বেজায়,
আমরা দেশের ভরসা তাই,
শুধ্‌ কলিকাল ব'লে রংটা বেতর,
এক কলি দিলে হ'ব ফর্সা ভাই।

(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং,
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

দ্যাখ জম্বুদ্বীপে বাস ক'রে হ'ল
জামের মতন জেল্লাটা হে !
মোদের Arctic Homeএ ফিরে যদি যাই,
মেরে দিই তবে কেল্লাটা হে !

শুধু জাম খেয়ে রঙে জাম্ড়ো পড়েছে,
নইলে আর্য্য আমরা খাঁটি ও সাঁচ্চা,
তাই প্রতি পরিবারে চাতুর্ব্বর্ণ্য
কিবা কালো, ধলো, বুলু, ব্রাউন বাচ্ছা !
তবে রঙের বড়াই কর একজাই,
কৃষ্ণচর্ম্ম শর্ম্মা জাগো !
খেটে খুন্তি-কলমে লেখ বক্তৃতা,
সাড়ে-সাতান্ন ফর্ম্মা দাগো।

দ্যাখ রঙে আছি মোরা রঙের গোলাম—
রঙের টঙের সঙের পাঁতি,
রঙে আছি, তাই টঙে ব'সে আছি,
কেউ বা কাগ্‌জি কেউ বা পাতি।
কেউ বা মাচায়, কেউ বা তলায়,
কেউ ঘেঁষাঘেঁষি, কেউ তফাতে,
সব সঙই যদি টঙে ভিড় করে
ধপাৎ হবে যে অধঃপাতে !

(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

দ্যাখ সতীদাহ রদ, বিধবা-বিপদ্
বাধিয়ে তো ডেকে এনেছ ফাঁড়া,
বাস্ রহিত-গোত্র রুইতন বলে
রঙের এ টঙে দিয়ো না নাড়া।
দ্যাখ ভেস্তে দিয়ো না রঙের খেলাটা,
ফেলোনাকো দেখে হাতের তাস,
(কিন্তু সনাতন হরতনের টেক্কা ?—
আরে ! কোথা গেল ? সর্ব্বনাশ !)
আহা গুলিয়ে দিয়ো না, রোসো বাপু, রোসো,
ওই যে চিঁড়ের তিরির গায়—
দ্যাখ লেখা আছে হরতনের টেক্কা ,
আর ভয় মোরা করি কাহায় ?
তবে ভেঁজে নাও তাস্, বাস্ ভায়া বাস্,
লম্বা টিকিতে লাগাও মাঞ্জা,
মোদের সেট্-ভাঙা তাস, কোরোনাকো ফাঁস,
ক'সে খেলো,—হবে ছক্কা-পাঞ্জা।
(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage bang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

দ্যাখ অ-আ-ই-উ বলি হাই যদি খালি
তোলা যায় স্বরবর্ণেতে,
টিক্‌টিকি তবে কি করিতে পারে ?—
তোলে না ত কেউ কর্ণেতে।

কিন্তু স্বরে ব্যঞ্জনে ঝঞ্ঝাট যাই
বাক্যের হয় সৃষ্টি গো,
অমনি অর্থেরও খোঁজ প'ড়ে যায়, পড়ে
আইনেরও খরদৃষ্টি গো,
তাহে ফ্যাসাদের পর ফ্যাচাঙ্ আসিয়া
করয়ে সমাচ্ছন্ন হে,
এর হেতুটা কি জানো ? —স্বরে-ব্যঞ্জনে
বিবাহটা অসবর্ণ যে !
(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

দ্যাখ বর্ণধর্ম্মে করি' অবহেলা
দেবতারও নাহি অব্যাহতি,
হেঁ হেঁ ফ্যাল্‌ফ্যালাইয়া কি দেখিছ বাপু ?
বোসো ঐখানে শুনিবে যদি !
ঐ ঘুঁটিঙের চূণ চেয়ে সাত গুণ
রং ছিল মহেশের সাদা রে !
তিনি করিলেন বিয়ে হলুদ-বরণা
উমারে,—গ্রহের ফের দাদা রে
তাহে কি যে অঘটন ঘটিল, শ্রবণ
কর যদি থাকে কর্ণ, আহা !
হল পার্ব্বতীসুত লম্বোদর
চূণে-হলুদিয়া বর্ণ ডাহা !

(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

দ্যাখ ছাপাখানা হয়ে ছত্রিশ জাতে
শাস্ত্র বেবাক পড়িছে হায়,
নাই পেয়ে পেয়ে অলপ্পেয়েরা
মাথায় ক্রমশঃ চড়িতে চায়
আহা ভালো ছিল যবে শাস্ত্র শিকায়,
ধর্ম্ম ছিলেন টিকিতে ভোঃ
এখন ছোট মুখে শুনি বড় বড় কথা,
তর্কে না দ্যায় টিকিতে, ওঃ
আরে শাস্ত্র-তর্ক তোরা কি জানিস্ ?
ভারি দেখি আস্পর্দ্ধা যে !
জোড়া-ঠ্যাংওলা শাস্ত্র আমরা,
আমাদিগে নাই শ্রদ্ধা রে !
তর্ক মোদের শুনে হাসি পায়,
হায় রে গণ্ডমূর্খ হায় !
শাস্ত্র-তত্ত্ব সোজা নয় মূঢ়,
পূর্ণ সে গূঢ় সূক্ষ্মতায় !
(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
নাস্তিক সব তার্কিক hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

হেঁ হেঁ তপন-তনয়া তপতীর কেন
নরকুলে বিয়ে হইল রে,
আর ঋষি বশিষ্ঠ বিলোম বিবাহে
ঘট্‌কালি কেন কৈল রে।
মানুষের ছেলে, দেব্‌তার মেয়ে—
এ ত অনুলোম বিবাহ নয়,
এই ত প্রশ্ন ? শ্রদ্ধাযুক্ত
চিত্তে শুনহ কিসে কি হয়।
ছ্যাখ সুর্য্য-সুতারে বিবাহ করিলে
যম শনি হয় বড়-কুটুম্,
তাই তপতীর সাথে বে'র কথা হ'লে
দেবতা-কুলের ঘুচিত ঘুম।
কারণ শনি কি যমকে শ্যালক বলিলে
হন যদি ওঁরা ক্রুদ্ধ হে,
তবে হয় ত দণ্ড পড়িবে মুণ্ডে
কিংবা উড়িবে মুণ্ড-শুদ্ধ রে !
আবার জায়া যদি কভু বায়না ধরেন
ভায়ের বাড়ীতে যাইতে গো,
তবে যম-ঘরে তাঁরে হয় পাঠাইতে,
আশা ছেড়ে দাও তার চাইতে ও।
কিন্তু সূর্য্যের মেয়ে থুব্‌ড়ো থাকিবে
সে যে মহাপাপ শাস্ত্রে কয়,
তাই ঘট্‌কালি করি' বিলোম বিবাহ
দিল বশিষ্ঠ হয়ে সদয়।
ছ্যাখ সকল অবিধি বিধি হয় তেজী
তেজপাতাদের পক্ষেতে,

আর যমকে তো লোকে বলেই শ্যালক—
তাই বাধিল না সম্পর্কেতে।
(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং।

হুঁ হুঁ ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছি,—ওকি ও!
ফের লোকগুলা আসে যে ঝুঁকে,
বলে হরের ঘরণী গঙ্গা কেমনে
করিল বরণ শান্তনুকে?
বলি অত খবরে কি দরকার শুনি
তামাসা পেয়েছে? ভারি যে ইয়ে?
গঙ্গার কথা গঙ্গা জানেন,
যা না সেথা দড়ি কলসী নিয়ে!
হেসে কুটিকুটি, ভারি যে আমোদ,
ফষ্টিনষ্টি সবারি কাছে?
বলি যাওনা ঢেউয়ের বহর দেখ গে,
হুঁ হুঁ হাঁ-করা মকর মুখিয়া আছে।
(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং।

ওকি ফের গুজ্‌গাজ্‌ ! কাণ্ড কি আজ !
ফের হাউমাউ ! চাও কি বাপু ?
হেরে হেরে দেবো হারিয়ে সবারে,
বচনে কখনো হব না কাবু ।
কি ? শৈব বিবাহ ? গোস্বামী-মত ?
বাধ্য নাহিক শুনিতে অত ;
গোস্বামী-মত হবে সে পরাহে,—
শ্রদ্ধাহীনের তর্ক যত !

দ্যাখ শুনে যাও শুধু, তর্ক করো না,
কথার উপরে কয়ো না কথা,
নিজের গলাটা জাহির করিতে
বাহির কোরো না ছুতো ও নতা ।
আমরা বলিব, তোমরা শুনিবে,
এই সনাতন দেশের রীতি,
মোদের দিয়ে থুয়ে তোরা ভক্তি করিবি,
নিয়ে থুয়ে মোরা জানাব প্রীতি !
তর্ক করো না, তর্কের শেষ
হয় না কখনো জান না তা কি ?
হেঁ হেঁ গণেশের কলা-বৌকে দেখিয়ে
শেষে উদ্ভিদ্‌-বিয়ে চালাবে নাকি ?
(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage bang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

ছাখ　　মোরা সনাতন রঙের গোলাম,
　　　　বর্ণের দাস আমরা সবে,
　　ভিন্ন রঙের টেক্কা যে মারি
　　　　সে কথা স্বীকার করিতে হবে।
ওই　　পরের নহলা কেবলি ন ফোঁটা,
　　　　আমার নহলা চৌদ্দ সে,
　　একথা যেজন জানে না সে মূঢ়,
　　　　মানে না যে—চোর বৌদ্ধ সে।
আমরা　ফ্যাসানের ঝোঁকে হব না নেশান,
　　　　যা আছি তা মোরা রব নাগাড়,
　　দলাদলি ক'রে, কিলোকিলি ক'রে
　　　　ভাগে ভাগে স'রে যাব ভাগাড় !
　　শক্রুরা বলে চোটে গেছে রং,
　　　　যা আছে সে শুধু রঙের ঢং,
　　যাক্ রং, থাক্ ঢং আমাদের,
　　　　রঙের ঢঙের আমরা সং !
(কোরাস)　ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং।
　　Inter-caste marriage hang !
　　পাতিল-বিল বাতিল—এই—
　　ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং।

ছাখ　　ছুঁৎ-মার্গের আমরা পাণ্ডা
　　　　বর্ণ-গর্ব্বে বনেদ গাঁথা,
মোদের　বর্ণ যদিচ বর্ণনাতীত,
　　　　কিছু তামা, কিছু তামাক-পাতা !

তবু বর্ণে আমরা শ্রেষ্ঠ শুনেছি,
শ্রুতি সে যে-হেতু শোনা সে যায়,
ওহো শ্রুতি অমান্য করিবি-কি তোরা—
ইহ-পরকাল খোয়াবি হায় !
জাগো জাগো তবে ভাই, ওঠ তবে ভাই,
জাগহ, কিন্তু মেলো না চোখ,
বর্ণ মানে যে রং হয়, সেটা
জানা ভাল নয় যতই হোক।
চক্ষু-কর্ণে বিবাদ বাধায়ে
বল্ তো মানিবি কারে সালিস ?
তবে জেগে চোখ বুজে চেঁচারে,—যদি এ—
নিরেট গুরুর সল্লা নিস্।

সোনামুগ কালো-কলায়ে তিসিতে
ভুষিতে মিশিয়া রয়েছি বেশ,
বর্ণ-গর্ব্ব রয়েছে বজায়
চোখ খুলে কেন বাড়ানো ক্লেশ ?
বর্ণ সত্য জাতি সনাতন,
Inter-caste ? কখনো নয় !
সনাতন চিড়িতন হরতন
ইস্কাবনের গাহ রে জয় !
(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

——

মধুমাধবী

রাত-বিরাতে কখন্ এলে, মৌন-চারিণী !
সবুজ-সবুজ উড়িয়ে নিশান, জান্‌তে পারেনি !
পাতায় পাতায় পাখ্‌. পাখালির নাচন অনন্ত,
বসত বাঁধার যুক্তি ওদের দিক্‌না বসন্ত।
অশথ-পাতা বোঁটার বাঁধন এড়িয়ে যেতে চায়,
পান্না-চিকন পাতার পাথার উল্লাসে উথ্‌লায়।
ফর্দ্দা হওয়ার পর্দ্দাতে গান কোকিল ধরেছে,
চন্ননা তার কণ্ঠী চুনীর ঝালিয়ে পরেছে !
রসাল ডালে লাল কিশলয় লুকিয়ে ছিল যে,
কিশোর চুমায় মলয় তারে দুলিয়ে দিল রে !
শ্যাম্-সোনেলার শ্যাম্পেনে বুঁদ বাতাস ঢেউ তোলে,
নাহক্-খুসীর নাস্তানাবুদ ডাল্‌পালা দোলে।

নিশ্বাসে তোর শীতের হাওয়ায় বাসন্তী শীৎকার !
দিল্‌দরিয়ার ঢেউ দিয়েছে তোমায় চমৎকার
রামধনু তুই মাড়িয়ে এলি—অশোক ফুটিয়ে,—
অপাঙ্গে কি ভঙ্গী করে' ভোমরা ছুটিয়ে !
চাঁচর কেশে নাগকেশরের ঝাপ্‌টা জড়োয়ার,
দুই কানে দুই চাঁপার কলি, গলায় বেলীর হার !
বুক-জুড়ে তোর সজ্‌নে-ফুলের মোতির সাতনরী,
স্বজনী তুই মন-সৃজনের সুন্দরী পরী !
কাঁচা গায়ের লাবণ্যে যায় দুনিয়া ছাপিয়ে,
পাপিয়া কূজে প্রসাদ-আঁখির 'প্রসন্না-প্রিয়ে !

ফুলের পাখা ঢুলাও তুমি রজনীগন্ধার,
অঙ্গে তোমার দীপ্তি উষার, অপাঙ্গে সন্ধ্যার !

অ-ধর তোমার অঙ্গ-বিভা, স্বপন-মনোহর,
অনঙ্গের ও আলগা চুমার সয় না যেন ভর !
ঝপ টানে তোর মুখটি মাজা, সোহাগশালিনী !
মূর্ত্তিমতী শ্রীপঞ্চমী বকুল-মালিনী !
কর্প্পূরে চাঁদ জ্বালিয়ে বাতি সকল রাতি-ভোর
তারায় তারায় আলোর ঝারায় বরণ করে তোর !
অম্বরে তোর ওড়্না ওড়ে, বসন্ত-বাহার !
মিহিন্ খাপি সিন্ধু-কাফি পিঁধন চমৎকার !
আঁচল হেনে পিয়াল-বনে করিস রে আলা,
ধূলায় ফেলিস্ মহুয়া-ফুলের ভর্ত্তি পিয়ালা !
পূর্ণিমা তোর হাস্যে মধুর হৃদয়-হারিণী !
আঁখির লীলায় লাস্য, নীরব স্বপ্ন-চারিণী।



শরতের আলোয়

(গান)

আজ চোখে মুখে হাসি নিয়ে
মন জানিয়ে—
কার পানে তুই চাস অমন ক'রে ?
হ্যাদে লো আমায় বল্ সখী !
ও কি ! ও কি ! নিব্‌ল হাসি—
প্রাণ উদাসী—
চোখের কোলে জল এল ভ'রে

তারে কি বিরূপ নিরখি' !
আহা ডাগর চোখে কিসের দুঃখে হঠাৎ এই ছায়া,
বুঝি প্রেমের ভাতি চিন্‌লা না কেউ ভাব্‌ল বেহায়া ;
মরি বিষাদে তোর নীল হল মুখ
হা রে হা ! বিষ নাহি ভখি',—
বিমন নিরখি' ।

কাল কেয়াফুলের সকল কলাপ—
জর্দ্দা গোলাপ
ঝর্‌ল হঠাৎ যার পরেশের ঘায়,
সে হাওয়া লাগ্‌ল কি তোর গায় ?
শুকিয়ে এল ঠোঁট দুটি হায়
কাঁপ্‌ছে যে কায়
হেম-প্রতিমা ছায় রে কালিমায়
সহসা দারুণ কোন্ ব্যথায় ?
তুই চোখ তুলে আর চাইতে পারিস, হায় অভিমানী,
বুঝি অকালে আজ মেঘ দেখে তোর নেই মুখে বাণী ;
তোর সব সোহাগের নিব্‌ল আলো
হা রে হা ! কার আঁখির হেলায়
দারুণ বেদনায় !

তোর উড়ে গেল ওড়না জরির,
নীলাম্বরীর
কাজল আঁকা আঁচল যায় উড়ে
ফিরে আজ গগন-কিনারায় ;

তরল মোতির ঝাপ্‌টা দোলে
চুলের কোলে,
ঝামর-আঁখি দাঁড়িয়ে তুই দূরে
যেন কোন্ নিবিড় নিরাশায় !
বাজে বুকের দুরুদুরু মেঘের গুরুগুরুতে
হল ঝর্‌ঝর্ নয়ন হাওয়ার ঝুরুঝুরুতে
বুঝি না-পাওয়া সোহাগের আভাস
হা রে হা ! কাঁদায় তোর হিয়ায়
গভীর নিরাশায়।

মরি হারা দিনের হারা হাসির
কুসুমরাশির
আদর সে কি ডুব্‌ল অতলে ?—
বিসরণ- গহন বাদলে !
চেনা-চোখের অচিন্ ভাতি
জ্বাল্‌বে বাতি
বিমুখ হিয়ায় মেঘ্‌লা মহলে,
না রে না, ডুব্‌বে না জলে !
সখি, তড়িৎ হেসে মেঘ মিলাবে ওই দিঠির আগে,
ও যে ধারায় রোদে হর্ষে কেঁদে বাঁধ্‌বে সোহাগে,
ফিরে আদরে তোর ছাপায় গগন
হা রে হা সাগর উথলে
হিয়ার অতলে।

ঝর্ণা

ঝর্ণা !   ঝর্ণা !   সুন্দরী ঝর্ণা !
তরলিত চন্দ্রিকা !   চন্দন-বর্ণা !
        অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
        গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা !
                ঝর্ণা

পাষাণের স্নেহধারা ! তুষারের বিন্দু !
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু।
        মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
        চুমা-চুম্‌কীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা !
                ঝর্ণা !

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে—
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে,
        ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত,
        শ্যামলিয়া ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত ;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা ;
                ঝর্ণা !

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী !
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী !
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্ত্যে সুপর্ণা !
ঝর্ণা !

মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা ! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে !
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মূরছে ও-অলকে ;
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে !
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা ।
ঝর্ণা !

———

কে

চির-চেনার চমক নিয়ে চির-চমৎকার
নতুন দুটি ভ্রমর-কালো চোখে
কে এলে গো হোরার মেলায় দৃষ্টি-অলঙ্কার
বৃষ্টি ক'রে পুলক স্বর্ণালোকে !

কে এলে গো !···অশোক-বীথির ছায়ায় ছায়ায় আজি
নিঃশ্বাসে পাই তোমার নিশাসখানি ।
পদ্মগন্ধা কে সুন্দরী জাফ্‌রাণে মুখ মাজি'
হাওয়ার পিঠে গেলে আঁচল হানি' !

বিদায়-আরতি

সৌরভে তোর বিভোর ভুবন মগজ সে মস্‌গুল্‌,
ধূপের বাতি আগুন হ'য়ে ওঠে,
অগুরু-বাস আগুন-উছাস বিহ্বলে বিল্‌কুল্‌,
সংজ্ঞাহারা বকুল ভুঁয়ে লোটে।

শামার শিসে কোন্‌ ইসারা করিস্‌ গো তুই কারে—
মন গোপনে ওঠে কেমন ক'রে,
চির-যুগের বিরহী ধায় তোমার অভিসারে
অশ্রু-মুক্তা-অর্ঘ্যে ছু'হাত ভরে।

চাঁদের আলোর রাজ্যে রাণী তুমি চাঁদের কোণা,
মর্ত্ত্যজনের চির-অধর তুমি,
স্বর্গ তোমার প্রসাদ-হাসি, স্বপ্নে আনাগোনা,
মূর্চ্ছে তৃষা তোমার আভাস চুমি'।

আনন্দে তোর নিত্য-বোধন, পূজা শিরীষ-ফুলে,
আরতি তোর আঁখির জ্যোতি দিয়ে,
রিক্তা তুমি সন্ধ্যা-মেঘের রক্ত-নদীর কূলে,
পূর্ণা তুমি প্রাণের পুটে প্রিয়ে!

পারিজাতের পাপ্‌ড়ি তুমি ইন্দ্রেরি উদ্যানে,
রাঙা তুমি এক্‌শো হোমের ধূমে,
তপ্ত সোনার মূর্ত্তি তুমি নিদাঘ-দিনের ধ্যানে,
স্ফূর্ত্তি তোমার পদ্মরাগের ঘুমে!

জ্যৈষ্ঠী-মধু

আহা,　　ঠুক্‌রিয়ে মধু-কুল্‌কুলি
　　　　পালিয়ে গিয়েছে বুল্‌বুলি ;—
　　　　টুল্‌টুলে তাজা ফলের নিটোলে
　　　　টাট্‌কা ফুটিয়ে ঘুল্‌ঘুলি !

হের,　　কুল্‌ কুল্‌ কুল্‌ বাস-ভরা
　　　　সুরু হ'য়ে গেছে রস্‌ ঝরা,
　　　　ভোম্‌রার ভিড়ে ভীমরুলগুলো
　　　　মউ খুঁজে ফেরে বিল্‌কুলই !

তারা　　ঝাঁক বেঁধে ফেরে চাক্‌ ছেড়ে
　　　　দুপুরের সুরে ডাক ছেড়ে,
　　　　আঙ্‌রা-বোলানো বাতাসের কোলে
　　　　ফেরে ঘোরে খালি চুল্‌বুলি'।

কত　　বোল্‌তা সোনেলা রোদ পিয়ে
　　　　বুঁদ হ'য়ে ফেরে রোঁদ দিয়ে,
　　　　ফল্‌সা-বনের জল্‌সা ফুরুলো,'
　　　　মৌমাছি এলো রোল তুলি'

ওই　　নিঝুম নিথর রোদ খাঁ খাঁ
　　　　শিরীষ-ফুলের ফাগ-মাখা,
　　　　ঢুলঢুলে কার চোখ দুটি কালো
　　　　রাঙা দুটি হাতে লাল রুলি !

আজ ঝড়ে-হানা ডাঁটো ফজ্‌লী সে
মেশে কাঁচা-মিঠে মজ্‌লিসে ;
'রং-চোরা ফলে রস কি জাগালো'—
কুহু কুহু পুছে কার বুলি ।

ওগো, কে চলেছে ঢেলা-বন ঠেলে
বুল্‌বুলি-খোঁজা চোখ মেলে,
জাম্‌রুলী-মিঠে ঠোঁট ছুটি কাঁপে,
তাপে কাঁপে তনু জুঁইফুলী !

মরি, ভোম্‌রা ছুটেছে তার পাকে
হাওয়া ক'রে ছুটো পাখনাকে,—
ফলের মধুর মরসুম যাপে
ফলের মধুর দিন ভুলি' !

গান

এসেছে সে—এসেছে !
চাঁপার ফুলে বুলিয়ে আলো হেসেছে !
পুলক-বীণায় সুর জাগায়ে
এসেছে গো সোনার নায়ে,
(ও যে) ভুবন-ভরা ভালবাসা বেসেছে !
দখিন-হাওয়ার ছন্দ নিয়ে এসেছে,
বকুল-মালার গন্ধ পিয়ে এসেছে,
অনাগত যাহার বিভায়
মেল্‌ব আঁখি নূতন দিবায়
(ওগো) আকাশে তার হিরণ নিশান ভেসেছে ।

নরম-গরম-সংবাদ

নরম। বিলেত হইতে আসিছে—মস্ত !—
গরম। বিলিতি ঘোড়ার—ডিম !
নরম। চোপ্ ! চোপ্ ! ডিম হোমা-পক্ষীর !
নেপথ্যে। কিন্তু ততঃ কিম্ ?
গরম। গোড়াগুড়ি ব'লে রাখ্‌ছি, হাঁ,
আমরা ও-ডিমে দিব না তা।
নরম। দেশোয়ালি ঘোড়া ডিম্ব পাড়িবে
এই কি তোদের ড্রীম্ ?
গরম। মিছে কর দাদা কথা-কাটাকাটি,
মিছে ঘরাঘরি কর লাঠালাঠি !
নরম। যা' যা' যা', আমরা লাট হব খাঁটি,
আমরা দেশের ক্রীম্ !
গরম। ক্রীমি বটে তা' তো দেখ্‌ছি চক্ষে,—
জান্‌ছি চিত্তে নিদেন পক্ষে,—
লাট ক'রে দেবে,—লাঠিয়ে কিন্তু—
হাড় ক'রে দিয়ে হিম !
নরম। চোপ্ ! চুণোগলি চৌরঙ্গীর
ঢাক-ঘাড়ে যত বড় বড় বীর
জানিস্ কি পিঠ চাপ্‌ড়ায় কার—
ছায় জয়-ডিণ্ডিম ?
গরম। জানি গো নিরেট মডারেট তারা—
খালি-পেটে তোলে ঢেকুর যাহারা,
আচাভুয়া—মোয়া-লোভে উদ্বাহু
খায় যারা হিম্‌শিম্ !

নরম। চোপ্ ! চোপ্ ! চোপ্ ! আমরা বক্তা,
স্পীচ্-মঞ্চের আমরা তক্তা,
আমরাই হব উজীর নাজীর,
দেরে-না দেরে-না দ্রিম্ !
গরম। মরি ! মরি ! মরি ! মস্ত গরিমা,—
মর্য্যাদার তো নাহি দেখি সীমা,—
মরে পরে মার,—হাড়মাস কীমা,—
নেপথ্যে। সম্প্রতি টিম্ টিম্ !—

বন্যাদায়

দামোদরের উদরে আজ একী ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী !
বাঁধ ভেঙে, হায়, হন্যা হয়ে বন্যা এল সর্ব্বনাশী।
রাঙামাটির মুলুকে আর রাঙামাটির নেই নিশানা,
চারিদিকে অকুল পাথার—চারিদিকে জলের হানা।
দেউলগুলোর দুয়োর ভেঙ্গে ঢেউ ঢুকেছে হল্লা ক'রে—
পয়সা নিতে পাণ্ডা-পুরুৎ দাঁড়ায়-নি কেউ কবাট ধ'রে।
নীচু হওয়ার নানান্ দুখ—খুলে কি আর বল্‌ব বেশী—
বর্ষা হল কোন্ পাহাড়ে—ডুব্‌ল নাবাল্ বাংলা দেশই।

এ দামোদর গোবিন্দ নয় ;—গো-ব্রাহ্মণের নয় এ মিতে—
হাজার গরু ডুবিয়ে মারে,—ধ্বংস করে হর্ষচিতে !
জগৎহিতের ধার ধারে না, অন্ধ অধীর অকুল-ধারা,
আপন ধর্ম্মে ধায় সে শুধু ক্রুদ্ধ যমের মহিষ পারা ;

এই মহিষের বাঁকা দু'শিং—তা'তে আকাল মড়ক বসে,
ঢুসিয়ে চলে ডাইনে বামে, সোনার দেশের পাঁজর খসে!
এ দামোদর গোবিন্দ নয়—সৃষ্টি যেজন পালন করে;
লম্বোদরী জম্ভলা এ গজ গিলেছে দন্তভরে!

মুছে গেছে গ্রামের চিহ্ন, চেটে নেছে ভিটের মাটি;
মরণ-টানে টান্‌ছে ডুরি,—সাতটা জেলায় কান্নাকাটি।
ধনে প্রাণে ঢের গিয়েছে—হিসাব তাহার কেউ জানে না।
ছন্দছাড়া, বন্ধুহারা,—ঘরে তাদের কেউ আনে না।
আল্‌গা চালার কাছিম-পিঠে যাচ্ছে ভেসে কেউ পাথারে,
পুড়্‌ছে রোদে উপবাসী, ভিজ্‌ছে মুষলবৃষ্টিধারে;
হারিয়েছে কেউ পুত্র কন্যা, হারিয়েছে কেউ বৃদ্ধ মায়,
আজকে আধা বাংলা দেশে ঘরে ঘরে বন্যাদায়।

অন্ধ, বুড়া, পঙ্গু কত পালিয়ে যাবার পায়নি দিশা,।
কত শিশুর জীবন-উষায় এসেছে হায় অকাল-নিশা;
কত নারী বিধবা আজ, অনাথ কত সদ্য-বধূ!
কত যুবার অস্বাদিত রইল জগৎ-ফুলের মধু।
বর-ক'নেতে ভাস্‌ছে জলে হলুদ-বরণ সুতা হাতে
ফুল-সেজে কার কাল এসেছে—বান এসেছে বিয়ের রাতে।
জল ঢুকেছে সাত শো গাঁয়ে, হাজার-ফোকর মৌচাকেতে।
ধুয়ে গেছে মধুর ধারা, সঞ্চিত আর নাইক খেতে।

বট-পাকুড়ের ফেঁক্‌ড়িগুলো অবশ হাতে পাক্‌ড়ে ধ'রে
কত লোক আজ কষ্টে কাটায় সাপের সঙ্গে বসত ক'রে।
অবাক্ হয়ে রয়েছে সব অসম্ভবের আবির্ভাবে,
সত্য স্বপন গুলিয়ে গেছে,—কেবল আকাশ-পাতাল ভাবে।

হাল্ পুছিলে জবাব দিতে কেঁদে ফেলে শিশুর মত,
হারিয়ে মানুষ হারিয়ে পুঁজি গরীব চাষা বুদ্ধিহত।
ভিক্ষা এদের ব্যবসা নহে,—হাত পাতিতে লজ্জা পায়,
দৈবে এরা ভিক্ষাজীবী,—আজকে এদের বন্যাদায়।

বানের জলে দুধের ছেলে তক্তপোষের নৌকা চ'ড়ে
ভেসে ভেসে এক্‌লা এল কোন্ গাঁ হতে জলের তোড়ে।
তুল্‌তে ধ'রে ঠেকল্ ভারি তক্তপোষের একটি পায়া,
আঁক্‌ড়ে পায়া জলের তলে মরা মায়ের অমর মায়া!
লুপ্ত আজি পীযূষধারা মত্যুহত মায়ের বুকে,
দুধের ছেলে ক্ষুধা পেলে কে দেবে দুধ শুষ্ক মুখে?
এক রাতে যার স্নেহের দুলাল হ'ল পথের কাঙাল হায়,
কে দেবে তায় মায়ের স্নেহ? আজ অভাগার বন্যাদায়।

বানের মুখে সাঁতার টেনে আতুর স্বামীর প্রাণ বাঁচায়ে,
ডাঙায় তুলে কোলের ছেলে, সাঁৎরে যে ফের ফির্‌ল গাঁয়ে
বাঁধা গরুর খুল্‌তে বাঁধন, তুল্‌তে নিজের ক্ষুদ্র পুঁজি,
ফিরতে সে আর পারেনি হায় বন্যাজলের সঙ্গে যুঝি';
নেই বেঁচে সে চাষার মেয়ে দুঃসাহসী দয়াবতী,
আছে তাহার কোলের ছেলে, আছে তাহার আতুর পতি;
তাদের কে আজ পথ্য দেবে—আজকে তারা নিঃসহায়,
হাতে হাতে মিলিয়ে নে ভাই, আজ আমাদের বন্যাদায়।

আসল গেছে, ফসল গেছে, গেছে দেশের মুখের ভাত;
সাম্‌নে 'পূজো',—নতুন ধুতির সঙ্গে ভাসে তাঁতীর তাঁত।
কোথায় গেছে হালের বলদ, কোথায় গেছে দুধের গাই,
কার ভিটেতে কে মরেছে,—কিছুরই খোঁজ খবর নাই।

উদাসী আজ কাজের মানুষ সকল-শূন্য-হওয়ার শোকে,
শুন্‌ছে না সে কিছুই কানে, দেখ্‌ছে না সে কিছুই চোখে ;
দেশের যারা পুষ্টি কান্তি সেই চাষীদের পানে চাও,
বন্যাদায়ে নিঃসহায়ে ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও।

অনুজ সমান ছাত্রেরা আজ অগ্রজেরি কার্য্য করে,—
দেশের কাজে অগ্রে চলে—স্বেচ্ছাসেবার দুঃখ বরে।
আজ্‌কে যেন প্রলয়-বুকে সুপ্ত জ্যোতির্লেখা হাসে—
ক্ষুদ্র দানের বটের পাতায় ভাবী দিনের ইষ্ট ভাসে ;
দুঃখীরূপে দুঃখহারী আজ আমাদের নেবেন সেবা,
দুন্দুভি তাঁর উঠ্‌ল বেজে, না যাবে আজ এগিয়ে কেবা।
সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা আজকে শোনো উঠ্‌ছে কেঁদে ;—
বধির হ'য়ে থাক্‌বে কে আজ ব্যর্থ জীবন বক্ষে বেঁধে ?
এ দায় নহে ব্যক্তিগত—যেমন-ধারা কন্যাদায়,
বাংলা জুড়ে রোল উঠেছে—আজ আমাদের বন্যাদায়।

আছেন দেশে দুঃখহারী লক্ষদাতা কোটীশ্বর,
তাঁদের পুণ্যে লক্ষ প্রাণী দেখ্‌বে ফিরে সুবৎসর ,
কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়—সপ্ত কোটির এদেশটিতে।
ভর্‌তে হবে ভিক্ষাপাত্র ক্ষুদ্র দানের সমষ্টিতে।
শাকান্নের যে দু'এক কণা বাঁচে তোমার আমার ঘরে—
নিবেদিয়া দাও তা' আজি নারায়ণের তৃপ্তি তরে !
তুষ্টিতে তাঁর জগৎ তুষ্ট—দুর্ব্বাসারও ক্ষুধা হরে,
তাঁর নামে দাও মুষ্টিভিক্ষা, জয় হবে দুর্ভিক্ষ-'পরে।
গরীব-সেবাই হরির সেবা—ভারতবাসী ভুল্‌ছ তাও ?
বন্যাদায়ে নিঃসহায়ে ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও।

মরুভূমির মানুষ যারা—মরা জলের দেশে থাকে—
তাদেরও প্রাণ সরস আজি—মরম বোঝে, ধরম রাখে ;
তারাও আজি মর্ত্ত্যে বসি' চিত্ত-আরাম-স্বর্গ লভে,
দুঃস্থ শিরে ভগবানের ছত্র ধরে সগৌরবে।
সার্থকতা দ্বারে তোমার, বন্ধ কর ব্যর্থ কথা,
মরম দিয়ে মরম বোঝ ঘুচাও মনের দরিদ্রতা ;
ঘুচাও কুণ্ঠা ওগো বন্ধু ! শক্তি কারো তুচ্ছ নয়,
হিম হতে যে বাষ্প লঘু,—তাতেই বাদল বন্যা হয়।
যুগে যুগে পুণ্য খোঁজ,—পুণ্য আজি তোমায় চায়,
শূন্য হাতে ফিরিয়ো না গো ; রক্ষা কর বন্যাদায়।

———

গুণী-দরবার

আমরা সবাই নাই ভিড়ে ভাই,
নাই মোরা নাই দলে,
বাস আমাদের গন্ধরাজের
পরিমল-মণ্ডলে !
আমরা জানিনে চিনিনে শুনিনে
আমরা জানিনে কারে,
হৃদয়ে যাহার রাজ্য—কেবল
রাজ-পূজা দিই তারে ;
মন যদি মানে তবেই মানি গো
পুলক-অশ্রুজলে।

অরসিকে মোরা যোড়-হাতে কহি
ভিড় বাড়ায়োনা ভাই,
মরমী রসিকে হৃদয়ের দিকে
টেনে নিতে মোরা চাই ;
নাই আমাদের ভিতর বাহির,
কোন কিছু নাই ছাপা,
নিশানের পরে আগুন-বরণ
আঁকি বৈশাখী চাঁপা।
মিলন মোদের গানের রাজার
ছন্দ-ছত্রতলে,
বসতি মোদের গন্ধরাজের
পরিমল-মণ্ডলে।

পরমান্ন

(কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে পঠিত)

ফুল-ফোটানো আব্‌হাওয়া এই
করলে কে গো সৃষ্টি
মধুর তোমার দৃষ্টি !
প্রণাম তোমায় করি !
আমরা কমল, ভুঁইচাঁপা, যুঁই,
কুন্দ, নাগেশ্বরী।

বিদায়-আরতি

মন্ হরিণের মনোহরণ
বাজাও তুমি বংশী
মানস-সরের হংসী,
তোমার পানে চায় গো
উল্লাসেরি কলধ্বনি
কণ্ঠ তাহার ছায় গো

সত্যযুগের আদিম !—গ্রহ-
ছত্রপতি সূর্য্য,
তোমার সোনার তূর্য্য
ব্যক্ত চরাচরে ;
বাষ্প-গোপন শক্তিতে সে
বজ্র সৃজন করে !

সত্য-মণি জাগাও তুমি,
চারু তোমার কর্ম্ম,
ফুল-ফোটানো ধর্ম্ম
জাগরণের সঙ্গী !
বিশ্বে তুমি নিত্য কর
নূতন রঙে রঙ্গী !

তোমার প্রকাশ-মহোৎসবে
আমরা মিলি হর্ষে,—
মিলি বরষ-বর্ষে ;
নাই আমাদের স্বর্ণ,
আমরা আনি অন্তরেরি
প্রীতির পরম-অন্ন।

জন্ম-তিথির পরম প্রসাদ
দাও আমাদের ভক্তি,
প্রাণে পরম শক্তি,
দেখাও দুর্নিরীক্ষ্য
অন্তরে যাঁর আরাম এবং
আসন অন্তরীক্ষ।

— — —

কবি-পূজা

কুবেরের রাজ্য ছাড়ি' উত্তরে যাদের বাড়ী
তোমারে পূজিল তারা স্বর্ণচম্পাদলে ;
বাল্মীকির সরস্বতী লভিলেন নব জ্যোতি
হে কবি। তোমার পুণ্যে পুনঃ পৃথ্বীতলে।

দুনিয়ার জ্ঞানী গুণী মুগ্ধ তব বীণা শুনি'
আজি বিশ্বগুণীগণে গণনা তোমার,
উজলিয়া মাতৃভূমি আজি উজলিছ তুমি
জগতের যতনের নব রত্নহার।

এ হার টুটিবে যবে এ কাল সে কাল হবে
লুকাবে জ্যোতিষ্ক বহু বিস্মৃতি-আঁধারে,
তুমি রবে অবিচল সূর্য্যকান্তি সমোজ্জ্বল
অনন্ত কালের কণ্ঠে বৈজয়ন্তী-হারে।

বাণী তব বিশ্ব ছায় কুবেরেরও পূজা পায়,
পূজা পায় পুষ্পলাবী রতন কাঞ্চন,
তারি সঙ্গে অনুক্ষণ মোরা করি নিবেদন
অনুরক্ত হৃদয়ের আরক্ত চন্দন।

নবজীবনের গান

বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই
ভারতে উদয় হয় নেশনের—
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

যমুনার কালো জলের সঙ্গে
কবে কোলাকুলি গঙ্গাজল,
যুবন্ প্রাণের গান শোনা যায়,
উড়ায়ে নিশান চল্ রে চল্।
আত্মপূজার আত্মম্ভরী
রাক্ষসীটারে বাঁধিয়া রাখ্,
গাঁই-গোত্রের গ্রাম্য স্বার্থ
যুক্তবেণীর জলে মিলাক্।
ছত্রিশ জাতে ছত্রিশ ভাগে
হ'য়ে আছে জরা-সন্ধ দেশ,
পরায়ে বজ্র-কঙ্কণ তারে
ঐক্যে বাঁধিয়া ঘুচা রে ক্লেশ।
চির-যুবা প্রাণ করে আহ্বান,
ভগবান্ আজি সহায় তোর,

ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে গোঁয়াসনে আর
বাহুতে মিলা রে বাহুর ডোর।

কোরাস
বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই
ভারতে উদয় হয় মহাজাতি,
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

নেশন হবার এসেছে সময়
নিশিদিন মনে রেখ সে কথা,
বুদ্ধ, নিমাই, নানক, কবীর
তোরি কাছে মাগে সার্থকতা।
মিলনের সাম তারা অবিরাম
গাহিল যে সে কি মিথ্যা হবে,-
চিত্ত-কৃপণ মরণ-পন্থী
ভেদ-অসুরের বিকৃত রবে?
এক অখণ্ড জাতি হব মোরা
হীরা-চুনী-নীলা মিলাব হারে,
ঠাই ক'রে নিতে হবে যে নবীন
জগতের মহা সভাগারে!
হের রাক্ষস-সত্রের শেষে
করে প্রতীচ্য শান্তিপাঠ,
স্ব-প্রতিষ্ঠ হবে সব লোক,
গণ্ডী সে ভাঙে, খোলে কবাট!
পৃথিবীর যত শূদ্র জেগেছে,
জেগেছে পরিশ্রমীর দল,
এখন শূদ্র তারাই যাদের
অতীতের লাগি শোক কেবল

কোরাস —
বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই।
ভারতে মহতো মহীয়ান্ হের
এসেছে লগন দেরী তো নাই।

আশার আলোর আভাস আকাশে
লেগেছে রে, আঁখি মেলিয়া ছ্যাখ,
খণ্ড স্বার্থ আহুতি দে ভাই,
চরু নিবি যদি হ' তোরা এক।
দেবহিতে দেহ দিয়েছে দধীচি ;—
দেশ-হিতে আজ তাঁহারি মত
দিতে হবে বলি ভেদবুদ্ধি ও
মর্য্যাদা-লোভ মজ্জাগত।
নেশন গড়িতে অভিজাত জাপ্
সব দাবী ছেড়ে নোয়াল মাথা,
দাইমিয়ো-সামুরাই যা পেরেছে—
ক্ষত্র-বিপ্র! পারিবে না তা'?
ঋষির বংশ ব'লে দিশি দিশি
মানের কান্না কাঁদিবে কে রে?
সূর্য্যবংশ ব'লে কি আমরা
কর দিই আজো রাজপুতেরে?
শত্রু-শাতন সূক্তে তোমার
শত্রু-নিপাত হয় না আর,
প্রণতি পাবার কেন লোলুপতা?
শেষ ক'রে দাও এ দীনতার

কোরাস—
বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই।
ভারতে উদয় মহাসঙ্ঘের
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

ক্ষত্রিয় হ'ল প্রখ্যাত আজ
ক্ষত্র-ত্রাণের অক্ষমতায়,
ষড়্ভাগ আর দক্ষিণা দাবী
মানিবে কি কেহ মুখের কথায়?
বৃহতী বসুধা,—কে মিটাবে ক্ষুধা,—
বৃহৎ প্রাণের দীক্ষা নেবে?
জনসাধারণে করাবে ধারণ
মহীয়ান্ ব্রহ্মণ্য-দেবে!
জন-সাধারণ করুক গ্রহণ
যুগ-সঞ্চিত জ্ঞানের চাবী,
বল হাসিমুখে, 'দিলাম—দিলাম—
দিলাম—না রেখে কিছুরই দাবী।'
এক বিরাটের অঙ্গ সবাই,
বিকারে রক্ত চড়েছে শিরে;—
মাথার রক্ত মাথা হ'তে নেমে
ঘুরিয়া ফিরুক, সব শরীরে।
স্বাস্থ্য ফিরুক, শক্তি ফিরুক,
কান্তি ফিরুক, বাঁচুক প্রাণ,
হৃদয়ের কল চলুক সহজে,
দূরে যাক গ্লানি কালিমা ম্লান।

বিদায়-আরতি

কোরাস —
বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই
ভারতে নেশান-নিশান উদয়—
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

ভেদের চিহ্ন কর হে ছিন্ন,
কুণ্ঠা ঘুচাও, জাগাও স্ফুর্ত্তি,
ভারত ব্যাপিয়া হউক উদয়
এক অখণ্ড সঙ্ঘ-মূর্ত্তি।
প্রেমের সূত্র হোক আমাদের
ঐক্যের রাখী—রাখী আদিম,-
প্রতি পার্শীর সদ্‌রা যেমন,
প্রতি ইহুদীর তিফিল্লিম্‌।
বৃহৎ হবার জ্ঞানেরে জাগাও—
ব্রহ্মের জ্ঞান সবারি হোক,
যে প্রণবে প্রাণে নবীনতা দানে
সে প্রণবে দেশ হোক অশোক
হোক জগতের বৃহৎ ক্ষেত্রে
দ্বিতীয় জন্ম আমা-সবার,
হোক দ্বিজ আজ নিখিল-হিন্দু,
দাও খুলে দাও সকল দ্বার।
সংস্কারের সঙ্কোচে ভরা
দীন আত্মারে দাও অভয়,
সকল দৈন্য করিয়া বিনাশ
মহাজাতি-রূপে হও উদয়।

কোরাস—
বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই
ভারতে উদয় বিশ্বরূপের—
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

এসেছে সুদিন, ওঠ্ ওরে দীন!
তোরে প্রসন্ন আজি বিধাতা,
হের নেশনের প্রসব-ব্যথায়
আতুরা বিধুরা ভারত-মাতা।
গণকের দল বলিছে কেবল
এখন প্রসব বন্ধ থাক্,
দেরী নাকি ঢের শুভ লগনের,—
পেচকের বুলি চুলাতে যাক্।
ভাবী নেশনের নিশান উড়া রে,
পেয়েছি নিশানা ছাখ রে ভাই,
জাতে জাতে হাতে হাতে মিলাইতে
বাড়িয়েছে হাত হের সবাই!
কে আছিস্ জড়ভরতের মত
মিছে আচারের মুখেতে চেয়ে,
শক্তি সাধনে সমান আসনে
তুলে নিতে হয় হাড়ীরও মেয়ে।
নেশনের শিব প্রাণে জাগে যার
শৈব-বিধানে হবে সে বর,
গোস্বামী-মত খুলিবে দরজা
মনু যদি আজ করেনই পর।

বিদায়-আরতি

কোরাস—

বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই।
ভারতে উদয় মহা মহিমার—
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

তোদেরি ঘিরিয়া খণ্ড ভারতে
মহান্ জাতির হইবে সৃষ্টি,
গ্রীকরাণী সহ চন্দ্রগুপ্ত
করিবে মাথায় পুষ্পবৃষ্টি,
আশিসিবে তোরে কণাদ কবষ
মহীদাস-মাতা পুণ্যবতী,
কল্যাণ তোর করিবে কামনা
তপতী এবং সত্যবতী।
বিশ্বামিত্র করিবে আশিস
ল'য়ে বশিষ্ঠ-সুতারে বামে—
বংশ যাঁহার কনোজে বিদিত
পূজিত আর্য্য-মিশ্র নামে।
বিষ্ণু ও রমা, রুদ্র ও উমা,
সূর্য্য-ছায়ার অমোঘ বরে
সার্থক হবে নব-ভারতের
এ মহা-মিলন অবনী পরে।
বহিবে যুক্তবেণী ঘরে ঘরে
ঘুচায়ে বর্ণ-ভেদের গ্লানি,
ঘরে ঘরে, ভাই, কানাই বলাই,
হবে যশোমতী ভারত-রাণী

নবজীবনের গান

কোরাস {
বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই
ভারতে এবার মহা মিলনের
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

হ'তে হ'তে যাহা স্থগিত রয়েছে,
পূরা সে হবেই, কে দিবে বাধা ?-
ঐরাবতের বৈরী হ'লেও
গঙ্গার কাজ হয় সমাধা।
জহ্নু জঠরে জাহ্নবী আব
নয় বেশীদিন জানি গো জানি,
হ'বে না ব্যর্থ তীর্থঙ্কর-
বোধিসত্ত্বের বিবেক-বাণী।
ইরাণী, তুরাণী, মিশরী আসুরী,
শক, হূন, কোল, হাবসী, সিদি,
রস্কো-দ্রাবিড় মগ-মোগলের
রক্ত মিলাল ভারতে বিধি।
আর্য্য-দস্যু ময়-কাম্বোজী
মালাই মিলেছে ভারত-দেহে,
ভাব হ'য়ে গেছে ; নিশাসে নিশাস
মিলেছে মিশেছে সখ্যে স্নেহে।
বিয়ে হ'য়ে গেছে ; এখন চলেছে
বাসী বিয়েটার রাত কাটানো,
নাই দেরী আর ফুলশয্যার,—
সুরু ক'রে দে রে ফুল-খাটানো।

বিদায়-আরতি

কোরাস—
বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই
ভারতে উদয় মহামানবের—
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

মিলন ঘটেছে কত জাতে জাতে,
কত শ্রেণী সাথে মিশেছে শ্রেণী,
তাই ত সাগর-সঙ্গম আর
তীর্থ মোদের যুক্তবেণী।
হ'য়ে গেছে বিয়ে, ছাখ না তাকিয়ে
হর-হৃদে তাই কালী বিরাজে,
শ্যাম জলধরে তাই ত দামিনী
রাই শোভে সারা ভারত মাঝে ;
হ'য়ে গেছে বিয়ে ; নাই সঙ্কোচ
সত্যে স্বীকার করিতে কভু,
মহা-মিলনের রাখী হাতে হাতে
বাঁধেন নীরবে জগৎ-প্রভু।
বাহান্ন পীট এক হবে যাহে
উচ্চারো সেই মন্ত্র তবে,
আনো শক্তির কঙ্কালগুলি—
মহাশক্তির উদয় হবে ;
ছোট ছোট সব দেউল টুটিয়া
মিলুক দেবীর শক্তিরাশি,
ভারতে আবার জাগুক উদার
উদাসী শিবের প্রসাদ-হাসি।

হিমালয় হতে মলয়ালয়ম্‌
তাহারি আভাসে পুলকাকুল,
প্রলয়-পয়োধি-জলে তাই ফিরে
ফুটে ওঠে হের পদ্মফুল।
মহাজীবনের বার্ত্তা এসেছে
মহামিলনের লয়ে নিশান,
ডাকে ভবিষ্য, ডাকিছে বিশ্ব,
করিছে ইসারা বর্ত্তমান।

কোরাস {
বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই
ভারতে উদয় হয় বিরাটের—
এসেছে সময় দেরী তো নাই

———

বৈশাখের গান

চলে ধীরে! ধীরে! ধীরে!
অনিবার মৃদুধারা ঘিরে ঘিরে ধরণীরে!
ধীরে! ধীরে! ধীরে!
খর রৌদ্রে বায়ু মূর্চ্ছে, জ্বলে জ্বালা,
চির স্বপ্নে রহে চম্পা চিন্ন-বালা,
তনু-আলা চলে যাত্রী, ওড়ে ধূলি ঘুরে ফিরে।
ধীরে! ধীরে! ধীরে!

গলে সূর্য্য, ঝরে বহ্নি, মরে পাখী,
মেলে জিহ্বা মরু-তৃষা মোছে আঁখি,
ছায়া কাঁপে খর তাপে, বুকে চাপে মরীচি রে !
ধীরে ! ধীরে ! ধীরে !
দিশাহারা চলে ধারা পথ বাহি',
দিন রাত্রি নাহি তন্দ্রা, ত্বরা নাহি,
নাহি ক্লান্তি, শ্যাম কান্তি ঢালে শান্তি তীরে তীরে
ধীরে ! ধীরে ! ধীরে !

গান

কুহুধ্বনির ঝড় ওঠে শোন্
নিফুট আলোর কূলে কূলে ;
শিথানে মুখ লুকিয়ে কেন
কান্না রে আজ ফুলে' ফুলে' ?
বাসন্তী এই কোজাগরী
কিসের ব্যথায় উঠ্‌ল ভরি',
কী ব্যথা সে কী ব্যর্থতা
বিষের হাওয়া হিয়ায় বুলে !
প্রাণের মেলায় মায়ার খেলায়
হঠাৎ বেসুর বাজ্‌ল কোথায়,
হারিয়ে গেল কী নিধি তোর
অশ্রুজলের আঁধার সোঁতায় ?

সারা বুকের পাঁজর-তলে
রাঙা আঙার ফুঁপিয়ে জ্বলে,
সপ্তপদীর শেষ হল কি
জীবন-ভরা ভুলে ভুলে !

সিংহবাহিনী

মরত-লোকে এলোকেশে ও কে এল তোরা যা দেখে।
বিজুলি-ছটা ! বহ্নিজটা সিংহ পরে পা রেখে !
নিখিল পাপ নিধন তরে
মৃণাল-করে কৃপাণ ধরে,
ঈষৎ হাসে শঙ্কা হরে, চিনিতে ওরে পারে কে।

তরুণ-ভানু-অরুণ-ঘটা নয়ন-তট ভূষিছে !
দম্ভ-দূর দৈত্যাসুর ভাগ্য নিজ দূষিছে !
শান্ত-জন-শঙ্কা-হরা
অভয়-করা খড়্গ-ধরা
আবির্ভূতা সিংহ-রথে মাভৈঃ বাণী ঘোষিছে !

দমন হয় শমন নামে শমিত যম-যন্ত্রণা !
ইন্দ্র বায়ু চন্দ্র রবি চরণ করে বন্দনা !
ইঙ্গিতে যে সৃষ্টি করে,
গগনে তারা বৃষ্টি করে,
প্রলয়-মাঝে মন্দ্র-রূপা ! মৃত্যুজয়ী মন্ত্রণা

শকতিহীনে শক্তিরূপা সিদ্ধিরূপা সাধনে !
ঋদ্ধিরূপা বিত্তহীন-হৃদয়-উন্মাদনে !
আদ্যা ! আদি-রাত্রি-রূপা !
অমর-নর-ধাত্রী-রূপা !
অশেষরূপা ! বিরাজো আজি সিংহবর-বাহনে

———

মূর্ত্তি-মেখলা

বিশ্বদেবের দেউল ঘিরিয়া
মূর্ত্তি-মেখলা রাজে—
কত ভঙ্গীতে কত না লীলায়
কতরূপে কত সাজে,
দিকে দিকে আছে পাপ্‌ড়ি খুলিয়া
সোনার মৃণাল মাঝে !

বিশ্বরাজের শত ঝরোখায়
আলোর শতেক ধারা,
শতেক রঙের অভ্রে ও কাচে
রঙীন হয়েছে তারা,
গর্ভগৃহেতে শুভ্র আলোক
জ্বলিছে সূর্য্য-পারা।

বিশ্ববীজের বিপুল বিকাশ
আকাশ-পাতাল জুড়ি'

মূর্ত্তি-মেখলা

অনাদি কালের অক্ষয়-বটে
কত ফুল কত কুঁড়ি,
ঊর্দ্ধে উঠেছে লাখ লাখ শাখা
নিম্নে নেমেছে ঝুরি।

বিশ্ববীণায় শত তার তবু
একটি রাগিণী বাজে,
একটি প্রেরণা করিছে যোজনা
শত বিচিত্র কাজে,
বিশ্বরূপের মন্দির ঘিরি'
মূর্ত্তি-মেখলা রাজে।

—শেষ—

কবি সত্যেন্দ্রনাথের রচনা

পুস্তকের নাম	প্রথম প্রকাশিত
বেণু ও বীণা (কাব্য)	১৩১৩
হোমশিখা "	১৩১৪
তীর্থ-সলিল "	১৩১৫
তীর্থরেণু "	১৩১৭
ফুলের ফসল "	১৩১৮
জন্মদুঃখী (উপন্যাস)	১৩১৯
কুহু ও কেকা (কাব্য)	১৩১৯
চীনের ধূপ (নিবন্ধ)	১৩১৯
রঙ্গমল্লী (নাট্য কাব্য)	১৩১৯
তুলির লিখন (কাব্য)	১৩২১
মণি-মঞ্জুষা "	১৩২২
অভ্র-আবীর "	১৩২২
হসন্তিকা (ব্যঙ্গ কবিতা)	১৩২৩
বেলাশেষের গান (কাব্য)	১৩৩০
বিদায় আরতি "	১৩৩০
ধূপের ধোঁয়ায় (নাটিকা)	১৩৩৬
কাব্য-সঞ্চয়ন (কাব্য)	১৩৩৭
শিশু-কবিতা "	১৩৫২